সাধ্বী-সতী

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মণ্ডল

প্রণীত।

৭৮।২ নং হ্যারিসন রোড,

কলিকাতা

১৩২৪।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—
শ্রীসতীপতি ভট্টাচার্য্য,
অন্নদা বুক ষ্টল,
৭৮।২ নং হ্যারিসন রোড
কলিকাতা

শরৎবাবুর নূতন উপন্যাস

অভিমানিনী

(যন্ত্রস্থ)

কলিকাতা
২৫ এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,
নিউ সরস্বতী প্রেসে,
শ্রীমিহিরচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

উপহার পৃষ্ঠা।

এই

পুস্তক খানি

আমার

প্রদত্ত হইল

তারিখ——— | স্বাক্ষর………………

…………………………………

উৎসর্গ পত্র।

•

পরমপূজনীয়া শ্রীযুক্তা পিসিমাতা

শ্রীচরণ কমলেষু।

পিসি মা!

তোমার অতি আদরের অতি যত্নের—অতি স্নেহের—ভ্রাতুষ্পুত্র তোমার শ্রীচরণ কমলে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ তাহার "সাধ্বী-সতী" অর্পণ করিতেছে আশা করি তোমার স্নেহ করুণ দৃষ্টিতে উপেক্ষিতা হইবে না।

তাড়দহ, } তোমার স্নেহের
১৪ই আষাঢ়, সন ১৩২৪ } অক্ষয়।

সাধ্বী-সতী

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সুরেশচন্দ্র মধ্য বিত্ত গৃহস্থের সন্তান, তাহার বাটী গ্রামের নবীন জমীদার নগেন্দ্রনাথের বাটীর অনতিদূরে অবস্থিত। সুরেশচন্দ্র নগেন্দ্রনাথের সহপাঠী গত বৎসর দুই জনে আই, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। সুরেশচন্দ্র দ্বাবিংশ বর্ষীয় যুবা, শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, বিনীত, মিষ্টভাষী। গ্রামস্থ সকলেই তাহাকে আদর যত্ন করিয়া থাকে কয়েক বৎসর হইল, সুরেশের মাতার মৃত্যু হইয়াছে গত বৎসর সুরেশের পিতা সুরেশের স্কন্ধে একটী ভ্রাতা ও দুইটী ভগিনীর ভারার্পণ করিয়া ইহ-সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন

সুরেশচন্দ্র নগেন্দ্রনাথের প্রকৃত বন্ধু, সম সুখ দুঃখভাগী; অসহ্য গ্রীষ্মে সুশীতল বারিধারা যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তির পক্ষে মৃত সঞ্জীবনী সুধা যেমন, মনুষ্যের পক্ষে প্রকৃত বন্ধুও তেমন বিপদে ধৈর্য্য, ভয়ে

ভরসা, রোগে ঔষধ, অন্ধকারে আলোক, অশান্তিতে শান্তির স্থান
যথার্থ যাহার বন্ধু নাই, তাহার কেহই নাই এই স্বার্থময় জগতে
নিঃস্বার্থ বন্ধু নিতান্তই দুর্লভ জানি না অকপট বন্ধুর হৃদয় কি
স্বর্গীয় উপাদানে গঠিত

সুরেশচন্দ্রের স্ত্রী সুখদা, কুরূপা হইলেও তিনি প্রকৃত পক্ষে
সুখ দা সুরেশচন্দ্র কুরূপা স্ত্রীকে সুরূপা জ্ঞানে অহর্নিশি প্রীতি
পূর্ণ-নয়নে দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন স্বাধীনতা
প্রাপ্ত সুরেশ চন্দ্র সচ্চরিত্র না হইলে, তাহার কুরূপা স্ত্রীর প্রতি যে
নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া পবিত্র সংসার যে অশান্তিপূর্ণ করিত তাহাতে
বিন্দু মাত্র সন্দেহ আছে কি ?

সুরেশচন্দ্রের সহিত নগেন্দ্রনাথ তাহাদের বাটী আসিয়াছে
উভয়ে কক্ষ মধ্যে শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া কথোপকথন করি
তেছে সুখদা মেজের উপর বসিয়া পান সাজিতেছে ও
মনোযোগ সহকারে বন্ধুদ্বয়ের দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিতেছে
অল্পদিন হইল নগেন্দ্রনাথের পিতৃ-বিয়োগ হইয়াছে

সুরেশচন্দ্র ভাই, কেন বৃথা চিন্তা করে দেহপাত
করছ তিনি স্বর্গে গিয়েছেন তাঁর জন্য বৃথা শোকাভি
ভূত হয়ে ফল কি ? লোকে ইহকালে বংশ রক্ষা ও পরকালে
সদগতি লাভের আশায় সাধ্য সাধনা করে পুত্র কামনা করে
থাকে সংসারে পুত্রের দ্বারা পিতৃ স্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকে। পুত্রের
পিণ্ডে পিতৃ-লোকের সদগতি হয় ফলতঃ পুত্রের দ্বারা ইহকালে

সুখ-লাভ ও পরকালে ঊর্দ্ধগতি লাভ হয়ে থাকে, এ কথাও তোমার অবিদিত নাই তোমাকে যে মার পিতার সংসার রক্ষণা বেক্ষণ, ভাই ভগ্নীদিগকে লালন পালন, শিক্ষাদান ও পরমপূজনীয় মাতৃদেবীর সুখ সম্পাদন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য নয় কি? কেন কর্ত্তব্য কার্য্যে ঔদাস্য প্রকাশ করে প্রত্যবায় ভাগী হতেছ? তোমার মাতা একে পতিশোকে অধীরা, তাহাতে আবার তোমার এরূপ উদাসীন ভাব দেখে বাস্তবিক আরো শোকাতুরা হয়েছেন তোমার প্রফুল্ল বদন দর্শন করলে, তিনি কথঞ্চিৎ শোকতাপ বিস্মৃত হতে পারেন

নগেন্দ্র তুমি যা বললে সুরেশ তা সবই সত্য আমি যতই মনে করি, চিন্তা করব না, কিন্তু ততই যেন চিন্তা রাক্ষসী করাল বদন বিস্তার করে আমাকে গ্রাস করতে আসছে দেখছি ক্রমশঃ আমার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসছে তাঁহার সেই সুধা মাখা কণ্ঠস্বর যেন আমার কর্ণ কুহরে নিয়ত প্রতি ধ্বনিত হতেছে ভাই এক দিনের জন্যও ভাবি নাই যে এত শীঘ্র আমি পিতৃ হারা হব জানি না কোন পাপে আমি এই অল্প বয়সে পিতৃ পাদপের সুশীতল ছায়া হ'তে অপসারিত হয়েছি এই সংসারে জীবের আসা যাওয়া সার ইহা সত্য কিন্তু মোহান্ধ মানব মায়াময় জগতের মায়া মোহে মোহিত হয়ে থাকে সে একবারও ভাবেনা যে, আমাকে যেতে হবে

সুরেশচন্দ্র যদি তুমি এইরূপ অনর্থক শোকে অভিভূত

হও তবে অবশ্যই কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হবে। পিতা মাতা কাহার চিরদিন বর্ত্তমান থাকেন? সংসার সংযোগ ও বিয়োগের অধীন, বিধির বিধিই এই, অন্যথা হবার নহে। সম্মুখে তোমার মহান্ কর্ত্তব্য উপস্থিত। শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস করে প্রকৃত পুরুষার্থ সাধনার নিমিত্ত তৎপর হও। কর্ম্ম কর, পিতৃ-কীর্ত্তি সংরক্ষণে যত্নবান হয়ে স্বর্গীয় পিতাকে চিরজীবী করে রাখ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিমলা দরিদ্রের কন্যা একণে অনাথা জননী ব্যতীত তাহার আর আপনার বলিতে কেহ নাই বিমলার একটী গঞ্জিকাসেবী ভ্রাতা ছিল এক দিন সে অকস্মাৎ এক সন্ন্যাসীর সহিত কোথায় চলিয়া গিয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না বিমলা একাদশ বর্ষীয়া বালিকা। পাঠক মহাশয় এই বালিকার রূপ-গুণের বিশেষ পরিচয় যথা সময়ে বর্ণিত হইবে, তবে জানিয়া রাখুন বিমলা বাস্তবিক বিমলা; রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী বিমলার বিবাহের জন্য তাহার মাতা অনেক চেষ্টা করিয়াও উপযুক্ত পাত্র স্থির করিতে পারেন নাই বহু স্থান হইতে সম্বন্ধ আসিয়াছিল বটে, কিন্তু কেহ দরিদ্র অনাথাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিল না হায় বিমলা, তোমার মাতার যদি অর্থ থাকিত, তাহা হইলে এত দিনে কোথায় গিয়া, কাহার গৃহ আলো করিয়া বসিতে। হায় অর্থ। তুমি আত্মীয়কে পর কর, সুন্দরকে কুৎসিৎ কর, পণ্ডিতকে মূর্খ কর, মানীর মান নাশ কর। তুমি না থাকিলে পুত্র পিতাকে সেবা করে না, পিতা-মাতা পুত্রকে স্নেহ করে না, ভাই ভাইকে সম্ভাষণ করে না, স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে না, আত্মীয় পর হয়, বন্ধু বন্ধুকে

আদর করে না হায় অর্থ তোমার প্রভাবে কুরূপ সুরূপ হয় নীচ উচ্চ হয় অবিবেকীর পরমাত্মা রূপিং অর্থ। তোমার বল অসীম, অনন্ত, তোমার কাছে সবাই দুর্ব্বল যদি তাহাই না হইবে তবে আমাদিগের বিমলার মাতাকে এই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে কেন?

বিমলার মাতা অনেক চেষ্টার পর বিফল মনোরথ হইল, একদিন সুরেশচন্দ্রকে ডাকিয়া তাহাদের বাটীতে আনিলেন এবং বসিতে বলিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, —"বাবা যেমন করে হ'ক তোমাকে আমার এই কন্যাদায় হ'তে উদ্ধার কর্‌তেই হবে। তুমি মন দিয়ে চেষ্টা কর্‌লে আমাকে এই দায় হ'তে পরিত্রাণ কর্‌তে পার। আমি জানি তোমার বন্ধু নগেন্দ্রনাথ তোমার কথার অন্যথা করে না তুমি অনুরোধ কর্‌লে নগেন্দ্রনাথ অনায়াসে আমার কন্যাকে সৎপাত্রে অর্পণ কর্‌তে পারে"

সুরেশচন্দ্র কহিল,—"আচ্ছা, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করে দেখব, আপনার নিকট প্রতিশ্রুত রহিলাম" সুরেশচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করিল বটে কিন্তু ইতি কর্ত্তব্যতা স্থির করিতে পারিল না; অবশেষে হঠাৎ তাহার আশার সঞ্চার হইল, আমি এ বিষয়ে অনুরোধ করিলে নগেন্দ্রনাথ সম্মত হইতে পারে, কারণ একে সে উদার হৃদয় এবং তাহাতে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত, দরিদ্রের কন্যা বলিয়া অবজ্ঞা না করিতেও পারে অলীক লোক-নিন্দা ভয়ে কর্ত্তব্য ও ন্যায়ানুমোদক কার্য্যে বিমুখ হইবার লোক সে

নহে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বহিল, "তবে আমি এখন চললাম, যাতে নগেন্দ্রনাথকে ধরে কোন উপায় করতে পারি, তার বিশেষ চেষ্টা করব"

বিমলার মাতা কহিলেন,—"আচ্ছা বাবা। এস আমি আশীর্ব্বাদ করি তুমি সুখে সচ্ছন্দে থাক, তোমার ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হ'ব।

সুরেশচন্দ্র অনাথার এই আশীর্বচন মস্তকে লইয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া দেখিল, বিমলা গৃহ-প্রাঙ্গণে একটী স্বার্দ্ধ দ্বি হস্ত পরিমিত পিয়ারা গাছকে গোগণের কবল হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিক সুরক্ষিত করিতেছে সে বিশেষ মনোযোগের সহিত বিমলাকে দেখিল এবং মনে মনে বলিল নগেন্দ্রের প্রেম শূন্য-হৃদি সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্রী বটে

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই পরিবর্ত্তনশীল জগত নিত্য নিয়তই আবর্ত্তিত হইতেছে একদিন দুইদিন করিয়া একমাস, একমাস দুইমাস করিয়া বারমাসে একটা বৎসর গত হইয়াছে এই এক বৎসরের মধ্যে কত যে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য কেহ কাঁদিয়াছে, কেহ হাসিয়াছে, কেহ খুন করিয়াছে, কেহ খুন হইয়াছে, ইত্যাদি কতই যে বিস্ময়কর দৃশ্যের অভিনয় এই বিশ্বরঙ্গমঞ্চে হইয়া গিয়াছে, তাহা শুনিলে ক্ষোভে হর্ষে, ঘৃণায়, রোষে আত্মহারা হইতে হয়

নগেন্দ্রনাথ এখন বেশ প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। তাহার চিন্তাক্লিষ্ট-বদনে বিষাদ কালিমার রেখাগুলি ক্রমে ক্রমে অপসৃত হইয়াছে কালে কালে মানব সবই ভুলিয়া যায়। কালের কুটিল চক্রে নিষ্পেষিত হইয়াও মানব আবার সংসারে মনোনিবেশ করে। পিতা স্নেহের নয়নানন্দ পুত্রকে হারাইয়া, সতী প্রাণাধিক পতিকে হারাইয়া, দুইদিন পরে সব ভুলিয়া আবার সংসার করে; আবার হাসে, পাঁচজনের সঙ্গে মিশে, গল্প করে, গান গায়, সুখে নিদ্রা যায়

নগেন্দ্রনাথ দরদালানে বসিয়া খগেন্দ্র ও হেমলতাকে পাঠ

বলিয়া দিতেছে তাঁহাদের মাতা কাত্যায়নী গৃহমধ্যে বসিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিলেন এমন সময় একটী যুবক গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কাত্যায়নীকে নমস্কার করিয়া পার্শ্বস্থিত এক কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিল এ যুবকটী আর অন্য কেহ নহে, আমাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিত নগেন্দ্রনাথের প্রিয়বন্ধু সুরেশচন্দ্র অদ্য নগেন্দ্রনাথের সহিত বিমলার বিবাহ বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য তাঁহার মাতার নিকট আগমন করিয়াছে এস্থলে অনেকে মনে করিতে পারেন যে বিংশতি বর্ষীয় ধনীর সন্তান নগেন্দ্রনাথের অদ্যাবধি বিবাহ হইল না কেন? তদুত্তরে আমরা বলিতে চাহি যে তাঁহার পিতা অল্পবয়সে পুত্রকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করাকে অন্যায় বলিয়া জানিতেন গতবৎসর নগেন্দ্রের পিতৃ-বিয়োগ না হইলে বিবাহ হইত; অ র জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ বিধাতার কার্য্য, ইহাতে মানবের হাত নাই সুরেশচন্দ্রের আগমনে, নগেন্দ্রনাথের মাতা কাত্যায়নী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপে বিরত হইয়া সুরেশচন্দ্রের সহিত নানা বৈষয়িক বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। নানা কথা প্রসঙ্গে সুরেশচন্দ্র বিমলার বিবাহের কথা উত্থাপন করিল, সুরেশচন্দ্র কহিলেন,- "মা। আমি অস্ত পড়েই দায়গ্রস্ত হয়ে আপনার নিকট এসেছি।

কাত্যায়নী বিস্ময়ান্বিত হইয়া কহিলেন, হঠাৎ তুমি কি দায়ে পড়লে বাবা? বাড়ীর সব কুশল ত?

সুরেশ হাঁ, বাড়ীর সব কুশল একটী দরিদ্র বিধবার

দুঃখে দুঃখিত হয়ে আমি আপনার নিকট এসেছি, আপনি দ' না করলে তাহার দুঃখ মোচনের উপায় নাই

কাত্যায়নী সে ত ভাল কথা বাবা দীন দরিদ্রের দুঃ' দূর করা ত সকল মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমার নিকট সমস্ত প্রকাশ করে বল সে কে এবং তাহার দুঃখই বা কি ?

সুরেশ বিমলার মাতা গত কল্য আমাকে ডাকিয়া এইখা যান এবং বলেন "বাবা যাহাতে আমার কন্যাটীর বিবাহ হয় তাহাই তোমাকে করতে হবে" আমিও তাঁহার নিকট প্রা' পণে বিমলার বিবাহের জন্য চেষ্টা করতে স্বীকৃত হয়েছি

কাত্যায়নী মেয়েটী দেখ্‌তে কেমন ?

সুরেশ খুবই ভাল, রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী

কাত্যায়নী এমন মেয়েরও বর জুটছে না।

সুরেশ রূপ গুণ থাক্‌লে কি হবে মা, টাকা ত নেই, রূপ গুণ না থাক্‌লেও বরঞ্চ চলে কিন্তু টাকা না হলে কিছুতেই চলে না

কাত্যায়নী তুমি ঠিক্ বলেছ বাবা

সুরেশ আচ্ছা, এইবার নগেন্দ্রনাথের বিবাহ দিলে হয় না ?

কাত্যায়নী হাঁ, নগেন্দ্রনাথের বিবাহের জন্য আমি বড়ই চিন্তিত আছি তাহার মনও এখন অনেকটা সুস্থ হয়েছে এই

সময় তাহার বিবাহের উদ্‌যোগ করা উচিত তুমি একটী মেয়ের সন্ধান দেখ

সুরেশ আচ্ছা মা। বিমলার সহিত আমাদের নগেন্দ্রনাথের বিবাহ দিলে হয় না ? মেয়েটি বেশ পরিপাটি, তবে দরিদ্র কন্যা, তাহাতে কি যায় আসে . দরিদ্র কন্যা না হলে স্বামীকে তেমন সেবা শুশ্রূষা করতে, গুরুজনগণকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতে, গৃহ কর্ম্মাদিতে তেমন নিপুণতা প্রদর্শন করতে পারে না দরিদ্র কন্যার হৃদয় বড়ই নির্ম্মল, বড়ই মধুর, বড়ই পবিত্র, দয়ামায়া বিজড়িত অসূয়া শূন্য। স্ত্রীলোকের সমুদয় সদ্‌গুণ দরিদ্র-কন্যার হৃদয়ে নিহিত আছে তাহারা গৃহকর্ম্মে নিপুণা, স্বামি-সেবায় তৎপরা, প্রকৃত পক্ষে পারিবারিক সমুদয় সুখ—সম্পাদন করতে সর্ব্বতোভাবে তাহারাই পারে। ধনীর কন্যা প্রায় লজ্জাহীনা, বিলাসিনী। তাহারা পিতৃ-ধনে গর্ব্বিতা, আপন-সুখে আপনি উন্মত্তা, স্বামি-পীড়নে অনুরক্তা, তাহারা শাশুড়ীকে গালি দেয়, গুরুজনকে অশ্রদ্ধা করে পায়ের উপর পা দিয়ে মা ঠাকরুণের ন্যায় বসে থাকতে ভালবাসে আর সামান্য কারণে বিনানুমতিতে বাপের বাড়ী পর্য্যন্ত চলে যায় আমার মতে দরিদ্র কন্যা বিমলা নগেন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণী হইবার যোগ্যা। ইহাতে আপনার মত কি ?

কাত্যায়নী সকল ধনি-কন্যাই যে মন্দ হয়, আর সকল দরিদ্র-কন্যাও যে ভাল হয়, এমন নহে অনেক স্থলে ইহার

বিপরীতও হয়ে থাকে তোমার সুসঙ্গত প্রস্তাবে আমি সম্মত আছি আমারও তাই ইচ্ছা। বিমলা মেয়েটি খুব ভাল আমার নগেন যেমন ফুটফুটে, বিমলাও তেমন টুক্‌টুকে বেশ মানাবে ভাল আর একটি কথা তোমায় বলি, আমার হেমলতাও বিবাহ যোগ্য হয়েছে এই ষেটের কোলে নয় বৎসর বয়স হয়েছে। সে দিন ও গ্রামের সনাতনের পুত্র বরদাপ্রসাদ আমাদের এখানে বেড়াতে এসেছিল, আমি দেখেছি ছেলেটীর স্বভাব বড় ভাল তাহার সহিত আমার হেমলতার বিবাহ দিলে ভাল হয় না? এখন তুমি একবার যাও, তোমার বন্ধুর সহিত পরামর্শ করে তার মতামত আমার নিকট এসে বলবে

মুষ্টি-ভিক্ষা প্রার্থি ভিখারী অপ্রত্যাশিত ভিক্ষা লাভ করিলে সে যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে ও দাতাকে কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে ভাবিয়া না পাইয়া আনন্দে নীরবে চলিয়া যায়, সুরেশচন্দ্রও তদ্রূপ নীরবে—প্রফুল্লচিত্তে তথা হইতে বন্ধুর নিকট গমন করিল পরোপকারী সুরেশচন্দ্রের আজ আর আনন্দের সীমা নাই, সে আজ একটিলে দুইটী পাখী মারিতে উদ্যত হইয়াছে। এখন পারিলে হয় [illegible] পারিবে, কারণ তাহার লক্ষ্য স্থির সে আজ তাহার বন্ধুর বিবাহ দিতে ও এক বিধবার কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিতে উদ্যত হইয়াছে সুতরাং তাহার আনন্দ হইবারই কথা

নগেন্দ্রনাথ খগেন্দ্র ও হেমলতাকে পাঠ বলিয়া দিয়া বন্ধুর

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপেক্ষায় এক বেঞ্চির উপর বসিয়াছিল। অদূরে প্রফুল্ল বদনে সুরেশচন্দ্রকে আসিতে দেখিয়া কহিল,—"আজ তোমার মুখে হাসির তরঙ্গ খেলছে দেখছি, কারণ কি? আনন্দ বাজার একচেটিয়া করেছ নাকি? আমায় অংশীদার করলে হয় না?

সুরেশচন্দ্র। ভাই নগেন তোমায় ভাগী করব না? আমি লাভেমূলে সমস্তই তোমাকে দিব বলে এসেছি এখন তুমি সম্মত হইলেই

নগেন্দ্র। দেখি দেখি কি জিনিষ? বৌদিদি বুঝি আমাকে উপহার দিবার জন্য বিলাত থেকে এক অপূর্ব্ব জিনিষ "ইনডেণ্ট" করে আনিয়েছেন। তাহা বুঝি এদেশে জন্মে না। বল বল জিনিষটী দেখতে কেমন? খেতে কেমন? তোমরা ত আমাকে সবই দিয়েছ তবে সেটী এতদিন দাও নাই কেন?

সুরেশচন্দ্র। তোমার বৌদিদি আনায় নাই, আমিই আনিয়েছি। তেমন জিনিষ বিলাতে জন্মে না, তাহার উত্থান এই বঙ্গদেশে আছে। সহরে বড়ই দুর্লভ, পল্লীতে বহু অনুসন্ধান করলে এক আধটী মিলে। তোমার জন্য অন্বেষণ করে আমাদের গ্রামের প্রান্তদেশে এক ক্ষুদ্রোদ্যানে পেয়েছি, সে এখনও বৃক্ষেই আছে, তবে তাহার মালিকের সহিত সেটি তোমার জন্য বন্দোবস্ত করে এসেছি। বস্তুটী দেখতে বড় সুন্দর, সৌরভে গোলাপকে পরাজয় করে, স্নিগ্ধতায় পূর্ণচন্দ্র লজ্জিত হয়। সে জ্ঞানের আকর, গুণের নিধান, রসের সাগর। তাহা বিধাতার

অপূর্ব্ব সৃজন। ইহা স্নেহের মন্দাকিনী, প্রেমের ফল্গু, সহিষ্ণুতায় সীতা, পাতিব্রত্যে সাবিত্রী, সৌন্দর্য্যে লক্ষ্মী, বিদ্যায় সরস্বতী, শক্তিতে আদ্যাশক্তি তাহার গুণে দানবও দেবত্ব লাভ করে। সে এক নারীরত্ন এতদিন তোমার লইবার সুযোগ ছিল না এবং আমিও সংযোগ করে উঠতে পারি নাই। আমরা তোমাকে মন দিয়েছি কিন্তু ইহা না দিবার কারণ শুন্‌লে?

নাগেন্দ্র এই এর জন্য এত ভূমিকা. বাঙ্গালায় বলে ই ত ও'ত; এ ব্যবসা কতদিন হ'তে ধরেছ এখন শুনি পাত্রীটী কে?

সুরেশচন্দ্র মুখে জল এসেছে না কি দেখি দেখি জিভ দেখি?

নগেন্দ্র। তুমি যে মুখরোচক দ্রব্য প্রদর্শন করেছ তাতে জল না এসে থাকে কৈ?

সুরেশচন্দ্র তবে শোন, একটী পাত্র ও একটী পাত্রী মায়ে পোয়ে ঠিক করেছি এখন তোমার মত হলে আগামী ২৫শে বৈশাখ বুধবার শ্রীমতী বিমলা দেবীর সহিত শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর এবং ৩রা জ্যৈষ্ঠ শ্রীমতী হেমলতা দেবীর সহিত হরপুর নিবাসী শ্রীমান্ বরদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভ পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন করা হয়।

নগেন্দ্র তুমি ও মা যখন ইহা সিদ্ধান্ত করেছ, এমন কি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দিন স্থির পর্য্যন্ত করেছ তখন আমি আর কি অমত প্রকাশ করতে পারি

সুরেশচন্দ্র। তবে এখন আসি। দেখ যেন রাঙা ফুলটী পেয়ে তোমার বৌদিদির কুৎসিত মুখটী ভুলে যেও না।

নগেন্দ্র যে দিন স্মৃতি বিলোপ হবে সেইদিন তোমাদের ভুলব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বসন্তকাল, মধুমাস বসন্ত-সমাগমে প্রকৃতি সুন্দরী বিচিত্র বসন ভূষণে ভূষিত হইয়া দারুণ শীতখণ্ড পপীড়িত জীব সমূহকে এক অভিনব আনন্দধারা প্রদান করিতেছে বসন্তের চির সহচর কোকিল পঞ্চমে স্বর তুলিয়া আলাপ করিতেছে তাহার সেই অহরহ মধুর স্বর শ্রবণে বিরহ সন্তপ্ত নর-নারী অসহনীয় নিদাঘ তাপসম বিরহ-তাপে তাপিত হইয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছে বসন্ত সমীরণ প্রবাহিত হওয়ায় বিরহাগুন দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এমন সময় এক অনিন্দ্য-সুন্দরী-যুবতী সন্তোষপুরের দ্বিতল বাটীর এক সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষে পালঙ্কোপরি দুগ্ধ ফেন নিভ শয্যায় আপন কুসুম কোমল অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া একখানি পুস্তক পাঠে নিবিষ্ট। তাহার সুন্দর গঠন যৌবন সমাগমে এক অপূর্ব্ব শ্রী-ধারণ করিয়াছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে বালার্ক-কিরণের ন্যায় রূপচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতেছে তাহার যৌবন-জলধি কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ হইয়া টল টল করিতেছে। মলয়-পবন যুবতীর বসন লইয়া বড়ই কৌতুক করিতেছে যদিও যুবতী মধ্যে মধ্যে তাহার ক্রিড়ার ব্যাঘাত ঘটাইতেছিল বটে তথাপি সে অবিরত চেষ্টার ত্রুটি করিতেছিল না। এইবার দুষ্ট পবনের জয় হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৈ যুবতী ত আর স্থানচ্যুত বসন স্ব-স্থানে আনয়ন করিতেছে না ? বোধ হয় নিকটে কেহ নাই জানিয়া আর বৃথা পবনের সহিত বিবাদ করিতে ইচ্ছা করিল না, অথবা পুস্তকের পাঠ্যাংশে এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিল যে অন্য দিকে মনঃসংযোগ করিবার ক্ষমতা ছিল না।

ঐ দেখুন পাঠক, এক যুবক নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে সেই অনন্যচিন্তা নব যুবতীর শয়ন প্রকোষ্ঠে গমন করিতেছে। যুবকটী দ্বারদেশে যাইয়া কক্ষ-মধ্যে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আর যাইতে পারিল না। চিত্রার্পিতের ন্যায় সেই খানে নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে সেই যুবতীর স্বপ্নাতীত অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিতে লাগিল। ইনি কি চোর ? না, না, তাহা হইলে এই মাহেন্দ্র যোগ ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে কেন ? তবে এক প্রকার চোরই বটে, তা না হইলে অমন করিয়া দেখিবে কেন ?

যুবক আর স্থির থাকিতে পারিল না, দেখিয়া দেখিয়া সাধ মিটিল না, আশা পুরিল না, আরও নিকটে যাইয়া দেখিতে লাগিল ; তথাপি তাহার দেখিবার নেশা ছুটিল না। সেই সদ্যঃ-প্রস্ফুটিতা কমলিনীর দিকে আরও অগ্রসর হইবার জন্য তাহার মনোভ্রমর চঞ্চল হইয়া উঠিল।

এদিকে সহসা গৃহ-মধ্যে পদ-শব্দ শুনিয়া যুবতী থতমত খাইয়া পুস্তক রাখিয়া উঠিয়া পড়িল। চারি চক্ষে মিলন হইল.

যুবতী অমনি জিভ্ কাটিয়া এক হাত ঘোমটা টানিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ কক্ষটী নিস্তব্ধ রহিল। কিন্তু এমন যুবক যুবতী কতক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে থাকিতে পারে? প্রথমে যুবক নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিল, "বলি মহাশয়ার পার্শ্বস্থিত পুস্তক খানির নাম কি। উহাতে কি এমন বিষয় সন্নিহিত আছে যে মহাশয়ার ন্যায় বুদ্ধিমতীর চৈতন্য লোপ করিয়াছিল?"

যুবতী কি উত্তর করিবে ভাবিয়া না পাইয়া নীরবে নখ খুঁটিতেছিল লজ্জায় ও অনুরাগে, আদরে ও সংকোচে যুবতীর মুখমণ্ডল রক্তাভ হইয়া উঠিল, যুবক তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া পুনশ্চ কহিল,—"বিনানুমতিতে প্রবেশ করায় যদি আমার অপরাধ হইয়া থাকে, তবে হুজুর হইতে তাহার দণ্ড বিধান করিলে অধীন অবনত মস্তকে গ্রহণ করিবে। নিগ্র গুণে অপরাধীকে অভয় দানে বা দুশ্ছেদ্য ভুজ-পাশে বদ্ধ করা হউক" এই বলিয়া যুবক ধীরে ধীরে যুবতীর হাত দুখানি ধরিয়া ফেলিল। এইবার যুবতী আর নীরবে থাকিতে পারিল না। যুবকের সুস্নিগ্ধ করাঙ্গুলি সংস্পর্শে তাহার হৃদয় তন্ত্রী ঝঙ্কারিত হইয়া উঠিল।

যুবতী লজ্জা-বিজড়িত বিনম্র-বচনে কহিল,—"মহাশয়ের নিকট দাসী কোন অপরাধে অপরাধিনী যে তাহার অজ্ঞাতে নিঃশব্দে চোরের ন্যায় অনন্য-চিন্তা এই নব-যুবতীর গৃহ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাকে উচ্চ সম্ভাষণে সম্ভাষিত করিতেছেন।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"হুজুর অপরাধ মাপ করিবেন, আমি না বুঝিয়া চুরি করিয়াছি এবার আমায় অব্যাহতি দিন"

"না, আপনাকে অমে ছাড়া হইবে না, আপনি সহজ চোর নন"

"হুজুর সবই করিতে পারেন, শাস্তি দিতে পারেন, শান্তিও দিতে পারেন" এই বলিয়া যুবক যেমন তাহার বক্ষোজ্জ্বল গণ্ডে একটী চুম্বন করিল, অমনি সে সকল ভুলিয়া গিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

পাঠক! যুবকটী আর কেহ নহেন, আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত নগেন্দ্রনাথ ও যুবতীটী তাঁহার পরিণীতা পত্নী বিমলা কয়েক বৎসর গত হইল নগেন্দ্রনাথের সহিত বিমলার ও বরদাপ্রসাদের সহিত হেমলতার বিবাহ হইয়া গিয়াছে নগেন্দ্রনাথের সহিত বিমলার বিমল-মিলন বড় সুখের হইয়াছে যেন সাগরের সহিত নদী মিশিয়াছে, যেন সাবিত্রী সত্যবানকে পাইয়াছে, যেন সীতা রামের বামে বসিয়াছেন শূন্যের বামে এক বসিয়া যেন দশগুণ শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে

একবৃন্তে দুই কুসুম। দুই দেহে একপ্রাণ মন বড়ই সুখের এ সুখের সহিত বুঝি অন্য সুখের তুলনা হয় না? এ যে অতুল সুখ অতুল আনন্দ। যে নারী একবার স্বামি সোহাগ পাইয়াছে, তাহার আর কিছুতেই অনুরাগ নাই সে স্বামি-সহ অবগাহে

নগণ্য মনে করে, ক্ষুদ্র কুটীরকে রাজপ্রাসাদ ভাবে। সে স্বামীর বিরহে স্বর্গ রাজ্যের ঈশ্বরী হইতে চায় না। সে চাহে অনাহারে অনিদ্রায় স্বামি রূপ মদিরা পানে আপন ভাবে বিভোর হইয়া উন্মাদ থাকিতে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হেমলতা বড়ই দুঃখিনী। যাহার সুখে সুখ যাহার তুষ্টিতে তুষ্টি, যাহার তৃপ্তিতে তৃপ্তি, তাহার সেই হৃদয় দেবতা আজ তিনদিন হইল কলিকাতায় গিয়াছেন কিন্তু এখনও ফিরেন নাই। সে কারণ হেমলতা চিন্তিতা, আরও চিন্তার কারণ কয়েক দিবস হইল সে বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছে যে তাহার স্বামী কুসঙ্গে মিশিয়া ক্রমে সুরাপান করিতে শিখিয়াছেন। এখন না কি বাহিরের দোষগুলি পূর্ণ মাত্রায় বিকাশ পাইয়াছে।

সে কি প্রকারে পথভ্রষ্ট স্বামীকে সৎপথে আনিবে তাহাই চিন্তা করিতেছে। অনেক চিন্তিয়া কিছুক্ষণ পরে তাহার দাদার নামে একখানি পত্র লিখিতে বসিল। পত্রখানি শেষ করিয়া একখানি পুস্তকের মধ্যে রাখিয়া দিল।

এমন সময় নবীনপ্রসাদ টল্ টল্ করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া লোহিত ও অর্দ্ধ মুদিত নেত্রে স্খলিত পদদ্বয়ের উপর ভর দিয়া চেয়ারের উপর দেহভার ন্যস্ত করিয়া বলিল, "বউ আমার জন্য এক গ্লাস জল আন।"

স্বামীকে এরূপভাবে প্রত্যাগত দেখিয়া আসিয়া পার্শ্বে

করিতে শুনিয়া চিন্তাক্লিষ্টা হেমলতা আরও চিন্তিতা হইয়া কহিল, "কেন"?

রাগত ও বিরক্তভাবে বরদাপ্রসাদ কহিল, "তোমার কেনর উত্তর দিবার আমার সময় নাই শীঘ্র জল আন।"

হেমলতা একগ্লাস চিনির জল ও একটু পান আনব কি?

বরদা বিষম জ্বালায় পড়লাম দেখছি, তোমাকে অতশত কে করতে বলছে আমাকে এখনই কালাচাঁদ বাবুর সহিত দেখা করতে হবে এখানে আমার বেশীক্ষণ বাজে কথায় সময় নষ্ট করবার অবকাশ নাই

হেমলতা এই তিন দিনের পর বাড়ী এসে একটু বিশ্রাম কর সুস্থ হও, তারপর যে কাজ হয় করবে

বরদা এখন ইয়ারকী রাখ যদি ভাল চাও, কথা শুন জল আন

"আমি জল আনছি, তুমি একটু বস" এই বলিয়া হেমলতা চলিয়া গেল কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে একগ্লাস জল আনিয়া স্বামীর হস্তে দিল বরদাপ্রসাদ জলপূর্ণ গ্লাস শূন্য করিয়া যেমন উঠিবার উপক্রম করিতেছে, সেই সময় হেমলতা তাহার মৃণাল সদৃশ কোমল ভুজ যুগলের দ্বারা স্বামীর সবটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আমায় ক্ষমা কর, আজ আমি তোমাকে কিছুতে ছাড়ব না যদি দাসী শ্রীচরণে কোন অপরাধ করে থাকে তা হলে তার মার্জ্জন কর তুমি আগে একদিনও বিদেশে

থাকতে না আর এখন নিত্যই বিদেশে যাচ্ছ ... সময়ে স্নান নেই আহার নেই অনিয়মে দিন দিন শরীর ক্ষীণ হ'চ্ছে পূর্ব্বের সে কান্তি এখন আর নেই " হেমলতার সকরুণ কথাগুলি শেষ না হইতেই নরদাপেসদ কোধ ভরে হেমলতার বেশি অঙ্গে তাহার সেই সবুট চরণের আঘাত করিয়া উঠিয়া পড়িল ও বলিয়া গেল "আমাকে যদি তোমার পছন্দ না হয়, তুমি অন্য চেষ্টা করতে পার "

অহতা হেমলতা নীরবে অশ্রুজল অঞ্চলে মুছিতে লাগিল তাহার শরীরে তত আঘাত লাগে নাই ... আঘাত লাগিয়াছিল হৃদয়ে

হায় নরাধম কি করিলে এমন কুসুমকে মল অঙ্গে পদাঘাত করিতে কি তোমার প্রাণে একবার ব্যথা লাগিল না? অমন সাধ্বী সতীর প্রতি কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করিতে কি তোমার রসনা একবার জড়তা প্রাপ্ত হইল না? যাও পাপিষ্ঠ অমন স্বর্ণ প্রতিমার মনে কষ্ট দিয়া তুমি যেথা যেই যাও তোমার সুখ হইবে না, ও শান্তি পাইবে না।

হায় নারীজাতি তোমাদিগের গুণ ... একজন তোমার উপর অত্যাচার করিতেছে, আর তুমি তাহার সেই অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া অবনত শিরে পদ জড়াইয়া কেমনে ভক্তিভাবে ভগবানের নিকট তাহার মঙ্গল কামনা করিতেছ ধন্য তোমার

সাধ্বী সতী

উদারতা ধন্য তোমার শিক্ষা ধন্য তোমার পতিভক্তি তুমি আছ বলিয়া হিন্দু আছে, হিন্দু আছে বলিয়া ধর্ম্ম আছে ধর্ম্ম আছে বলিয়া পৃথিবী আছে নতুবা এতদিনে জগৎসংসার রসাতলে যাইত

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হরপুর একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামের জমীদার বরদা-প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বরদাপ্রসাদের চরিত্র পূর্ব্বে এমন মন্দ ছিল না, সে সকলের প্রিয়পাত্র ছিল। অল্প বয়সে পিতৃ সম্পত্তি হাতে পড়িলে, মাথার উপর শাসনের লোক না থাকিলে অব্যবস্থিত যুবক যেমন বিলাস স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া থাকে তাহারও অবস্থা তদ্রূপ হইয়াছিল। একে প্রচুর ধন সম্পত্তি, তাহাতে তাহার যৌবনের পূর্ণবিকাশ, তাহার উপর একদল কুসঙ্গী আসিয়া জুটিল, যেন অগ্নিতে ঘৃতসংযোগ হইল। তাহারা আসিয়া সেই অপরিণামদর্শী যুবার সম্মুখে কতই সুখের চিত্র ধরিল, সেই সব মোহিনী চিত্র দর্শনে সে আত্মহারা হইল—মনে ভাবিল "পৃথিবীতে এত সুখ শান্তি আছে তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। যদি আয়ু থাকতে এমন আমোদ প্রমোদ উপভোগ করতে না পেলাম তবে জন্মই বৃথা।

পাপী যখন প্রথমে পাপ পথে পদার্পণ করিতে যায় তখন সে এই ভাবে নিজের ইচ্ছানুযায়ী এইরূপই বিচার করিয়া লয়। যদি তাহার হৃদয়ে একটু আধটু ধর্ম্মের প্রভাব থাকে তাহা উদ্দাম যৌবনের প্রবল ইন্দ্রিয় তাড়নে কুসংসর্গ ও তাহার সাহায্যে অচিরেই

নির্ব্বাপিত হইয়া যায় তখন সে কর্ত্তব্য পথভ্রষ্ট হইয়া অবিশ্রান্ত দ্রুত গতিতে অসৎ পথে চলিতে থাকে

বরদাপ্রসাদের তিনজন বন্ধু জুটিয়াছে। স্বগ্রাম বাসী দুইজন। একজনের নাম প্রেমচাঁদ ও অপরটির নাম রূপচাঁদ আর এক জনের ঠিক ঠিকানা নাই। সে কখন মেছুয়াবাজার, কখন সোণাগাছি, কখন নূতন বাজার ইত্যাদি বড় বড় বাজারে বাস করিয়া থাকে ইহার নাম কালাচাঁদ বাবু ইনি বরদ বাবুর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ইনিও একজন জমীদারের পুত্র ইহার জমীদারী খানি এক বেশ্যার শ্রীচরণ কমলে ক্রমে ক্রমে সম র্পিত হইয়াছে এক্ষণে নিঃস্ব হইয়া বেশ্যার দালালি করিতেছে। এই ব্যক্তি না করিতে পারে এমন কার্য্য নাই চুরি, জুয়াচুরি, জাল ডাকাতী নরহত্যা, সতীর সতীত্ব নাশ, কুলবধূর কুলত্যাগ ইত্যাদি কতই যে পাপ কার্য্য ইহার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

মাংসাশী শার্দ্দূল যেমন কুরঙ্গ শিকার করিতে পারিলে আন ন্দিত হয়, বুভুক্ষ মার্জ্জার যেমন মাছ মাংস পাইলে আনন্দিত হয় কালাচাঁদ সেইরূপ বরদাপ্রসাদকে হস্তগত করিতে পারিয়া আনন্দিত হইয়াছে এ যেন তাহাকে কতই ভালবাসে যেন তাহার সুখের জন্য অকাতরে জীবন দিতে প্রস্তুত

কালাচাদ মধ্যে মধ্যে রূপপুর গ্রামে আসিয় দুই পাঁচ দিন রূপচাঁদের বাটীতে থাকে সে আসিলে এখানে সত্যন্ত ধুম

থামে পড়িয়া যায় সমস্ত এবং বরদাপ্রসাদ নির্বাহ করিয়া থাকে আজ রূপচাঁদ তাহাদের সঙ্গে কলিকাতা হইতে এখানে আসিয়াছে বরদাপ্রসাদ বাটীতে একবার দর্শন দেয়া এখানে আসিয়াছে

যথা নিয়মে সুরাদেবীর অর্চ্চনার জন্য ছাগমাংস ও অন্যান্য উপকরণাদি আনীত হইয়াছে " বোতল বাসিনী তরল দেবী নিজ আবাস হইতে বহির্গত হইয়া বাবুদের উদর মধ্যে অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন তাহারা সেই সুরাদেবীর কৃপায় এক অভিনব অভিনয় করিতেছে

সুরা বলিহারি তোমার ক্ষমতা তোমার পতরে মান বের কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য সব অমিত তেজে উত্তেজিত হইয়া উঠে, বুদ্ধি ভ্রংশ হয়, হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায় জগতে এমন কোন ঘৃণ্য কার্য্য নাই, মদ্যপায়ী নিঃসঙ্কোচে যাহা করিতে অক্ষম তোমার ন্যায় অনায়াসে মানবকে পাপের পঙ্কিল স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া অনন্ত যন্ত্রণাময় নরকের দ্বারে উপনীত করিতে কেহই পারে না বারুণী পানে সংযমী অসংযত হইয়া উঠে, শান্তশিষ্ট ব্যক্তি উদ্দাম প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া পড়ে, দেবোপম পুরুষও নরাধম হইয়া যায়

আজ বঙ্গবাসী সুরা দেবীর উপাসনায় উন্মত্ত তাই আজ তাহাদের এত অধঃপতন, তাই আজ তাহারা যথার্থ হারা হইয়া হাহাকার করিতেছে যেদিন ভারত ধন্য ছিল সেদিন ভারত

বাসী মদিরা স্পর্শ করাও পাপ বিবেচনা করিত, সেদিন ভারতে অকাল মৃত্যু, অশান্তি, উৎপীড়ন ছিল না, সেদিন ভারতবাসীর সুখ শান্তি তাহাদের করায়ত্ত ছিল আশ্চর্য্যের বিষয় সুরাপায়ীর দুর্দ্দশা দেখিয়াও মানব শিখে না, ঠেকিয়াও শিখে না। জানি না কবে ভারতবাসী সুরাকে বিষবোধে পরিবর্জ্জন করিবে

■

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"আমি বড়ই চিন্তিত হয়েছি, কি উপায়ে বরদাপ্রসাদকে সৎ-পথে আনব তাহার কিছুই স্থির করতে পারলাম না।" এই কয়টী কথা বলিয়া নগেন্দ্রনাথ বিমলার বিমল-মুখ চন্দ্রমার প্রতি অনিমেষ লোচনে তাকাইয়া রহিল।

সরলা বিমলা স্বামীর এই কথা শুনিয়া বীণা-বিনিন্দিত স্বরে কহিল,—"কি করবে ব'ল? অদৃষ্টে সুখ না থাকলে কেহ কি কাহাকে সুখী করতে পারে?"

ধী শক্তি সম্পন্ন নগেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল "কিছু কিছু পারে বৈ কি? কেবল অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকলে কি সব কায চলে? চেষ্টা করতে হয়। চেষ্টা দ্বারা অদৃষ্টের পরিবর্ত্তনও হতে পারে। চেষ্টা দ্বারা মানবের দুঃখ যন্ত্রণা অনেকটা লাঘব হ'য়ে থাকে। আত্মীয় স্বজন যদি পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি প্রকাশ না করত তা হ'লে এই ধন জন পূর্ণ-বিশ্ব-রাজ্য শ্মশান তুল্য হ'ত দেখ বিমলা! এ জগতের যে দিকে দৃষ্টিপাত করবে দেখতে পাবে জগৎস্রষ্টা জগদীশ্বর প্রত্যেক পদার্থ পরের সুখ সম্পাদনের নিমিত্ত সৃষ্টি

করেছেন চাঁদ উঠে, ফুল ফুটে, বায়ু বহে, বৃষ্টি পড়ে, ফল ফলে, নদী চলে সকলই পরের জন্য সামান্য একটী তৃণ হ'তে বৃহৎ মহীরুহ পর্য্যন্ত সমুদয় পদার্থ জগদ্‌বাসীকে আনন্দ প্রদান করছে বিশ্বপাতা বিধাতা সংসারে নিজের জন্য কিছুই সৃষ্টি করেন নাই। পিতা মাতা আত্ম সুখ বিসর্জ্জন দিয়ে পুত্র কন্যাগণকে লালনপালন করে থাকেন স্বামী সহধর্ম্মিণীরে সুখী করবার নিমিত্ত আত্ম জীবন উৎসর্গ করে ভীষণ শ্বাপদ সঙ্কুল বনে, জঙ্গলে, কান্তারে প্রান্তরে গমন করতে কুণ্ঠিত নন। সতী পতির জন্য অকাতরে জলধি জলে, জ্বলন্ত অনলে, সিংহের করাল-কবলে প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ করতে পারে, প্রণয়ের আকর্ষণে সহোদরের প্রাণ রক্ষার্থ নিজপ্রাণ বলি দিয়া থাকে, একের সুখের জন্য অন্যে পাপ করছে, চুরি করছে, সংসারে যত প্রকার কার্য্য আছে, পরের জন্য পর অনবরত তাহাই করছে। স্রষ্টার কি চমৎকার সৃষ্টি "

পতিপরায়ণা বিমলা নিশ্চল-নিস্পন্দ ভাবে তন্ময় হইয়া স্বামীর মধুমাখা কথা শুনিতেছিল। সহসা নগেন্দ্রের কথা শেষ হইলে বিমলা কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল। পরে কহিল, "তবে তুমি একবার ঠাকুর জামাইকে কয়েকদিনের জন্য এখানে এনে উপদেশ দিয়ে বুঝিয়ে সৎপথে আনবার চেষ্টা কর "

নগেন্দ্র। সে কি আমার কথামত এখানে আসবে, না

উপদেশ মত কার্য্য করবে। পাপী যখন পাপ পথে পদার্পণ করে তখন কি আত্মীয়ের কথা শুনে, না উপদেশ গ্রাহ্য করে অধিকন্তু উপদেশ দাতাকে শত্রু মনে করে।

বিমলা। ঠাকুরঝির আর দুঃখের সীমা নেই। এই অল্প বয়সে সে আর কত সহ্য করবে যে স্ত্রী স্বামি সোহাগ পেলে না স্বামীর সেবা করতে পাবলে না সে আর কি সুখে জীবন ধারণ করবে ঠাকুরঝিকে দিন কয়েকের জন্য এখানে আন অনেকদিন তাকে দেখি নি।

নগেন্দ্র। তুমি বুদ্ধিমতী হয়ে এরূপ অসার কথা ব'লছ কেন? তার স্বামী কুসঙ্গে মিশে দ্রুতগতিতে অধঃপাতে যাচ্ছে, আর সে কি সুখে স্বামীকে তদবস্থায় ছেড়ে এসে তোমার সঙ্গে হাস্য পরিহাস করবে। তাহার ঐকান্তিক চেষ্টা একদিন না একদিন কার্য্যকরী হবে আশা করি এমন সময় আসবে যে সে নিশ্চয় তার স্বামীকে পঙ্কিল পাপ স্রোত হ'তে ফিরিয়ে আনতে পারবে কিন্তু এখানে এসে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে থাকলে তার সে অবসর আসবে না,—সে সুযোগ ঘটবে না নষ্টধনের উদ্ধার হ'বে না।

নগেন্দ্রনাথের কথা সমাপন হইলে তাহার ভ্রাতা খগেন্দ্রনাথ তাহাকে একখানি পত্র দিয়া চলিয়া গেল নগেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে পত্রখানি খুলিয়া বিমলার সমক্ষে তাহা পাঠ করিতে লাগিল তাহাতে লেখা ছিল,—

দাদা!

আমি এখানে বেশ আছি সহস্র দুঃখ হ'লেও বেশ সুখে আছি স্বামি গৃহ স্ত্রীর পক্ষে বড়ই পবিত্র স্থান বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা সুখের এখানে হাজার অশনিপাত হ'লেও বড়ই আনন্দের ' আমার জন্য কোন চিন্তা করিবেন না পত্র পাঠ মাত্র আপনি এখানে একবার আসিবেন। যাহাতে তাঁহার মতি গতি ফেরে তাহাই একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন মাতাকে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইবেন। আপনি ও বৌদিদি আমার নমস্কার জানিবেন, কনিষ্ঠ খগেন্দ্রকে আমার ভালবাসা জানাইবেন ইতি

আপনার স্নেহের ভগিনী

হেমলতা

নগেন্দ্রনাথ পত্রখানি পড়িয়া কহিল,— "দেখলে বিমলা হেমলতার কতজ্ঞান। সেই অবলা বালিকা হেমলতা কতই কঠিনা হয়েছে "

বিমলা। এমন হয় কেন? সরলার মনে এতকষ্ট কেন? ভাল বাসার এ কি ধারা? একজন একজনকে মনে প্রাণে ভালবাসে আর সে ভালবাসা পদদলিত ক'রে সেই অকৃত্রিম ভালবাসার প্রতিদান না ক'রে অন্যের প্রতি ধাবিত হয় কেন? প্রণয়ে বিরহ কেন? অমৃতে গরল কেন? সলিলে কর্দ্দম কেন, কুসুমে কীট কেন? মৃণালে কণ্টক কেন? ফণীর শিরে মণি কেন?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নগেন্দ্র। এ জগতে সবই ভালমন্দে মিশ্রিত, সুখ দুঃখে বিজড়িত, নিরবচ্ছিন্ন সুখ এ সংসারে নাই দুঃখ ভোগ না করলে কেহই সুখী হয় না সোণা না পোড়ালে খাঁটি হয় না

বিমলা আচ্ছা। হেমলতা ত স্বজ্ঞানে কোন পাপ করে নি তবে তার এত মনঃপীড়া কেন?

নগেন্দ্র এ জন্মে না করতে পারে কিন্তু পূর্ব্বজন্মে করেছে, তাই এখন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে। হয় ত হেমলতা পূর্ব্বজন্মে স্বামীকে মনঃকষ্ট দিয়েছে, সেইজন্য এজন্মে সে নিজে মনঃকষ্ট পাচ্ছে সংসারে দেখেছি যে অনেক ব্যক্তি শঠতা, প্রবঞ্চনা, জাল, জুয়াচুরি, মিথ্যা, নানাবিধ পাপ কার্য্য দ্বারা অশেষ ধনসম্পত্তি লাভ ক'রে পুত্রপৌত্রাদি নিয়ে অট্টালিকায় রাজসুখ ভোগ করছে; আবার অনেক ব্যক্তি ধর্ম্ম পথে থেকে নিরতিশয় দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করছে, আর্থিক, শারীরিক, মানসিক জ্বালা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে হা হুতাশে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে। একবার স্থিরচিত্তে চিন্তা করে দেখলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এই রহস্যময় যবনিকার অন্তরালে কোন অপরিজ্ঞেয় শক্তি নিহিত আছে। ঐ যে পাপী শত পাপকার্য্য করে সুখে—সচ্ছন্দে কালাতিপাত করছে, নিশ্চয় পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ছিল তাই নিরাপদে সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে যাচ্ছে। আর ঐ যে ধার্ম্মিক শত শত ধর্ম্ম

কর্ম্ম করেও শোকতাপে দীনবেশে ম্লানমুখে দিন কাটাচ্চে; নিশ্চয়ই তার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল নিকৃষ্ট ছিল, তাই সে পদে পদে বিপদে জড়ীভূত হ'চ্চে। সকলেই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ পুণ্য নিয়ে জগতে জন্মগ্রহণ করে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল পূর্ব্বজন্মে ভোগ শেষ না হ'লে, পরজন্মে তাহা ভোগ করতে হয়। কর্ম্মফলের বিনাশ নাই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে মানব সুখ দুঃখের অধিকারী হ'য়ে থাকে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সাধনা না থাকলে বালকধ্রুব কি কখন ধ্রুবলোকে গমন করতে পারত, না ঐ পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর এত জ্ঞান, এত বিবেক এপ্রকার ভক্তি, এত অচল—অটল বিশ্বাস কোথা হ'তে এল? নিশ্চয় পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত পুণ্য ছিল

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রত্যূষে নগেন্দ্রনাথ হরপুরগ্রামে ভগিনী-পতি বরদাপ্রসাদের বাটীতে আসিয়া তাহার সযত্ন পালিতা আদরের হেমলতাকে দেখিবামাত্র শিহরিয়া উঠিল ও অশ্রুবেগ সংবরণ করিতে পারিল না। তাহার অশ্রুজলে গণ্ডস্থল প্লাবিত হইতে দেখিয়া হেমলতাও কাঁদিতে লাগিল। নীরবে দুইজনে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ভাই কাঁদিতেছে ভগ্নীর দুঃখে আর ভগ্নী কাঁদিতেছে ভাইয়ের ক্রন্দনে। এ ক্রন্দন হাজার দুঃখের হ'লেও বড় সুখের। ভাই ভগ্নী একত্রিত হইয়াছে- পৃথিবী জুড়াইয়াছে কাঁদ, কাঁদ নগেন! ভগ্নীর জন্য যত পার কাঁদ। আর হেমলতা তোমাকে কাঁদিতে বলিব কি। তুমি ত চিরকাল কাঁদিতেছ। কান্না ভিন্ন তোমার গতি কৈ?

হেমলতা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বলিল,—"দাদা বাড়ীর সব ভালত? মাতা বৌদিদি ভাল আছেন? খগেন আমার কেমন আছে?

নগেন্দ্রনাথ নয়নাশ্রু মুছিতে মুছিতে কহিল,—"বাটীতে এক প্রকার ভাল বটে কিন্তু তুই যখন দিবানিশি অসহ্য মর্ম্ম-বেদনায়

কালক্ষেপ করছিস তখন ভাল আর কৈ? তোর ভালর সঙ্গে যে আমাদের ভাল বিজড়িত বোন? তুই কি আমাদের পর?

হেমলতা। দাদা! আমি জন্মেছি কেবল তোমাদের দুঃখ দিতে এ সংসারে আমি সকলের গলগ্রহ। আমার ন্যায় হত ভাগিনী আর কে আছে?" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল

নগেন্দ্র সান্ত্বনার স্বরে কহিল, আর কাঁদিস্‌নে, দুঃখ চির স্থায়ী নয়। এক দিন না এক দিন সুখী হবি আমি মনে করলে তোকে সঙ্গে করে মার কাছে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু তোর ত যাওয়া উচিত নয়, তুই যে পরাধীনা; আর সেই অধীনতা বন্ধন ছিন্ন করে আমি আপাততঃ দুঃখ দূর করবার জন্য তোর পরকাল নষ্ট করতে ইচ্ছা করি না। স্ত্রী জাতির পক্ষে স্বামীর চেয়ে কেউ বড় নয়, পিতা নয়, মাতা নয়, ভ্রাতা নয়।

হেমলতা। না দাদা, আমি এখন মায়ের কাছে যাব না। তুমি তাঁকে বল' আমি বেশ ভাল আছি। যদি কখন তাঁ'র মতি গতি ফিরে তবেই তাঁর কাছে যাব, বৌ দিদির সঙ্গে কথা ক'ব, খগেনকে কোলে করবো নতুবা তোমার সঙ্গে আর দেখা শুনা হবে না আমাকে ভুলে যাও।

নগেন্দ্র। কি বললি তোকে ভুলবো? যাকে পাতে বসিয়ে হাতে তুলে খাইয়েছি—কোলে করে দোলা দুলেছি—বুকে পিঠে করে মানুষ করেছি, তা'কে ভুলব? সেই আদরের ভগিনীকে

ভুলব ? পৃথিবীতে সব ভুলতে পারা যায়, কিন্তু মানুষ কবা জিনিষের মায়া ভুলতে পারা যায় না বোন্

হেমলতা   দাদা। তুমি কি আজ বাড়ী যাবে ?

নগেন্দ্র   হাঁ, এখন আমি একবার বরদার সঙ্গে দেখা করে বাড়ী যাবে, সুরেশ দাদার স্ত্রীর ভারি অসুখ

হেমলতা   তুমি তা'হলে এখন একবার তাঁর কাছে যাও, একটু পরে গেলে দেখা হবে না। আজ তিনি কলকাতায় যাবেন।

"তবে এখনই যাই" বলিয়া নগেন্দ্রনাথ বরদাপ্রসাদের নিকট গমন করিল। এ দিকে বরদা বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া তাম্রকূট ধূম পান করিতেছিল। এমন সময় ডাক পিয়ন পত্র দিয়া চলিয়া গেল। এ পত্রখানি তাহার বক্ষিত একটী বাইজীর; তাহাতে লেখা ছিল,

প্রাণের বরদা বাবু!

আপনাকে এক মুহূর্ত্ত না দেখিলে আমি অংং অন্ধকার দেখি। আর আজ সুদীর্ঘ দুই দিবস গত হইল আপনার বদন কমল দর্শনে বঞ্চিত আছি। আমার ইচ্ছা করে আপনার কোমল অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া কেবল আপনার সুঠাম, সুন্দর, লাবণ্যময় রূপ সুধা প্রাণ ভরে পান করি। আপনাকে এক দণ্ড নয়নের অন্তরাল করিতে ইচ্ছা হয় না। এক একটী রজনী যাইতেছে, যেন আমার বুকের উপর দিয়া নিদাঘের প্রবল ঝটিকা

বহিয়া যাইতেছে অধিক কি আপনাকে আর দুই দিন না দেখিলে হয় উদ্বন্ধনে, না হয় বিষ পানে প্রাণ ত্যাগ করিব। ইহাই বুঝিয়া কার্য্য করিবেন। ইতি

আপনার চরণাশ্রিতা দাসী
মালতী

বরদাপ্রসাদ পুনঃ পুনঃ পত্রখানি পাঠ করিয়া খামের মধ্যে রাখিয়া শিরোনাম দেখিতেছে আর মনে মনে ভাবিতেছে সে আমায় এত ভালবাসে দুই দিনের অদর্শনে প্রাণত্যাগ করিবে এর সহিত কি আমার স্ত্রীর ভালবাসার তুলনা হয়? সে ভাল বাসার কি জানে, জানে কেবল পায় ধরিতে

হায়! কামান্ধ মূর্খ কাহার সহিত কাহার তুলনা করিতেছ! সেই পুণ্যময় অকৃত্রিম ভালবাসার সহিত পাপময় কৃত্রিম ভালবাসার তুলনা করিতেছ? স্বর্গের সহিত নরকের তুলনা করিতে কি লজ্জা বোধ হইল না?

ইতি মধ্যে ধীরে ধীরে নগেন্দ্রনাথ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল বরদাপ্রসাদ নগেন্দ্রনাথকে আসিতে দেখিয়া সতর্কতার সহিত পত্রখানি বস্ত্র মধ্যে লুকায়িত করিয়া অতি সমাদরে তাহাকে বসাইল। পরে কহিল "এত সকালে কি মনে করে, ভগিনীকে একবার দেখতে এলেন না কি?

নগেন্দ্র হাঁ, ভগিনীকে দেখতে এলাম ও তোমাকে একবার দেখতে এলাম।

বরদা। তা বেশ হয়েছে, আজ থাকুন। আমি আজ একটু ব্যস্ত আছি এই ১২ টার ট্রেণে কলকাতায় যেতে হবে। এখন একবার প্রেমচাঁদের ওখানে যাব এই বলিয়া বরদা-প্রসাদ উঠিবার উপক্রম করিলে নগেন্দ্রনাথ তাহার হাত ধরিয়া বসাইয়া কহিল,—"একটু বস, তোমার সহিত কয়েকটা কথা আছে"

বরদা কি বলুন?

নগেন্দ্র তুমি যে এই মাত্র একখানি পত্র পড়ছিলে, আমাকে দেখে সে পত্রখানি লুকালে কেন?

বরদা ও একখানি গোপনীয় পত্র, আপনাকে দেখাবার অযোগ্য

নগেন্দ্র। তা আমি পূর্ব্বে তোমার ভাব দেখে বেশ বুঝতে পেরেছি সেই কুহকিনী তোমাকে মুগ্ধ করবার জন্য মায়া জাল বিস্তার করছে কেন ভাই। আপাততঃ সুখ-রোচক কুপথ্যের ন্যায় সেই হেয়, জঘন্য, বিষময় পথে যাচ্ছ? কেন সেই বারাঙ্গণার হাব ভাব, নৃত্য গীতে, কৃত্রিম ভালবাসাকে সত্য জ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে অন্তরাত্মাকে কলুষিত করছ? কেন সেই বিষধরী ভুজঙ্গিনীকে সযত্নে হৃদয়ে স্থান দিতেছ? এই দুষ্কর্ম্মের যে কি ভীষণ বিষময় ফল তোমাকে ভোগ করতে হবে, তাহা কি একবার চিন্তা করে দেখেছ? এই তীব্র বিষের জ্বালায় পরিণামে তোমাকেই ছট্ ফট্ করতে হবে। তোমার

ন্যায় কত ধনবান, কত ধনীর সন্তান এই কুৎসিত পথে এসে সর্বস্ব নষ্ট করে শেষে দীনবেশে ম্লান মুখে পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে। আর অধিকদূর অগ্রসর হ'ও না এই কুৎসিত পথ হ'তে ফেরবার চেষ্টা কর

"আপনার এ সব কথা অবসর ক্রমে শুনব। এখন আমি আসি আপনি বসুন, বৈকালে যাবেন " এই বলিয়া বরদাপ্রসাদ ত্বরিত পদে বৈঠকখানা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল

বরদাপ্রসাদের এইরূপ ব্যবহারে নগেন্দ্রনাথ বড়ই দুঃখিত হইল। যে বরদাপ্রসাদ তাঁহাকে দেখিলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত, এক দণ্ড সঙ্গ ছাড়া হইত না, আর আজ সেই বরদাপ্রসাদ তাঁহাকে বৈঠকখানায় একাকী রাখিয়া সামান্য এক চাটুকারের বাড়ী চলিয়া গেল

নগেন্দ্রনাথ অপ্রসন্ন চিত্তে বৈঠকখানা হইতে বহির্গত হইয়া বরাবর বাটীতে চলিয়া আসিল

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"জয় রাধে কৃষ্ণ কিছু ভিক্ষা পাই মা!" এই বলিয়া এক ভৈরবী বরদাপ্রসাদের অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল।

ভৈরবী সুন্দরী যুবতী ছাই যেমন অগ্নিকে লুকাইয়া রাখিতে পারে না, সেইরূপ তাঁহার পরিধেয় মলিন বসন শত চেষ্টাতেও তাঁহার অপরূপ রূপ-রাশিকে লুকাইয়া রাখিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়াছিল তাঁহার কোমল করে, কঠিন ত্রিশূল থাকায়, কোমলে কঠিনে এক অপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ হইয়াছিল। ঐরূপ ক্ষণিক বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণপ্রভা বিস্তারিত করিয়া পরিশ্রান্ত পথিকের নয়ন ধাঁধাইয়া দেয়। এ রূপ দর্শন করিলে ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া পদতলে মাথা নোয়াইয়া মাতৃ ভাবে পূজা করিতে ইচ্ছা করে তাঁহাকে দেখিলে যেন বোধ হয় তাঁহার কিছু হারাইয়াছে ও সেই নষ্ট ধনের উদ্ধারের নিমিত্ত মণি হারা ফণিনীর ন্যায় দেশ বিদেশ অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন।

হেমলতা এক রেকাব চাউল ও চারিটী পয়সা লইয়া আসিয়া ভৈরবীর সম্মুখে ধরিল ভৈরবী চাউল লইয়া পয়সা চারিটী

ফেরৎ দিয়া কহিলেন "আমি অর্থের কাঙ্গালিনী নহি। মুষ্টি মাত্র তণ্ডুলের ভিখারিণী"

হেমলতা ভৈরবীর এই অপ্রত্যাশিত কথা শুনিয়া কহিলেন "ভিক্ষা করতে এসে পয়সা নিচ্ছ না কেন মা! তবে কি তুমি প্রকৃত ভিখারিণী নও কোন দায়ে পড়ে ভিখারিণী হয়েছ?"

ভৈরবী হেমলতার এই সহানুভূতি-সূচক কোমল কণ্ঠস্বর শুনিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন "দায়ে না পড়লে কেহ কি কখন সাধ করে ভিখারিণী হয়, না পথে পথে ঘুরে বেড়ায় তোমার এমন সময় আসতে পারে যে এই সুন্দর বাড়ী ছেড়ে—স্বামি-সুখ পরিত্যাগ করে—তুমি আমার ন্যায় ভিখারিণী হতে পার। কখন কি হয়, দায় বিদায়ের কথা কি বলা যায় মা?

হেমলতা। তোমার সিথের সিঁদুর এখনও ত পূর্ণভাবে উজ্জ্বল আছে। তবে এ বেশ কেন? যৌবনে যোগিনী কেন? কোমল করে কঠিন ত্রিশূল কেন?

ভৈরবী। কঠিনকে পেতে হলে কঠিনের আশ্রয় নিতে হয় কঠিন হতে হয়

হেমলতা। তোমার স্বামী বোধ হয় নিরুদ্দেশ, সেই উদ্দেশে বুঝি দেশে দেশে ফিরছ?

ভৈরবী পুঝতে পেরেছ, বোধ হয় তুক্ত ভোগী আছ ব্যথার ব্যথী না হলে কি ব্যথা বোঝে। তোমাকে আমার কিছু বলবার আছে। সময়ে দেখা করিব এখন আমি আসি এই

বলিয়া ভৈরবী মরাল গতিতে সে স্থান হইতে অন্যত্র গমন করিলেন

ভৈরবী দুই চারি বাড়ী ভিক্ষা করিয়া অপরাহ্ন সময়ে তাহার কোন নির্দিষ্ট স্থানে গমন করিতেছেন ৷ সারাদিন অনাহারে থাকায় ভৈরবী পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সন্ধ্যা সমাগমে এক বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করিতেছেন।

অদূরে একটী যুবক পথিমধ্যে তাঁহাকে একাকিনী দেখিয়া তাঁহার পিছু লইয়াছে এক্ষণে সন্ধ্যা বুঝিয়া কামাতুর যুবক কামোন্মাদে মত্ত হইয়া সেই মাতৃ সদৃশ দেবীকে প্রেমালিঙ্গন করিবার নিমিত্ত দ্রুত গতিতে তাঁহার সন্নিকটে গমন করিল পাপিষ্ঠ বুঝিল না যে ঐ রূপ উপভোগ করিবার জন্য নহে, মাতৃ জ্ঞানে পূজা করিবার জন্য সৃজিত হইয়াছে

যাও নরাধম গৃহে ফিরে যাও ও দিকে আর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিও না। ঐ রূপ-অনলে ঝাঁপ দিলে স্পর্শ মাত্র পতঙ্গের ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া যাইবে

পামর বুঝিল না। বর্ব্বর নিঃশব্দে ধীরে ধীরে সেই চিন্তা-ক্লিষ্ট পরিশ্রান্তা -ঊর্দ্ধমুখে উপবিষ্টা ভৈরবীর পশ্চাৎ হইতে ক্ষিপ্র হস্তে তাহার হস্তস্থ ত্রিশূলটী কাড়িয়া লইয়া বলিল, "এমন কুসুম-কোমল করে কঠিন লৌহ নির্ম্মিত ত্রিশূল শোভা পায় না।

ভৈরবী যুগপৎ ভয়ে ও বিস্ময়ে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "কে তুই ?"

যুবক   সুন্দরি ! আমি তোমার প্রেমে মাতোয়ারা এক নবীন নাগর

ভৈরবী   কি বল্লি নরাধম ! পাপিষ্ঠ   এমন কথা উচ্চারণ করতে কি তোর পাপ রসনা খসে পড়ল না   তুই ভেবেছিস আমি বিজন বিপিনে অসহায় ? মূর্খ তুই জানিস্ নে সেই অনাথ বান্ধব অসহায়ের সহায় সর্ব্ব-শক্তিমান ভগবান সর্ব্বত্র বিরাজিত   সেই সর্ব্ব দর্শীর সূক্ষ্ম দৃষ্টি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমভাবে অর্পিত   শীঘ্র এ স্থান হ'তে দূর হও। নতুবা তোর ঐ পাপ মস্তক সেই চক্রধারীর চক্রাঘাতে স্কন্ধচ্যুত হয়ে ভূলুণ্ঠিত হবে

"আমার মস্তক চ্যুত হয় তাতে কোন ক্ষতি নেহ, কিন্তু এদিকে যে আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হচ্ছে " এই বলিয়া যুবক যেমন ভৈরবীকে আলিঙ্গন করিতে যাইবে অমনি ভৈরবী বিদ্যুদ্ বেগে নিকটস্থ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া এক মনে জোড় করে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন "দীনবন্ধু . করুণাসিন্ধু । বিপদে পড়ে প্রাণভরে একবার যে বিপদ বারণ মধুসূদন বলে ডাকে তা'র ত কোন বিপদ থাকে না হরি ! হে শরণাগত রক্ষক   আমি জীবনের জন্য কাতর নহি এ ছার জীবন হাস্তে হাস্তে বিসর্জ্জন দিতে পারি   কিন্তু দেখে দেব ! রমণীর সর্ব্বস্ব ধন সতীত্ব রত্ন যেন কলঙ্কিত না হয়। তার পূর্ব্বে যেন আমার মৃত্যু হয় !

ভৈরবীর কাতর প্রার্থনা-বুঝি সেই করুণাময়ের কর্ণ গোচর হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ঐ

নবম পরিচ্ছেদ

তাঁহার প্রেরিত এক নবীন সন্ন্যাসী বায়ুবেগে দৌড়িয়া আসিয়া পাপিষ্ঠের হস্ত হইতে ত্রিশূল কাড়িয়া লইয়া রোষ কষায়িত লোচনে কহিলেন "নারকী যদি আর এক পাও অগ্রসর হবি ত এই ত্রিশূলে তোর মস্তক বিদীর্ণ করব।" তার পরে সন্ন্যাসী ভৈরবীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন "মা আপনি বৃক্ষ হ'তে নামুন, আপনার কোন ভয় নাই, আপনি সচ্ছন্দে যথেচ্ছ গমন করুন।"

ভৈরবী ধীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে নামিয়া কহিলেন "আপনি আমার জীবন দাতা। জীবন দাতার নামটী শুনতে ইচ্ছাকরি "

"আমার নাম শ্রীকমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।"

যুবক সন্ন্যাসীর নাম শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। এবং তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া চিনিতে পারিয় কহিল "দাদা আপনি! আমায় রক্ষা করুন। আর আমি কখন এরূপ কার্য্যে ব্রতী হব না এবার আমায় ক্ষমা করুন

সন্ন্যাসী। কে প্রেমচাঁদ তোর এই কাজ। তোর চরিত্র এতদূর কলুষিত হয়েছে।

পাঠক। এই সন্ন্যাসী সেই বিমলার গঞ্জিকা সেবী ভ্রাতা কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ বার বৎসর গত হইল কমলাকান্ত এক সন্ন্যাসীর সহিত চলিয়া গিয়াছিলেন। সেই সন্ন্যাসীর কৃপায় কমলাকান্ত বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছেন। সাধু সন্নিধানে থাকিয়া তাঁহার চরিত্র ও চিত্ত অতি মধুর ভাবে গঠিত হইয়াছে। সাধু সঙ্গ-গুণে মানবের স্বভাবের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

যদি স্বর্গ বলিয়া কোন পবিত্র স্থান থাকে তবে সে সাধু সঙ্গ সাধু সংসর্গে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না, জরাব্যাধি থাকে না, বিষয় বাসনা থাকে না কে কেবল পারাবার চিন্তা। সে চিন্তা একবার অন্তরে স্থান পাইলে অন্য চিন্তা থাকে না, অন্ন চিন্তা থাকে না মন কেবল সেই মনোমোহন সচ্চিদানন্দ পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনকে পাইবার জন্য এক অজানিত দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়।

এতদিন পরে কমলাকান্তের, জননী ও জন্মভূমির কথা মনে পড়িয়াছে. তিনি সানন্দচিত্তে সন্তোষপুরের দিকে ফিরিতে-ছেন। তাঁহার হৃদয়ে যে কি এক অনির্বচনীয় আনন্দ স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে তাহা অনুভব করা বড়ই কঠিন তিনি আজ দ্বাদশ বৎসর মাতাকে দেখেন নাই যে মাতা তাঁহাকে দশ মাস দশদিন গর্ভে ধারণ করিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, যাঁহার কোমল ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া সুখে নিদ্রা গিয়াছেন, সেই জননীর ঋণ অপরিশোধ্য, স্নেহ অসীম অনন্ত, সেই স্বর্গাদপি গরিয়সী জননীর চরণ দর্শন করিবার জন্য তাঁর প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে।

তিনি প্রেমচাঁদকে নানা উপদেশ দিতে দিতে ও তাহার নিকট জননী ও জন্মভূমির সুখ দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিতে করিতে স্বগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

আজ নগেন্দ্রনাথদের বাড়ী লোকে লোকারণ্য কত বালক বালিকা, কিশোর কিশোরী, যুবক যুবতী, বর্ষীয়সী পাড়া প্রতিবেশী একত্রিত হইয়াছে। দ্বাদশ বৎসর পরে কমলাকান্তের স্বদেশপ্রত্যাগমন সংবাদ সকলে আনন্দিত চিত্তে তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত নগেন্দ্রনাথের বাড়ী আসিয়াছে। বিমলা এই সুদীর্ঘ সময়ের পর নিরুদ্দিষ্ট ভ্রাতার সাক্ষাৎ পাইয়া অসীম আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইল আর তাঁহার জননী যে কি অপার অপরিমেয়, অনুপম আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, তাহা বর্ণনাতীত দ্বাদশ বৎসর পরে দুঃখিনী জননী আজ তাঁহার নয়নের মণি, অঞ্চলের নিধি, স্নেহের পুত্রকে পাইয়াছে। শুধু পাইয়াছে নয়, সেই পুত্র আবার বিদ্বান বুদ্ধিমান হইয়া আসিয়াছে। এ হ'তে জননীর আর কি সুখ আছে।

পাড়ার সকলে আসিয়া তাহাদের সেই অতুল আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করিতেছে পল্লীগ্রামে এই দৃশ্যটী বড়ই হৃদয়গ্রাহী। ধন্যরে পল্লিবাসি! একের প্রতি অন্যের সহানুভূতি তোমার বড়ই মধুর, বড়ই স্নেহ প্রবণ। একজনের দুঃখে তুমি দুঃখ

প্রকাশ কর, সুখে সুখানুভব কর। তোমার হৃদয় বড়ই নির্ম্মল—বড়ই উদার; একজনের পুত্র হইল, অমনি তোমরা দলে দলে তাহাদের বাড়ী গিয়া সেই আনন্দোৎসবে যোগদান কর একজনের পুত্র মরিল আর অমনি তোমরা দৌড়িয়া গিয়া তাহাদের সান্ত্বনা দিতে বসিলে। সংসারে কাহার একমাত্র স্ত্রী, সেই স্ত্রী পীড়িতা রোগের দারুণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, স্বামী পার্শ্বে বসিয়া নীরবে চিন্তা করিতেছে, সে সময় তাহাকে সান্ত্বনা বা সাহায্য করে কে? তাহার সেই বিপদ দেখিয়া তোমার পর-দুঃখ কাতর প্রাণ কি আর স্থির থাকিতে পারে? অমনি তুমি সহধর্ম্মিনীসহ তাহার বাড়ী দৌড়িয়া আসিয়া সরল প্রাণে তোমার পত্নীকে তাহার সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিলে আর নিজে অনবরত চিকিৎসকের বাটী গমনাগমন করিতে লাগিলে। বাহবা কি চমৎকার! কি পরোপকারিতা! কি সহৃদয়তা! কি নিস্বার্থতা। সে তোমার আত্মীয় স্বজন নয়, বন্ধু বান্ধব নয়, তার জন্য তুমি এতদূর করিতে পার একথা সুসভ্য দেশবাসী সভ্যগণ আদৌ বিশ্বাস করিতে পারেন না। তাঁহারা ভাবেন নিশ্চয় তোমার সেখানে কিছু প্রাপ্য আছে। নচেৎ বিনা বেতনে ভৃত্য ইহা কি কখন সম্ভব পর হয় এমন সময় নিঃস্বার্থ পরোপকারীকে ভৃত্য বলিতেও তাঁহারা স্বজ্ঞি বুদ্ধি মানাপমান বোধ করেন না। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন! এ সংসারে ভৃত্য নয় কে? তুমি তোমার মুনিবের ভৃত্য, মুনিব আবার জমীদারে ভৃত্য, পুত্র পিতার ভৃত্য, স্ত্রী স্বামীর ভৃত্য,

দশম পরিচ্ছেদ

এ জগতে ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ সকলেই পরস্পর প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধে সংবদ্ধ। তবে যেখানে যত স্বার্থ সেখানে তত নীচতা, হীনতা, সংকীর্ণতা। আবার যেখানে যত নিঃস্বার্থ ভাব সেখানে তত উচ্চতা, নির্মলতা, উদারতা। তুমি স্বার্থ বশে অর্থ অংশে মুনিবের কুৎসিৎ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে দ্বিধা বোধ কর না। কিন্তু এই ভৃত্য তাহা প্রাণান্তেও পারে না, এ যে সেই পরম পিতা পরমেশ্বরের নিয়োজিত ভৃত্য, এই ভৃত্যের দ্বারা জগতের যে কত উপকার হয়, তাহা নির্ণয় করা যায় না। এই বিনা বেতনের ভৃত্য আছে বলিয়া পল্লীবাসী তোমাদের অপেক্ষা শত গুণে সুখী। তুমি অজস্র অর্থ-ব্যয় করিয়া যে কার্য্য সম্পাদন করিতে না পারিবে, এই বিনা বেতনের ভৃত্য বিনা স্বার্থে অনায়াসে হাসিতে হাসিতে শেষ করিয়া ফেলিবে। যে পরোপকারী, যাহার জীবন পরোপকার ব্রতে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, তাহার ক্ষমতা অসীম, সে অবাধে অসাধ্য সাধন করিতে পারে। তাহার সরল প্রাণ, পবিত্র মন, উদার প্রকৃতি, অসীম ত্যাগ স্বীকার দর্শন করিলে অতি বড় পাষণ্ডও তাহার সেই পর-হিত-ব্রতে যোগদান করিয়া থাকে। স্বয়ং ধর্ম যাহার আশ্রয়, নিজে ভগবান যাহার সহায়, তাহার অসাধ্য এ জগতে কি আছে বল?

পাড়া প্রতিবেশী কমলাকান্তকে দর্শন, নমস্কার, প্রণাম ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া একে একে স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন। সুরেশচন্দ্রও তাঁহাদের এ আনন্দে যোগদান না করিয়া

থাকিতে পারে নাই. সে অশ্ব পাতকে এখানে আসিয়াছে

আজ নগেন্দ্রনাথ, সুরেশচন্দ্র ও কমলাকান্ত তিন জন বৈঠকখানায় চেয়ারে উপবিষ্ট নানা কথাবার্ত্তার পর সুরেশ চন্দ্র ভক্তি সহকারে কমলাকান্তকে কহিল, -"ভাই এখন এর বার সন্ন্যাসীর বেশ ত্যাগ ক'রে সংসারী সাজা হয় না, মাতা আছেন, ভগিনী আছে, এখন একটা ঘরণী জুটিয়ে ঘর সংসার করলে হয় না? কেমন নগেন দাদা! এ প্রস্তাব কি মন্দ?"

নগেন্দ্রনাথ কহিল,—"না, এই প্রস্তাবই যুক্তিযুক্ত বার বৎসর সাধু সঙ্গে নানা ধর্ম্মার্জ্জন, নানাবিধ শাস্ত্রাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সাধন করেছে এখন নির্লিপ্ত ভাবে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর"

কমলাকান্ত কহিলেন,—"আমি বেশ দেখেছি, তোমাদের দুজনের হৃদয় একই ধাতুতে গড়া, একই তারে গাঁথা, একই সুরে মিলান দুই জনে সমভাবাপন্ন না হ'লে বন্ধুত্ব দৃঢ়—স্থায়ী হয় না। আমি গুরুদেবের কথায় পুনরায় সংসারে প্রবেশ করতে এসেছি, সে জন্য তোমাদের চিন্তা করবার কোন আবশ্যকতা নাই আচ্ছা! যাকে নিয়ে আমি সংসার ক'রব যা'র হাতে এই অমূল্য জীবন সমর্পণ ক'রব, যা'র ইঙ্গিতে এ মোর দেহরথ সংসার পথে পরিচালিত হবে, যা'র করে আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য, জীবন মরণ নির্ভর ক'রব, যা'কে আমি চক্ষে সর্ব্ব সাক্ষা

করে বেদ বিধি মতে বিবাহ ক'রব, সেই সহধর্ম্মিণী যদি সহ ধর্ম্মিণী না হবে সহপাপিণী হয় ? মানবী না হযে রাক্ষসী হয় ? তা হ'লে কি সুখ হবে ? তখন আমার দশা কি হবে ভাই ?

নগেন্দ্র অত শত ভাবতে গেলে সংসার করা চলে না সাধু কি না, সেই জন্য পাপের ভয় বেশী সাধু সংসর্গে লোকে সাধু হয়। তোমার ভাবী পত্নী যদি দানবী হয় সাধু সহবাসে সে দেবী হবে, ক্ষুদ্র মহৎ হবে অগ্নির সহবাসে কাষ্ঠও অগ্নি হয়ে থাকে

কমলাকান্ত আবার অনেক সাধুও চোরের সহবাসে চোর হয়, মানব দানবী সহবাসে দানব হয়, মহৎ ক্ষুদ্র হয়, এমন অনেক আর্দ্র কাষ্ঠ আছে যাহার সহবাসে অগ্নিও নির্ব্বাপিত হয়ে যায়। সূর্য্যকান্ত মণির উপর সূর্য্য রশ্মি পড়লে তাহার স্বাভাবিক উজ্জ্বলতারও দীপ্তি হয় না

"আচ্ছা সে জন্য তোমার কোন চিন্তা করতে হবে না। যাতে তোমার মনের মত মানুষ জুটে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হবে এখন এস সকলে স্নান করতে যাই " এই বলিয়া নগেন্দ্রনাথ, সুরেশচন্দ্র ও কমলাকান্তের হাত ধরিয়া বৈঠকখানা হইতে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

•

সূর্য্যদেব সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া বিশ্রাম লাভাশয় অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। তাঁহার রক্তিমাকার দেখিলে বোধ হয় যেন সমস্ত দিন পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কেবলমাত্র সন্ধ্যাদেবীর প্রতিচ্ছায় এখনও দেখা দিতেছেন। এমন সময় সন্ধ্যা দেবী মলিন বসনে উপস্থিত হইলেন। এই সময় কলিকাতা সহর বৈদ্যুতিক ও গ্যাস লোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বড় বড় আফিসের বাবুরা বাটীতে বিশ্রাম লাভান্তে সান্ধ্য ভ্রমণে কেহ গড়ের মাঠে কেহ ইডেন্ উদ্যানাভিমুখে মৃদুমন্দ গতিতে যাইতেছে। শ্বেতাঙ্গগণ স্ব স্ব সহধর্ম্মিণী সহ কেহ অশ্বে কেহ অশ্বযানে কেহ দ্বিচক্রযানে কলিকাতা নগরী তোলপাড় করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। সামান্য শ্রমজীবীরা শ্রম খিন্ন দেহভার বহন করিতে করিতে অতি সন্তর্পণে আপনাপন নিজ গৃহাভিমুখে গমন করিতেছে। দুই এক স্থানে সন্ধ্যায় আরতি সূচক শঙ্খ ঘণ্টা নিনাদিত হইতেছে। 'মামার' দোকানে ভয়ানক ভিড় পড়িয়াছে। কেহ বাঙ্গালা কেহ

খাটি কেহ দেশী ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া দেবীর আহ্বান করিতেছে এবং গলিতে গলিতে বারবিলাসিনীর বেশ ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া কেহ গলিতে দাড়াইয়া কেহ বা উপর বারাণ্ডায় চেয়ারে অধিষ্ঠিত হইয়া নিঃসহায় পথিকদের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে। কোন কোন পথিক তাহাতে দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞান শূন্য হইয়া বাণবিদ্ধ পক্ষীর ন্যায় প্রাণহীন হইয়া চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে এক এক বাটীতে গীতবাদ্য হইতেছে এবং যুবকগণ উন্মত্তভাবে "কেয়াবাৎ বাহবা" "বহুৎ আচ্ছা" ইত্যাদি বলিয়া বাইজির উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছে ও আপনাদিগের রসিকতার পরিচয় দিতেছে। এই সময়ে বরদা প্রসাদ একটাবে হতে বায়ুবেগে সোনাগাছির মালতী বাইজির ত্রিতল বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। একট হইতে অবতরণ করিয়া সে হেলিতে দুলিতে, হাসিতে হাসিতে উপরতলায় চলিয়া গেল। তাহার গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, ঘড়ি, ডান হাতে ছড়ি, বাম হাতে বিলাতী আর অন্তরে মালতী। বাবুর পকেটস্থ বিলাতী এসেন্স সিক্ত রুমাল হইতে এক অপূর্ব্ব সুগন্ধ বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। তাহার আগমনে সেই সুগন্ধি বিলাতী এসেন্সের সৌরভে কত লোকের কত ভাবান্তর আনয়ন করিতেছে। দীন দরিদ্রগণ তাহার এসেন্স-গন্ধবাহী বায়ু সেবন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সন্তানগণ সেই সুরভি বায়ু সম্ভাষণ করিয়া প্রিয়তমার মনো

মোহিনী মুখ চন্দ্রিমার প্রতিবিম্ব হৃদয় মুকুরে দর্শন করিয়া আনন্দলাভ করিতেছে

কারু কার্য্য খচিত একখানি চিয়ারে বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারে শোভিত হইয়া মালতী অধিষ্ঠিতা। একে স্বভাব সুন্দরী তাহাতে যুবতী, তাহাতে কেশ ও বেশ বিন্যাসের পারিপাট্য অলঙ্কারের যথাযোগ্য সমাবেশ সর্ব্বোপরি হাব ভাব ও কটাক্ষ দেখিলে বরদা কোন ছার কত মুনির মন টলিয়া যায়। তুমি যতই সংযমী হও না কেন, ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন কর না কেন এই বিদ্যুদালোকে উদ্ভাসিত সুসজ্জিত সুবিস্তৃত সুন্দর-প্রকোষ্ঠ মধ্যে মালতী সুন্দরীর প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টিক্ষেপ করিলে আর তোমার দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিবে না কেবল অনিমেষ নয়নে তাহাকে দর্শন করিতে হইবে, দেখিতে দেখিতে তোমার মনে জোয়ার ভাঁটা খেলিতে থাকিবে ও হঠাৎ দামোদরের ন্যায় বন্যা আসিয়া তোমার সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য অকূল পাথারে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে

অন্য দিন অপেক্ষা আজ বরদাবাবুর মনের স্ফূর্ত্তি কিছু বেশী সে যে দণ্ড মালতীর প্রেম-সম্ভাষণ-পত্র পাঠ করিয়াছে, সেই দণ্ড হইতে তাহার মন মালতী সাগরে মগ্ন হইয়াছে।

সহসা বরদা বাবুর আবির্ভাব দেখিয়া মালতী কম্বু-বিনিন্দিত

একাদশ পরিচ্ছেদ

গৌর ঈষৎ বক্র করিয়া ক্রীড়া অভিমানসূচক স্বরে কহিল, "তুমি বড় নির্দ্দয়।"

"কেন মালতী?" এই কেন মধুমাখা কথা চক্রপাণির শ্রবণ ... অন্তরে বড় ঘাত প্রতিঘাত হইতে লাগিল।

মালতী কহিল,—"কেন তাহা তুমি পুরুষ বিশেষে করে আশার নৈরাশ হ'লে রমণীর দুর্ব্বল হৃদয় কিরূপ জ্বলতে থাকে তাহা কেমন করে জানবে? তুমি সেই আসি যেয়ে চলে গেলে যার সেই এই। আমি তোমার এক বিন্দু রূপ দেখ্‌তে নিনিমেষ পিপাসিতা চাতকিনীর ন্যায় সতৃষ্ণ নয়নে তোমার আশা পথ চেয়ে থাকি। আর তুমি কোথায় কাহার মুখ চেয়ে সুখে দিন কাটাও। হাজার হ'ক তোমার স্ত্রী আছে। তার মন যুগিয়ে চলতে হয়। কাজেই তোমার আসতে বিলম্ব হয়। কিন্তু ভেবে দেখ আমার কে আছে?

বরদা। তোমার কি নাই মালতী? তোমার কিসের অভাব বল? তোমার ভুবনমনোহর সুন্দর রূপ আছে, যৌবন আছে, অর্থ আছে, আমি স্বয়ং তোমার আছি। সত্য বলছি মালতী, তোমায় এক দণ্ড না দেখলে আমিও যেন কেমন কেমন হ'য়ে যাই, আমার মন যেন কেমন কেমন করতে থাকে। আমি যে দিন হ'তে তোমাকে পেয়েছি সেই দিন হ'তে স্ত্রীর ভালবাসা গুরুভক্তি সকলই বিসর্জ্জন দিয়েছি। সেই দিন হ'তে

কিছুতেই আমার মন নাই। তোমা ভিন্ন আমি কিছুতে শান্তি পাই না

এইরূপ কত বিরহের কথা, কত প্রেমের কথা, কত রসের কথা হইল মধ্যে মধ্যে অবসর ক্রমে যে খাটো চলিতেছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। পরে চতুরা মালতী ধীরে ধীরে স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত মনের কথা পাড়িয়া কহিল, "সে দিন যে বাড়ী ভাড়ার নোটিস দিয়ে গিয়েছে তা কি দেখেছিলে ?

বরদা না, কত বাকী লিখেছে ?

মালতী। এই দেড় মাসের টাকা বাকী পড়েছে, এখন এ মাসের ভাড়া একশ' টাকা দিলেই চলবে

বরদাপ্রসাদ মনে ভাবিল মালতী তাহার কত আপনার লোক এই পনর দিনের ভাড়া রেহাই করিয়া যেন তাহাকে কতই না উপকৃত করিল

"এই নাও এক শত টাকা" বলিয়া বরদাপ্রসাদ পকেট হইতে এক খানি এক শত টাকার নোট বাহির করিয়া মালতীর হস্তে প্রদান করিল

মালতী নোটখানি রাখিয়া আবার ধীরে ধীরে মিষ্ট কথায় কহিল,—"এই সে দিন যে, নতুন ধরণের নেকলেসের কথা বলেছিলে তার কি হ'ল ?"

বরদা কেন, সে দিন ত আমি অর্ডার দিয়ে এসেছি, এখনও জিনিস তৈরি হয় নি। একশ' টাকা জমা আছে, আর এই

চারশ' টাকা লও। বাকী বৈকালে দারওয়ান পাঠিয়ে আনাবে সেই বলিয়া বরদাপ্রসাদ পকেট হইতে আর বার একশত টাকার চারিখানি নোট বাহির করিয়া দিলেন

এইরূপে ... মালতী ক্রমে ক্রমে বহুতর অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল। সে যখন দেখিল যে বরদাপ্রসাদের ঘাড়ের রক্ত নিঃশেষ প্রায় হইয়াছে, আর বৃথা চুষিলে একবিন্দুও রক্ত পাইবার সম্ভাবনা নাই, তখন সে ক্ষান্ত হইল

বরদাপ্রসাদ সুরার উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল একাধারে তাহার মুখ হইতে কখন ইংরাজি কখন বাঙ্গালা বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। কখন বা না ইংরাজী, না বাঙ্গালা, না হিন্দি, না উর্দ্দু সকল গুলি একত্রে জড়িত এক অজানা অদ্ভুত ভাষায় চীৎকার করিতে লাগিল

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এক সন্ন্যাসী সন্তোষপুরাভিমুখে গমন করিতেছেন তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন, "সংসার সবই ধাঁধাঁ, কিছুই বুঝিবার উপায় নাই কত দেখিলাম কত শুনিলাম কিন্তু কিছুই ত শিখিলাম না এবং কিছুই ত বুঝিতে পারিলাম না। এই পঞ্চবর্ষ কত দেশ দেশান্তরে বনে জঙ্গলে পরিভ্রমণ করিলাম কিন্তু কই আমার অন্তরে ত শান্তি আসিল না, আশা মিটিল না আমি জননী জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি কত দেখিলাম কিন্তু কিছুই ত চিনিতে পারিলাম না তথাপি আমার দেখিবার আশা মিটিল না। আমি নিকুঞ্জ নিকুঞ্জ কাননে শত সুখ সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়াছি, আমি বসন্ত সমাগমে প্রকৃতির মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছি, আমি রমণীর রমণীয় বদন সুধাকরের অনিন্দ্য-কান্তি দর্শন করিতে করিতে বিমান বিহারী চাতকের ন্যায় আত্মহারা হইয়াছি, কিন্তু কৈ আমার দর্শন পিপাসা ত মিটিল না। আমি নিস্তব্ধ নিশীথ কালে নদীর কল কল ধ্বনি শ্রবণ করিয়াছি এবং কত কোকিল কূজন, ভ্রমর গুঞ্জন, বীণার ঝঙ্কার, পাপিয়ার তান,

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কত কণ্ঠ নিঃসৃত সুললিত গীতি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে কিন্তু এই পাপ শ্রবণেন্দ্রিয়ের ত তৃপ্তি হইল না। আমি বেল মল্লিকা প্রভৃতি কত সুগন্ধ পুষ্পের সৌরভ আঘ্রাণ করিয়াছি, কিন্তু কই আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা ত গেল না। আমি কত সুমিষ্ট খাদ্য ভক্ষণ করিয়াছি, কত চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় আমার রসনাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে কিন্তু এই আমার রসনার ত তৃপ্তি হইল না। মৃদুমন্দ মলয় মারুত, সুকোমল কুসুম সুকোমল তল্প সংস্পর্শে কই আমার স্পর্শেন্দ্রিয়ের ত শান্তি হইল না।

সংসারে যাহারা বাহ্য চাকচিক্যে মোহিত হয় তাহারা পদে পদে ঠকিয়া থাকে। আমি মাকাল ফলের রমণীয় বাহ্য দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তখন বুঝি নাই যে ইহা এমন অন্তঃসার শূন্য। কামিনীর কমনীয় মুখশ্রী সমদ্ভূত মৃদু মৃদু হাস্য দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম অমৃতের ভাণ্ডার বুঝি ঐখানে, কিন্তু তাহা নহে, ঐ মৃদু হাসিতে বিষ মিশ্রিত তীক্ষ্ণধার ছুরিকা নিহিত আছে। সংসারে আমি প্রতি পদে ঠকিয়াছি। আমি একবারে সংসারী ছিলাম, পত্নীর প্রণয় রস আস্বাদন করিয়াছিলাম, কত নিশি মুখের উপর মুখ রাখিয়া প্রেমালাপে মগ্ন হইয়া কাটাইয়াছি। আমার পুত্র হইয়াছে, তাহার ভুবন মোহন রূপ দেখিয়া সংসারের সকলই ভুলিয়াছিলাম, কিন্তু একদিন সেই পুত্রের জননী পিশাচী তাহার স্নেহ পাশ ছিন্ন করিয়া, আমার হৃৎপিণ্ড

উৎপাটন করিয়া [illegible] করিয়াছে

দুই দিবস বাড়ী আসার পর বরদাপ্রসাদ পুনর্ব্বার কলিকাতায় যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে এই সন্ন্যাসীকে দেখিয়া বরদা বাবু কহিল,—"বাবাজি এক কাজ করবেন? আমার এই ব্যাগটা ষ্টেসন পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেবেন? দুই আনা গাঁজার পয়সা দিব।"

সন্ন্যাসী কহিলেন,—"বাবা আমি গাঁজা খাই না, পয়সাও চাহি না, চল তোমার যদি একটু উপকার হয় নিয়ে যাই।"

"বহুত আচ্ছা" বলিয়া বরদাপ্রসাদ সন্ন্যাসীর হস্তে ব্যাগ প্রদান করিয়া কহিল, "আপনার নাম ধাম কি জানতে পারি?"

সন্ন্যাসী—আমার নাম শ্রীনিশিকান্ত রায়, জন্মস্থান গোপাল নগর। তুমি এখন যাবে কোথায়?

বরদা—একটু ইতস্তত করিয়া কহিল,—আমি এখন সোণাগাছির মালতী বাইজির বাড়ী যাব। আপনি আজকের রাতটা আমার সঙ্গে সেখানে কাটাতে পারেন।

পথিমধ্যে সহসা সর্প দর্শন করিলে পথিক যেমন আতঙ্কে চমকিয়া উঠে, সন্ন্যাসীও সেইরূপ বরদাপ্রসাদের নিকট মালতীর নাম শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার এতাদৃশ ভাবান্তর

দর্শন করিয়া বরদাপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি মা-তার নাম শুনে শিহরিয়া উঠলেন কেন?

সন্ন্যাসী। সে অনেক কথা বাবা, সে কথায় কাজ নাই। তবে তুমি যে নাম শুনলে ঐ নামে এক পাপ সঙ্গিনী তোমার হৃদয়কে টেনে নাশ করত। একদিন আচম্বিতে আমায় দংশন করে পাপপথে পলায়ন করেছে। কেন বাবা! অন্ধকার জনকপথে পরিভ্রমণ করছ? তোমার যৌবন মধ্যাহ্নে যে বার্দ্ধক্য সন্ধ্যা অলক্ষিতভাবে আক্রমণ করছে, তোমার মন যে দিন দিন মলিন হচ্ছে, তুমি মনে করছ সেই বারাঙ্গনা তোমায় অন্তরের সহিত ভালবেসে থাকে, তা নয়, এ বিশ্বাস তুমি একবারও মনে স্থান দিও না। আচ্ছা এই যে তুমি যাকে অজস্র অর্থ দিয়ে কৃতার্থ হচ্ছ, গৃহের সুখস্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করে যাকে সঙ্গে ধারণ করবার নিমিত্ত গমন করছ সে তোমার এই আদরের বিনিময়ে তোমার জন্য কি করিতে পারে বলতে পার? তোমার যতক্ষণ অর্থ আছে, সে ততক্ষণ তোমার থাকবে, নতুবা তারা কারও নয়।

বরদাপ্রসাদ বাধা দিয়া কহিল,— "সে আমার জন্য সব করতে পারে, এমনকি জীবন ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত নয়।

সন্ন্যাসী। তুমি ভ্রান্ত, তাই এত দিন এই মহাভ্রমের মধ্যে পড়ে রয়েছ। সে যা বলে বা করে কেবল মৌখিক, সেটা কেবল অর্থ সংগ্রহের জন্য। নিশ্চয় জেনো তাহা। অন্তর সম্পূর্ণ

রূপে এর বিপরীত ভীষণ মরুভূমি অনুসন্ধান ক'রলে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জল পাবার সম্ভাবনা আছে কিন্তু বারাঙ্গণার হৃদয় মরুভূমি মাঝে শান্তিময় নিঃস্বার্থ ভালবাসা পাবার সম্ভাবনা স্বপ্নের অগোচর। যে নারী পরমগুরু প্রত্যক্ষ-দেবতা পতিকে বঞ্চনা ক'রেছে, সে যে অন্যকে বঞ্চনা ক'রবে তা'র আর বৈচিত্র্য কি? যখন তুমি জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হ'য়ে কাতর প্রাণে সতৃষ্ণ নয়নে তা'র মুখের দিকে চেয়ে দুইটী মাত্র রজত মুদ্রা প্রার্থনা করবে তখন আমার বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারবে বিশ্বাস না কর তুমি পরীক্ষা করতে পার তুমি এই ভান ক'রে দেখতে পার, —যেন তুমি সর্ব্বস্ব হারিয়ে বিপদগ্রস্ত হ'য়ে তা'র নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্যের নিমিত্ত গমন করেছ। তুমি নিশ্চয় দেখতে পাবে, সে তোমাকে সাহায্য করা দূরে থাক, অন্য দিনের ন্যায় তোমাকে আদর যত্ন ক'রবে না,—অভ্যার্থনা ক'রে নিকটেও বসাবে না সে যেন সে নয়, কিন্তু সে সেই আছে তুমি তা'র অন্তর দেখনি, তাই তা'কে চিনতে পারনি দেখলে জানবে, নিজেকে ধিক্কার দেবে, স্বকীয় দুষ্কর্ম্মের জন্য হাহাকার ক'রবে মনে ভাববে, কেন আমি এই কুলটা পিশাচীর প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে পিতামাতার অপার স্নেহ—পত্নীর অনন্ত প্রেম আত্মীয় স্বজনের আন্তরিক ভালবাসা পদদলিত ক'রে পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত অর্থ জলের ন্যায় ব্যয় ক'রে পিপাসিত মৃগের ন্যায় জলভ্রমে মরীচিকা

পানে ধাবিত হ'চ্ছি   সে আমার কে? তা'র সহিত আমার সম্বন্ধ কি? কেন আমি পূর্ব্বে বুঝিনি, কেন আমি সময় থাকতে এই পাপ পথ হ'তে স'রে পড়িনি

বরদাপ্রসাদ অবাক্ হইয়া গেল সন্ন্যাসীর এত সুমধুর উপদেশ বাক্য যেন তাহার কর্ণকুহরে অমৃতধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। সে পথ চলিতে পারিল না, সেইখানে ভূমির উপর বসিয়া পড়িল। বরদাপ্রসাদ জড়পিণ্ডবৎ নিশ্চল নিস্পন্দভাবে তন্ময় হইয়া একদৃষ্টে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে তাকাইয় তাঁহার সেই দেব-কণ্ঠ বিনিঃসৃত স্বর্গীয় সুধামাখা বাক্যাবলী উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিল   অন্যকার ন্যায় বরদাপ্রসাদ কখনও কাহার কথা এরূপ মনঃসংযোগ সহকারে শ্রবণ করে নাই   সন্ন্যাসীর প্রত্যেক কথা যেন তাহার হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বলভাবে ক্ষোদিত হইয়া তাহাকে অকূল চিন্তা সাগরে নিমগ্ন করিতেছে   এতদিন পরে তাহার সুপ্ত-বিবেক জাগরিত হইয়াছে   সে যেন নিবিড়ান্ধকারে ক্ষীণালোক দেখিতে পাইল   এইবার—এতদিন পরে বরদাপ্রসাদ মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—"হায় কেন আমি এমন হ'লাম—কেন আমার ধন মান জ্ঞান-গৌরব গভীর পাপ সলিলে বিসর্জ্জন দিলাম। হায়! কেন এমনভাবে পূর্ব্বে আমাকে কেহ উপদেশ দেয় নাই, না—না, আমার পরমহিতৈষী নগেন দাদা আমাকে অনেক সৎপরামর্শ দিয়াছিলেন   আমি তাঁকে বড়ই কষ্ট দিয়েছি

তখন কি জানি, কেন তাঁহার উপদেশ আমার বিষের ন্যায় বোধ হয়েছিল। আমি যেন উহাকে আমার সুখের পথে প্রবল অন্তরায় ভেবেছিলাম। তাঁহার সেই অমৃতময় উপদেশ "এ অক্ষমের ফলে পরিণামে তোমাকেই ছটফট করতে হবে।" আজ তাহা বেশ উপলব্ধি করতে পারছি। আজ যেন তাঁর প্রত্যেক কথা বর্ণে বর্ণে সত্য তাহা প্রমাণ করছে। হায় আমার জন্য সকলে দুঃখী। স্নেহময়ী জননী ক্রন্দন সার করেছেন, আত্মীয় স্বজনগণ সকলেই আমার চিন্তায় চিন্তিত আর সেই আমার আদরের প্রিয়তমা পত্নী হেমলতার দুঃখের অন্ত নাই। সেই স্বর্গের দেবীর দুঃখের কাহিনী প্রকাশ করতে বুঝি আমার ন্যায় নারকীর অধিকার নেই। হেমলতা কেন তুমি এই পাপিষ্ঠের করে জীবন সমর্পণ করেছিলে,—তুমি যে দেববালা, দেব ভোগ্য পারিজাতের আদর কি দানব জানে? মুক্তার মালা বানরের গলে অনাদরে নষ্ট হয়। হেমলতা আজ হ'তে আর আমি তোমার কষ্টের কারণ হব না। যাতে তোমার সুখ হয় তাহাই প্রাণপণে করিব।"

এই ভাবিতে ভাবিতে বরদাপ্রসাদ সন্ন্যাসীর পদদ্বয় জড়াইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। মাতা যেমন সংসারের একমাত্র অবলম্বন পুত্রবৎসকে কালের করাল-কবলে নিপতিত দেখিলে ক্রন্দন করেন, পতিব্রতা নারী যেমন পীড়িত স্বামীর জীবনে নিরাশ হইয়া বিলাপ করেন, অশীতিপর বৃদ্ধ যেমন চির-জীবন

ব্যাপী শ্রম লব্ধ সঞ্চিত অর্থ ভাণ্ডার অপহৃত দেখিলে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়, বরদাও স্দা সেইরূপ ক্রন্দন করিতে লাগিল।

সাধু সংসর্গে মানবের মতি মুহূর্ত্তে কত পরিবর্তিত হয় এইক্ষণে পূর্ব্বে যে বরদাপ্রসাদ মালতীর দাস চিন্তায় নিমগ্ন ছিল, আর এক্ষণে সেই মালতীর প্রণয়াসক্ত বরদাপ্রসাদ মন হইতে মালতীর চিন্তা দূর করিয়া তৎপরিবর্তে কত কি চিন্তা করিতেছে কত অনুতাপ করিতেছে হায় বরদা! যদি পূর্ব্বে এমন বুঝিতে, এমন ভাবে অনুতাপ করিতে, জননীর দুঃখে দুঃখী হইতে, পত্নীর দুঃখে দরদী হইতে, তাহা হইলে আজ পাপ স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে এতদূর আসিতে না, অন্ধকারের পর আলোকের আবির্ভাব—পাপের পশ্চাতে অনুতাপ

সন্ন্যাসী কহিলেন,—"বরদাবাবু! তুমি একবার মাত্র মালতীর কাছে যাও, যদিও তুমি আমার কথায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করতে পারছ না যে, সে তোমাকে প্রকৃত ভালবাসে কি না, তবে তুমি একবার পরীক্ষা করে দেখ আমার কথায় একবার সেখানে যাও তোমার মন আর পূর্ব্বের ন্যায় নাই, সেখানে গেলেও আর তোমার মন কিছুতেই সেই কলুষ-সাগরে মগ্ন হবে না।

সন্ন্যাসীর পুনঃ পুনঃ সনির্বন্ধ অনুরোধ বরদাপ্রসাদ পালন না করিয়া থাকিতে পারিল না। চিন্তিতান্তঃকরণে, সন্দিগ্ধ-

চিত্তে, ম্লানমুখে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধীরে ধীরে মালতীর নিকট গমন করিলেন

পাঠক বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, এই সন্ন্যাসীই মাল-তীর স্বামী নিশিকান্ত রায় ইনি এক হাইকোর্টের প্রথিত নামা উকিল ছিলেন পত্নীর মর্ম্মান্তিক আচরণে সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি পূর্ব্ব হইতে নশ্বর বিষয় বিভবে অনাসক্ত ছিলেন. ইনি স্বোপার্জ্জিত যাবতীয় ধনসম্পত্তি ব্যয় করিয়া সন্তোষপুরের দ্বাদশ মাইল উত্তরে একটী অনাথ-আশ্রম সংস্থাপিত করিয়াছেন এক্ষণে কত শত আশ্রয়হীনা বালিকা— কত শত অসহায় অনাহার ক্লিষ্ট বালক—কত শত উপার্জ্জন অক্ষম চির রোগাক্রান্ত যুবক—কত শত দীন, দরিদ্র, অন্ধ, খঞ্জ সেই অনাথ-আশ্রমে আহার করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছে—ও করিতেছে

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সুখ ধনে নয়, সুখ মনে। ধনে প্রকৃত সুখ থাকিলে জমিদার বরদাপ্রসাদের মন এরূপ অশান্তি সাগরে নিমগ্ন কেন? আজ বরদাপ্রসাদের অনুতাপের পরিসীমা নাই। পাপীর হৃদয় যে পর্য্যন্ত না অনুতাপের প্রদীপ্ত অনলে দগ্ধ হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার কোন ভাবান্তর পরিলক্ষিত হয় না। এতদিন যে, সে ভীষণ যন্ত্রণাময় দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত ছিল, তাহা এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছে। তাহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা আর সেই পতিতা মালতীর মুখ দর্শন করিবে না। কিন্তু এমন দেবোপম পুরুষের কথা যে অমান্য করা যায় না। সে ধীরে ধীরে তাহার সেই চির পরিচিত, নানা স্মৃতি-বিজড়িত মালতীর বাসভবনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ত্রিতলোপরি একখানি সোফার উপর বসিয়া মালতী যেন কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সেই সময় বরদাপ্রসাদকে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া মালতী একবার মাত্র তাহার দিকে বিরক্তি সূচক দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াই অমনি দৃষ্টি ভূসংলগ্ন করিল। বরদাপ্রসাদ মালতীর এতাদৃশ ভাবান্তর দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইল, কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বরদাপ্রসাদ কহিল,—"মালতি,

আজ আমি বড় বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি   গতরাত্রে আমাদের বাটীতে ডাকাত পড়ে যথা সর্ব্বস্ব আমার নিয়ে গিয়েছে   আজ কয় দিন হ'ল আমার স্ত্রীর ভয়ানক জ্বর হয়েছে   আমাকে আজ ৮'শ টাকা সাহায্য করতে হবে নতুবা আমার পরিবার বর্গ অর্থ ভাবে অনাহারে মরে যাবে ”

মালতী বিরক্তির সহিত বলিল, “তা ত আমি কি করব? আগে, তোমার সম্পত্তি লুট হয়েছে স্ত্রীর জ্বর হয়েছে তাতে আমার কি হয়েছে বল? আমার কাছে একটাও টাকা নেই ”

বরদাপ্রসাদ মালতীর কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল সে গুরুগম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিল, “মালতি   তুমি কি সেই মালতী, যার প্রণয় গদ্‌গদ্ বচনে আমি আত্মহারা হয়েছিলাম, তুমি কি সেই মালতী   যা'র ইঙ্গিতে জলের ন্যায় অজস্র অর্থব্যয় করেছি, যা'কে দেখবার জন্য রাত দু'প'রে ছুটে এসেছি, তুমি কি সেই মালতী? যে মালতী আমায় লিখেছিল,—“তোমায় আর দু'দিন না দেখলে হয় উদ্বন্ধনে না হয় বিষপানে প্রাণ ত্যাগ করব” তুমি কি সেই মালতী   যে মালতী গর্ভজাত পুত্র ত্যাগ করেছে, দেব দুর্লভ স্বামী নিশিকান্ত রায়ের বুকে বজ্র ঘাত করে এসেছে, তুমি কি সেই মালতী! ওঃ—তুই কি পাপিয়সী, কি অবিশ্বাসিনী। মালতি আজ আমি তোর নিকট মোহান্ধ হয়ে আসিনি, আমার সম্পত্তি অপহৃত হয়নি, আমার ইচ্ছা ছিল না যে আর তোর ঐ পাপমুখ দর্শন করি, কিন্তু তোর

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

স্বামী নিশিকান্ত রায়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারিনি সেই আমার জ্ঞানদাতা গুরুর কথায় আজ তোকে পরীক্ষা করতে এসেছিলাম কিন্তু পরীক্ষা করে বেশ শিক্ষা লাভ হল

বরদাপ্রসাদের কথা শেষ না হইতে হইতে মালতী মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিল,—"আমিও তোমার মন পরীক্ষা কর ছিলাম, তোমার ভাব বুঝছিলাম। এসব ত তোমারই—আমি তোমার দাসী মাত্র আমার আশা বল, ভরসা বল, বল বল সবই তুমি তুমি যে একেবারে চটে গেলে, তোমার সঙ্গে দেখ্‌ছি একটু রং তামাসা করবার যো নেই।"

বরদা। বলিহারি রমণী প্রকৃতি। রমণীর মন, রমণীর প্রকৃতি এক অদ্ভুত জিনিষ। দেবতাতেও রমণীর জটিলতা পূর্ণ হৃদয়ের ভাষা বুঝতে অক্ষম। রমণীর মুখের ভাষা এক। হৃদয়ের-ভাব অন্য সেই ভাব ও ভাষার মর্ম্ম ভেদ করা বড়ই কঠিন এর পূর্ব্বে যা দেখেছি, ক্ষণ পরে তার সম্পূর্ণ বিপরীত মায়া-বিনি আবার আমাকে মায়া পাশে আবদ্ধ করতে চেষ্টা করছিস্? তোর মোহিনী মূর্ত্তি দেখে যে মোহে আমি মোহিত হয়েছিলাম, আমার সে মোহ ঘুচেগেছে, সে মোহের ঘোর কেটেছে, সে অসার স্বপ্ন ভেঙ্গেছে, কুহকিনি! আমার কি সর্ব্বনাশ করেছিস্! তোকেই বা দোষ দিই কেন? আমি যখন পত্নীকে পদদলিত করে এই বিপথে এসেছি, তখন

তুই যে পতিকে প্রবঞ্চনা করে এই বিষময় নারকীয় পথে আসবি তার আর আশ্চর্য্য কি ? বিশেষতঃ রমণীর মন স্বভাবতই ভ্রম-প্রবণ অল্প আয়াসে মনের গতি পরিবর্ত্তিত হয়ে থাকে। আমি ত জানতাম আমি ত বুঝতাম, তুই কুলটা—তুই ভ্রষ্টা—তুই পতিতা তুই পরবিলাসিনী তোদের ভালবাসা, তোদের রূপ, তোদের যৌবন, তোদের যাহা কিছু সব পণ্য দ্রব্য। আমি আরও বুঝতাম, বেশ্যালয়ে গমন করলে অর্থ নাশ, মনস্তাপ, স্বাস্থ্য নাশ, সুখনাশ হবে তথাপি কেন যে আমি সেই অর্থ—স্বাস্থ্য—সুখ—নষ্ট করে সর্ব্বনাশকারী নারকীয় পথে সুখশান্তি লাভাশায় এসেছিলাম, তা বলতে পারিনে ধিক্ আমাকে, আমার ন্যায় মূর্খ আর কে আছে ?

মালতী বুঝিল এইবার শিকার জাল ছিঁড়িয়াছে তবে আর কেন অনর্থক উহার বাক্যবাণ সহ্য করি। তখন সে ক্রোধ ভরে কহিল,—"দূর হও তুমি আমার কোথাকার কে ? শীঘ্র আমার বাড়ী হ'তে দূর হও।

"হচ্ছি—একটু দাঁড়াও। এখনই দূর হচ্ছি।" বরদা-প্রসাদ গম্ভীর ভাবে এই কয়েকটী কথা বলিয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটী পিস্তল বাহির করিয়া কহিল,—"ইচ্ছা ছিল নারী হত্যা করে আর পাপের মাত্রা বাড়াব না কিন্তু তোর ন্যায় কাল সর্পিনী জীবিত থাকলে সংসারের সমূহ অনিষ্ট সংঘটিত হবে। তোর ঐ পাপ নয়নের কুটিলতা পূর্ণ কটাক্ষ যা'র উপর পতিত

হবে, তাব পরিণাম যে কি ভীষণ হবে, ভাবলে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে আজ আমি তোব এক উপকাব কববো, অকপট বন্ধুতে যা পাবে না, সাধু সন্ন্যাসী যা কবে না, আমি তোব সেই উপকাব কববো। দাড়া—ঐখানে স্থিব হয়ে দাঁড়া. আজ আমি তোকে সংসাব হ'তে সবাব জন্মেব মত জগতেব নিকট হ'তে বিদায় গ্রহণ কব—পতিপবিত্যক্তা রমণীব পবিণাম কি, একবাব ভেবে নে—বাববিলাসিনীব জীবনেব শেষ বজনী কি ভীষণ বিভীষিকাময়ী, একবাব ভেবে নে—বিষেব কি জ্বালা, নবকেব কি যন্ত্রণা, কৃমি কীটের কিলি বিলি কি চমৎকাব" এই বলিয়া যেমন পিস্তলেব আওয়াজ কবিতে যাইবে, এমন সময় ববদাপ্রসাদেব জ্ঞানোন্মেষকাবী সেই সন্ন্যাসী আসিয়া তাহাব পশ্চাদ্ দিক হইতে পিস্তলটী কাড়িয়া লইয়া কহিলেন,- "এ কি ববদাবাবু কেন তুমি নাবী হত্যা পাপে লিপ্ত হ'তে উদ্যত হয়েছ এস তুমি আমাব সঙ্গে চলে এস। তোমাব আর এ স্থানে থাকবাব আবশ্যক নাই।" সন্ন্যাসী বরদাপ্রসাদকে লইযা ত্বরিত পদে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

আব মালতীব সে সময় যে কি শোচনীয় অবস্থা, তাহা চিন্তাশীল পাঠক সহজেই অনুমান করিতে পাবেন ক্রোধে, ভয়ে, ঘৃণায় ও লজ্জায় তাহার সর্ব্ব শরীব ব্যাতা তাড়িত ব্রততীর ন্যায় দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল। তাহার চক্ষের তাবা দুইটী

অনল উদ্গীরণ করিতেছে তাহার দন্তে দান্তে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে তাহার বুকের হৃৎপিণ্ড মুহুর্মুহু বিকম্পিত হইতেছে কি ঐ যে মালতী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল সেইখানে পড়িয়া সে গোঁ গোঁ করিতে লাগিল এই সময় একজন পাচীকা আসিয়া তাহার চ'খে মুখে জলের ছিটা দিয়া চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বর্ষার অপরাহ্ন সময়ে এক ত্রয়োত্রিংশ বর্ষীয় যুবক এক গ্রাম্য সংকীর্ণ পথ ধরিয়া বরাবর উত্তরাভিমুখে গমন করিতেছে। এ ব্যক্তি সেই কালাচাঁদ। তাহার মুখ মণ্ডল কালিমাময় হইয়া উঠিয়াছে অন্নাভাবে দেহ শীর্ণ জীর্ণ হইয়াছে পরিধানে একখানি ছিন্ন মলিন বসন আছে মাত্র। সেই অতুল ঐশ্বর্য্য এবং কমনীয় কান্তি আর নাই হায় অবস্থার কি পরিবর্ত্তন যে কালাচাঁদ একদিন জমিদার ছিল। শত শত দাস দাসী যাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিত, পতি প্রাণা ভার্য্যা যাহার পদপ্রান্তে বসিয়া অহর্নিশি পদ সেবা করিত, আজ সেই কালাচাঁদের অবস্থার কি বিপর্য্যয়। হায় মা কমলা। তুমি কখন কাহাকে হাসাও, কখন কাঁদাও বুঝা দায় তুমি কখন সম্রাটকে দীনহীন পথের ভিখারী করিতেছ, আবার কখন দীনহীন পথের ভিখারীকে সম্রাট করিতেছ তোমার লীলা বড়ই বিচিত্র।

যে দিন কালাচাঁদ তাহার অমূল্য চরিত্র হারাইয়াছে, যে দিন তাহার চিত্তে কুচিন্তা স্থান পাইয়াছে, যে দিন তাহার

জীবনের পবিত্রতা নষ্ট হইয়াছে, সেই দিন হইতে তাহার দাস দাসী আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলেই ক্রমে ক্রমে তাহার প্রতি বিরূপ হইয়াছে। নিজে ঠিক থাকিলে সব ঠিক থাকে। সংসারে অনন্ত প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া চরিত্র রক্ষা করা বড়ই কঠিন। যিনি চরিত্রবান, তিনিই ধন্য, তিনি দীন হীন হইলেও সম্রাট, সংসারী হইলেও সন্ন্যাসী, মানব হইলেও দেবতা ধনী মানী সকলেই চরিত্রবান ব্যক্তির চরণতলে মস্তক নত করিয়া থাকেন। কালাচাঁদ এখন চরিত্রহীন, সুতরাং বন্ধু বান্ধব হীন। কয়েক দিবস গত হইল কালাচাঁদ বরদাপ্রসাদের কৃপালাভ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে মালতীর নিকট হইতেও বিতাড়িত হইয়াছে। সে কিয়দ্দূর গিয়া বসিয়া পড়িল। দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত আর পথ চলিতে পারিল না। সেইখানে বসিয়া সে পূর্ব্ব-সুখ-সাচ্ছন্দ-কথা ভাবিতে লাগিল এককালে যেন তাহাকে শত সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল সে চিন্তা করিতেছে "হায়। কি ছিলাম, আর কি হ'লাম। ছিলাম জমিদার, হ'লাম ভিখারী, ছিলাম সাধু হ'লাম পাপী আমার ন্যায় মহাপাপী বুঝি ইহ জগতে নাই কি করি—কোথায় যাই। বিষ খাবো—আত্মহত্যা করবো না-না, আত্মহত্যা মহাপাপ। জীবনের শেষটুকু যতদিন বাঁচি, কর্ম্মফল ভোগ করে যাই, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে মরি আমাকে ত স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ করতে হবে, মৃত্যুর পরেও ত আমি কর্ম্মফল হ'তে পরিত্রাণ পাবনা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

এমন সময় আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সন্ন্যাসী নিশিকান্ত কালাচাঁদের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি এমন জীর্ণশীর্ণ দেহে এখানে বসে কেন বাবা, তোমার বাটী কোথায় আমাকে বল, আমি সেখানে দিয়া আসি।"

কালাচাঁদ ক্ষীণস্বরে কহিল, "কে আপনি সদাশয়? এ হতভাগ্যের দুঃখ দেখে দুঃখিত হচ্ছেন আমি এমন সহানুভূতিসূচক মধুর কণ্ঠস্বর জীবনে শুনিনি। এ পাপ জীবনের পরিচয় আপনার নিকট আর কি দিব! বাবা। এখন মরণই আমার মঙ্গল। আর আমি বসে থাকতে পারছি না, ক্ষুধার জ্বালায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখছি বাবা! যদি পাপীর প্রতি সাধুর দয়া করা উচিত হয়, তবে আমায় কিছু খাদ্য দিয়ে জীবন দান করুন।

সন্ন্যাসী তুমি এইখানে একটু বস, আমি এই নিকটস্থ দোকান হ'তে কিছু খাবার নিয়ে আসছি

এই বলিয়া সন্ন্যাসী ত্বরিত পদে গমন করিলেন কিছুক্ষণ পরে তিনি খাবার লইয়া আসিয়া দেখিলেন, যে, কালাচাঁদ মুর্চ্ছিতাবস্থায় সেইখানে পড়িয়া আছে তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে স্বেদবিন্দু বিনির্গত হইতেছে। সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ তাহার মুখে চোখে জলের ছিটা দিয়া চৈতন্য সম্পাদন করিলেন কালাচাঁদ মুর্চ্ছাভঙ্গের পর কহিতে লাগিল,—"কেন বাবা আমার চৈতন্য সম্পাদন করলেন, আমি মরতেছিলাম, কেন আমাকে বাঁচালেন।

এরূপ জীবন বহন করা ভাল কি? এখন মরণই আমার শান্তি।"

সন্ন্যাসী এখন আর বৃথা আক্ষেপ করলে কি হবে। যা হয়ে গিয়েছে, তার জন্য আর আত্মহত্যা করে ফল কি হবে বল? যাহাতে সুস্থ হতে পার, এখন হ'তে যাতে ভাল হতে পার, সেই চেষ্টা কর।" আমার সহিত এস, আমি তোমাকে এক আশ্রমে রেখে আসি। যতদিন না তুমি সুস্থ ও সবল হও, ততদিন সেখানে থাকতে পারে তোমার যত্নের কোন ত্রুটি হবে না এই বলিয়া সন্ন্যাসী কালাচাঁদের হাত ধরিয়া অনাথ আশ্রমে চলিয়া গেলেন

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

"বৌদিদি আমায় ক্ষমা কর ভাই আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে পা'রব না। তুমি মা কে বুঝিয়ে বল যে, আমি সেথা গেলে বাঁচব না অ মার মনের কষ্ট সেখানে গেলে দূর হবে না। এইখানে আছি বেশ আছি।" এই বলিয়া হেমলতা অধোমুখে বসিয়া রহিল

বিমলা কহিল,—"ঠাকুর ঝি, এমন করে আর কতদিন কাটাবে বল? অনাহারে অনিদ্রায় আর কতদিন বাঁচবে বল?

হেমলতা বেঁচে আমার সুখ কি ভাই। মরণই যে আমার মঙ্গল।

বিমলা বিপদের কালে কি অধৈর্য্য হওয়া উচিত ভাই! সময়ের প্রতীক্ষা করতে হয়। বিধির সূক্ষ্ম বিধানে সকলকেই সমভাবে সুখ দুঃখ ভোগ করতে হয়। দুঃখের দারুণ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে শরীর ক্ষয় করলে কি আর সুখের অধিকারিণী হওয়া যায়? নিদাঘের মধ্যাহ্নের কষ্ট সহ্য না করলে কি সন্ধ্যার সুবিমল আনন্দ উপভোগ করা যায়? ধীরভাবে বিরহ-মরুভূমি অতিক্রম করতে না পারলে কি আর প্রেম-পয়োধির

স্বচ্ছ-সলিলে অবগাহন করা যায়। তাই একটু স্থির হও। অচিরে তোমার ক্লেশ রজনীর অবসান হয়ে তোমার ভাগ্যাকাশে সুখসূর্য্যের উদয় হবে তজ্জন্য অধীর হয়ে জীবন ত্যাগ করা কি উচিত? তোমার জীবনে ত তোমার কোন অধিকার নেই ভাই যেদিন রমণীগণ বিবাহিতা হয়েছে, সেই দিন হ'তে তার দেহ মন প্রাণ সেই পতিদেবতার পাদপদ্মে সমর্পিত হয়েছে, সেই হতে রমণীর পৃথক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে পতির সুখে সতীর সুখ, পতির দুঃখে সতীর দুঃখ, পতির জীবনে সতীর জীবন, পতির মরণে সতীর সহমরণ। পতি বই রমণীর গতি নাই

হেমলতা তবে কেন ভাই আমাকে স্বামি গৃহ ছেড়ে যেতে বলছ? মরি এইখানে মরবো, তাতে আমার স্বর্গ লাভ হবে আবার পরকালে পতির সহিত মিলিত হব

বিমলা ধন্য, ধন্য ঠাকুর ঝি ধন্য তোমার জ্ঞান, আর ধন্য তোমার নারী জীবন। তোমার পতি ভক্তি দর্শন ক'রলে মনে হয়, যেন জন্মে জন্মে নারী জন্ম লাভ করি, আর তোমার মত পতি পদ-প্রান্তে কায় মন প্রাণ সমর্পণ করে ধন্যা হই ভাই তুমি হিংসা-দ্বেষ বিবর্জ্জিত সরলতার প্রতিমূর্ত্তি। তোমার স্থান উচ্চে রোগ-শোক হিংসা দ্বেষ-নিষ্ঠুরতা পূর্ণ এই পঙ্কিল ধরাতে তোমার ন্যায় দেবীর স্থান নেই। তাই জানি না কোন পুণ্য ফলে তোমার বৌদিদি হয়েছি। বিধাতার

নিকট এই প্রার্থনা করি যেন জন্মে জন্মে তোমাকে সঙ্গিরূপে পাই

হেমলতা আমি পতি ভক্তির কি জানি ভাই আমার ন্যায় জ্ঞানহীনা নারীর জন্মই বৃথা। যদি আমি তাঁকে তাঁর মনের মত সেবা শুশ্রূষা করতে পা'রতাম তা হ'লে কি তাঁর মতি গতি এমন হয় ভাই যে নারী স্বামীর সেবা, স্বামীর ভালবাসা হ'তে বঞ্চিত হয়, তার ন্যায় দুর্ভাগ্যবতী আর কে আছে ভাই। বৌদিদি আমার ন্যায় হতভাগিনী বুঝি আর নাই, না জানি আমি কত পাপ করেছিলাম

এমন সময়ে হেমলতার মাতা কাত্যায়নী সেখানে আসিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন,—"হেমলতা চল মা দিন কয়েকের জন্য আমার সঙ্গে এমন সোণার অঙ্গ ভেবে ভেবে কি হয়ে গেছে দিন কত সেখানে থেকে শরীর সুস্থ হ'লে আবার এখনে এসো।"

হেমলতা লজ্জাবনত মুখে কহিল,—মা। এখন আমি যাব না। আমি গেলে এ সংসারের শ্রী এমন থাকবে না, সব শ্রীহীন হয়ে যাবে মা, তুমি ত আমায় শিখিয়েছ স্ত্রী জাতির পক্ষে স্বামীর চেয়ে কেউ বড় নয় স্বামি-গৃহ নারীর পক্ষে স্বর্গের ন্যায় পরম পবিত্রস্থান এমন সুখ শান্তিপ্রদ স্থান বুঝি আর নারী জাতির দ্বিতীয় নাই স্বামীর সংসার বুকদিয়ে রক্ষা ক'রতে হয়

কাত্যায়নী প্রশংসমান নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন,— তাই কর মা আর আমি তোমাকে নিয়ে যেতে

চাইব না। আমি আশীর্ব্বাদ করছি অচিরেই তোমার দুঃখ দূর হবে মা। থাম—কেঁদ না। কেঁদে কেঁদে আর শরীর ক্ষীণ করো না। রাত অনেক হয়েছে। যাও শুয়ে ঘুমোওগে। মা বিমলা যাও। তুমিও তোমার ঠাকুরঝির সঙ্গে শুয়ে এসগে।

বিমলা শ্বশ্রূমাতার কথায় মনে মনে হাসিল ও বলিল,—"হাঁ ঠাকুরঝি ঘুমাবে, যেদিন অসৎ স্বামীকে সদ্ভাবে পাবে, সেইদিন সতী মনের আনন্দে পরমসুখে স্বামি পাশে নিদ্রা যাবে। নতুবা চির নিদ্রায় নিদ্রিত না হলে আর ঐ নয়নে নিদ্রা আসবে না।"

হেমলতা মাতা ও বৌদিদির কথায় শান্ত হইয়া আহার করিল। তারপর খাটে শয্যাগ্রহণ করিল। কিন্তু তাহার নয়নে নিদ্রা নাই। যাহার অন্তরে অনবরত চিন্তাকীট দংশন করিতেছে, তার নয়নে কি আর নিদ্রা আইসে? এই জন্য পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন,—"চিতা অপেক্ষা চিন্তা গরীয়সী"

হেমলতা রজনীর শেষভাগে এক স্বপ্ন দেখিল, যেন তার স্বামীর স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি যেন গৃহে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিতেছেন "হেমলতা আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর। তোমার নিষ্ঠুর স্বামীর নির্য্যাতনের কথা ভুলে যাও"। সহসা হেমলতার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে দেখিতে পাইল তখন তরুণ-তপন পূর্ব্বাকাশে ধীরে ধীরে উদিত হইয়া জগৎ আলোকিত করিতেছেন। হেমলতা সেই মুহূর্ত্তে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া গৃহকর্ম্মাদিতে নিযুক্ত হইল। হেমলতা আজ এক

অপরিজ্ঞাত আনন্দে আনন্দিতা হইয়া মাতা, বৌদিদি এবং দাস দাসীর সহিত কথে পকথন করিতে লাগিল। হঠাৎ হেমর তার এই অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত পূর্ব্ব ভাবান্তর অবলোকন করিয়া সকলেই আনন্দিত হইল কিন্তু এই ভাবান্তরের কারণ কি কেহই কিছুমাত্র বুঝিতে পারিল না।

কার্য্যান্তে হেমলতা বিমলাকে ডাকিয়া কহিল,—"বৌদিদি! আমি কালরাত্রে এক সুখ-স্বপ্ন দেখেছি। যেন তাঁ'র স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয়েছে তিনি যেন আমার হাত ধরে বললেন,—"হেমলতা! আমায় ক্ষমা কর।" আর আজ সকাল হ'তে বার বার আমার বাঁ চ'খ নাচে।"

বিমলা ও,—তাই বুঝি এত আমোদ ঠাকুর ঝি। স্বপ্ন যে অমূলক তা আমি জানি কিন্তু তোমার ন্যায় সাধ্বী-সতীর স্বপ্ন যে সত্যে পরিণত হ'বে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

এমন সময় একজন দাসী আসিয়া হেমলতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মা ঠাকুরুণ! সরকার মশাই এই চিঠিখানি আপনার নিকট দিয়েছেন।" এই বলিয়া দাসী হেমলতার হস্তে পত্রখানি প্রদান করিয়া চলিয়া গেল। হেমলতা ধীরে ধীরে পত্রখানি উন্মোচন করিয়া পাঠ করিতে লাগিল পত্রে লেখা ছিল,

হেমলতা!

এতদিন আমি ভ্রমান্ধকার বশত অমূল্য স্বর্ণ ...টিকে পরি-

ত্যাগ করিয়া তুচ্ছ কাচখণ্ডের চাকচিক্যে মোহিত হইয়াছিলাম আমি আদরের হেমলতাকে অনাদরে দূরে নিক্ষেপ করিয়া নির্মলতায় মজিয়া ছিলাম। এক্ষণে তাহার বিষে জর্জ্জরিত হইয়াছি এক মহাপুরুষের কৃপায় আমার সে মোহ ভাঙ্গিয়াছে আমার চিত্তের চাঞ্চল্য দূর হইয়াছে। প্রিয়ে। ইচ্ছা হয় মুহূর্ত্তের জন্য হেমলতার সুশীতল তলে বসিয়া এ তাপিত প্রাণ শীতল করি, তাহার মৃদুমন্দ হিল্লোলে এ বিষের জ্বালা জুড়াই প্রাণেশ্বরি তোমায় বড়ই কষ্ট দিয়াছি, আমায় ক্ষমা কর তোমার এ অজ্ঞান-নিষ্ঠুর স্বামীর নির্য্যাতনের কথা ভুলে যাও এখন আমি চিত্তের সংযম-সাধন মানসে কিছুদিনের জন্য তীর্থ পরিভ্রমণ করিতে চলিলাম। হেমলতা। তোমার ন্যায় দেবী যা'র মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা মঙ্গলময়ের নিকট মঙ্গল কামনা করে, সে পাপী হ'লেও বুঝি তাহাকে সম্যকরূপে নরক যন্ত্রণা উপভোগ করিতে হয় না।

যখন তুমি এই পত্র পাইবে, তখন আমি বোধ হয় বৈদ্য-নাথ গিয়া পৌঁছিব। আমার জন্য কোন চিন্তা করিও না আমি কিছুদিন পরে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তোমার সকল কষ্টের অবসান করিব এখন বুঝিয়াছি, সমাজ আমাকে স্থান না দিতে পারে, সংসার আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারে, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজন আমার প্রতি দৃকপাত করিতে নাও পারে, কিন্তু

তুমি আমার সহধর্ম্মিণী, কখনই আমাকে পরিত্যাগ করিতে পার না। আমি জানিতে পারিয়াছি তুমি আমার ইতি :—

তোমার হতভাগ্য স্বামী

বরদাপ্রসাদ

হেমলতা পত্রখানি পাঠ করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইল আজ ঐ পত্রখানি হেমলতাকে স্বর্গ সুখ প্রদান করিতেছে পত্রের ছত্রে ছত্রে যেন কমনীয়তা মধুরতা—পবিত্রতা বিরাজ করিতেছে স্বামি সুখ-অমৃত পিপাসু হেমলতার অক্ষি যুগল হইতে অবিরত আনন্দাশ্রু বিনির্গত হইতেছে। আজ হেমলতার বিষাদভরা মুখখানি প্রফুল্ল পদ্মের মত কেমন সুন্দর দেখাইতেছে

বিমলা তামাসা করিয়া কহিল,—ঠাকুর ঝি এ যে মেঘ না চাইতে জল দেখছি ভাই মুখের কথা বলতে না বলতে তোমার স্বপ্ন যে সত্যে পরিণত হ'ল। এখন ঐ মলিন বসন পরিত্যাগ করে শুভ্রবসন পরিধান কর সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কারের বাহার লাগাও নতুবা তোমার সেই রূপ মুগ্ধ স্বামী তোমার ঐ মলিন বেশভূষা দেখলে কিছুতেই তোমার নিকট যেতে ইচ্ছা করবে না।

হেমলতা ঈষৎ কুণ্ঠিত হইয়া বলিল,—তিনি যেমন ভাবে রেখেছেন, সেই অবস্থায় আছি তিনি যে দিন এসে

বেশভূষা পরতে বলবেন, সেই দিন পরব। নইলে এই অবস্থায় থাকব।

বিমলা মনে মনে ভাবিল "বৃথা তোমায় বেশভূষা পরতে বলা। তুমি যে অমর বাঞ্ছিত ত্রিদিব রতন-সতীত্ব ভূষণে বিভূষিত হ'য়েছ, তার কাছে স্বর্ণ ভূষণ তুচ্ছ ও অতি অকিঞ্চিৎকর।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সোনাগাছির এক ত্রিতল বাটীর প্রকোষ্ঠ মধ্যে মালতী স্থিরভাবে নতমুখে বসিয়া আছে তাহার সোণার অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হইতেছে। অমন স্বর্ণ খচিত বহুমূল্য বসন ধূলায় গড়া গড়ি যাইতেছে, সে দিকে তাহার ভ্রুক্ষেপ নাই যে ধন থাকিলে তাহার ইহকালে সুখ ও পরকালে স্বর্গলাভ হইত যে ধন রমণী বুক দিয়ে—প্রাণ দিয়ে রক্ষা করে সে যে সেই অমূল্য সতীত্ব ধন হেলায় হারাইয়াছে সে যে পথ ছাড়িয়া বিষম বিপথে আসিয় পড়িয়াছে সে যে কূল ছাড়িয়া অকূলে ভাসিয়াছে সে যে হাসিতে হাসিতে অবোধ শিশুর মত বিষ মিশ্রিত সন্দেশ ভক্ষণ করিয়াছে তাহার ত আর উপায় নাই, বিষের ক্রিয়া অনিবার্য্য তাহার চারিদিকে জ্বালা, যন্ত্রণা, অশান্তি উৎপীড়ন ভীষণা রাক্ষসীর ন্যায় করাল বদন ব্যাদন করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে।

বরদাপ্রসাদ ও নিশিকান্ত চলিয়া যাইবার পর হইতে মালতী কেমন একপ্রকার হইয়া গিয়াছে সেই হইতে তাহার অন্তর সর্ব্বদা হু হু করিয়া জ্বলিতেছে স্বামীর মুখ দর্শন হইবামাত্র

তাহার সকল পূর্ব্ব সুখ স্মৃতি স্মরণ পথে পতিত হওয়ায় তাহাকে অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। মালতীর আরও যন্ত্রণার কারণ তাহার স্বামী, তাহারই জন্য গৃহত্যাগী—সন্ন্যাসী-উদাসী।

এমন সময় দাসী ফুলমণি আসিয়া বলিল "একজন বাবু আপনার সহিত দেখা করবার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনার আদেশ হ'লে তাঁকে ভিতরে আনতে পারি।"

মালতী বিরক্ত হইয়া বলিল, তুই গিয়ে বল্ যে, আমার সঙ্গে আর কারও দেখা হবে না। তুই তাকে বিদায় করে দিয়ে গেট বন্ধ করে দিগে যা।

ফুলমণি বলিল,—তিনি একজন জমিদার হবেন মটর গাড়ীতে এসেছেন আজ কিন্তু বিস্তর টাকা উপায় হ'ত। আপনি -

মালতী বাধা দিয়া বলিল, "তুমি টাকার কথা ব'লছ, টাকায় আমার কি হ'বে? নরকাগ্নির ভীষণ যন্ত্রণা হ'তে কি টাকা আমায় পরিত্রাণ করতে পারবে? আমি আমোদ ক'রব কি? এদিকে যে আমার অন্তর পুড়ে ছাই হচ্ছে। ও—হো—কি যন্ত্রণা ফুলমণি কি যন্ত্রণা। তুমি শুনেছ কি ফুলমণি রাণা ভীমসিংহের পত্নী সতী পদ্মিনীর কাহিনী কি শুনেছ? দিল্লীর বাদসা আলাউদ্দিন তার অপরূপ রূপের কথা শুনে তাকে বেগম করবার জন্য অগণিত নরশোণিতে ধরা প্লাবিত করেছিল, চিতোর নগর শ্মশানে পরিণত করেছিল, তথাপি সেই সতী-

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শিরোমণি পদ্মিনীর কেশাগ্রমাত্র স্পর্শ করতে পারে নি তিনি তুচ্ছ ধন রত্নের লোভ পরিত্যাগ করে জীবনের মায়া মমতা বিসর্জ্জন দিয়ে সতীত্ব রক্ষার নিমিত্ত জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। ফুলমণি! দেখ দেখি তিনি কেমন সতী তিনিও ত আমাদের মত রমণী, কিন্তু তাঁতে ও আমায় কত প্রভেদ বল দেখি ? তিনি স্বর্গের দেবী, আমি নরকের রাক্ষসী ; তিনি পবিত্র সুধা আর আমি কালকূট রূপ যৌবন-ধন অর্থ কয় দিনের জন্য ? এইত আমার জীবন নদীতে ভাঁটা পড়তে আরম্ভ হয়েছে ফুলমণি। আমার হৃদয়মধ্যে এককালে শতসহস্র বৃশ্চিক দংশন করছে অবিরত পাপ কার্য্যে রত থাকায় মন-প্রাণ অসাড় হয়েছে স্বামী যে কি পরম পদার্থ তুমিও জান না, আমিও জানতাম না দরিদ্র পতির চরণ সেবাও যে মহারাজের জঘন্য প্রবৃত্তি নিবৃত্তির উপকরণ হওয়া অপেক্ষা শ্রেয়, তা এতদিনে আমি বেশ বুঝেছি। রমণীর সর্ব্বস্ব ধন সতীত্ব রত্নকে বক্ষে ধারণ করে ভিক্ষান্নে জীবন যাপন যে কত সুখের তা আর কি বলব আজীবন স্বামি দেবতার চরণে মতি রেখে মরতে পারলে রমণী কত আদরের, কত গৌরবের, কত সুখৈশ্বর্য্যের বিষয় বল দেখি সে মরণে সুখ আছে, শোক নাই, শান্তি আছে, শ্রান্তি নাই। আমার গতি কি হবে ?" বলিয়া নতজানু হইয়া হাত জোড় করিয়া ঊর্দ্ধ দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল "হে অগতির গতি, অনাথের নাথ যেন

স্বামীর চরণ তলে মাথা রেখে মরতে পারি যেন তাঁর সেই ঢল ঢল মধুর নিটোল সুধাময় মুখখানি দেখতে দেখতে এ পাপ জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয় হে পাতকী-তারণ অনাথশরণ! দয়াময় আমি কিছুই চাই না—রাজ্য চাইনা—ঐশ্বর্য্য চাই না চাই কেবল স্বামীর চরণ। যে চরণের তলে মরলে চরমে আমার নিরয়ের নিরন্তর যন্ত্রণার লাঘব হবে আমি চাই সেই বাঞ্ছিত রাতুল চরণ যুগল।

ফুলমণি প্রত্যাগমন করিলে মালতী কহিল "ফুলমণি! আর আমি অধিকদিন এখানে থাকব না তোমার জন্য কিছু রেখে আর যাবতীয় ধন-সম্পত্তি একটা অনাথ আশ্রমে দান ক'রব আমি শুনেছি আমার স্বামী সেই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা আমার গৃহের সব সাজসরঞ্জাম দীনহীন ভিক্ষুককে বিতরণ করে যাব।

ফুলমণি ছল ছল নেত্রে বলিল তবে মা আমিও তোমার সঙ্গে যাব। আমারও আর এ পাপ স্থানে থাকতে ইচ্ছা নেই।

মালতী বলিল,—তা হয় না, তবে তুমি কাশী যাও, সেখানে গিয়ে স্বামি পদ চিন্তা করগে, পরকালে ভাল হবে

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

দুঃখ সকল মানবকে ভোগ করিতে হয়। রাজা রাজ্য লাভের চিন্তায় চিন্তিত দীনহীন ভিখারী জঠরের জ্বালায় নিপীড়িত। সতী পতি বিরহে ধূল্যবলুণ্ঠিত জননী সন্তানের পীড়ায় মর্ম্মাহত বন্ধ্যা পুত্র লাভের নিমিত্ত লালায়িত বহু পুত্রবতী আবার সন্তানের আহার প্রদানে অক্ষমতা হেতু দুঃখিত এইরূপ সংসারের যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, দেখিবে নিরন্তর সুখ ও দুঃখ পাশা পাশি বিরাজ করিতেছে দুঃখ না থাকিলে কি সুখের এত আদর হইত? মেঘ না থাকিলে কি সৌদামিনীর শোভা এত সুন্দর হইত? কান্না না থাকিলে কি হাসির এত কদর হইত? অন্ধকার না থাকিলে কি আলোকের আদর হইত

আমাদের নগেন্দ্রনাথের হৃদয়ে দুইটী চিন্তা স্রোত নিয়ত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে একটী তাঁহার পুত্রহীনতা অপরটী তাঁহার ভগিনীর দুঃখ। যেমন কুসুমের শোভা সৌরভ, মনুষ্যের শোভা গৌরব, যৌবনের শোভা লাবণ্য, হৃদয়ের শোভা

ক রুণ্য, রমণীর শো ভা সতীত্ব, জ্ঞানীর শোভা গ ভীরত্ব, তদ্রূপ গৃহের শোভা পুত্র এমন লক্ষ্মী স্বরূপিণী বিমলার বিমল কোলে যদি একটী পুত্র রত্ন শোভা না পাইত, তাহা' হইলে সংসার যে. অবশ্য এমং দেব হৃদয় নগেন্দ্রনাথের সুবিশাল বক্ষে একটী পুত্রধন স্থান না পাইল, তবে কিসের জন্য এ ত ছুট ছুটি উর্ব্বর ক্ষেত্রের লতা যদি ফল ফুলে সুশোভিত না হইল, তাহা হইলে তার সৌন্দর্য্যই বা রহিল কি ?

অদ্য বিমলা হেমলতার নিকট হইতে সন্তোষপুরে আসিয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত নগেন্দ্রনাথের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই।

গৃহ মধ্যে নগেন্দ্রনাথ চিয়ারের উপর উপবিষ্ট হইয়া পদদ্বয় সম্মুখস্থ টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া অদ্ধ শায়িতাবস্থায় সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল সে দেখিল এক স্থানে লেখা আছে "বারাঙ্গণার জঘন্য পরিবর্ত্তন ' নগেন্দ্র সেই সংবাদটী আদ্যোপান্ত মনে যোগ সহ পাঠ করিয়া সবিশেষ অবগত হইল

এমং সময়ে পূর্ণবয়স্কা অদ্ধ অবগুণ্ঠনবতী লাবণ্যময়ী এক রমণী সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পশ্চাদ্দিক হইতে স্বীয় সুকোমল কর দ্বারা নগেন্দ্রনাথের অক্ষিযুগল আবৃত করিয়া দণ্ডায়মান রহিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

কি জানি কেন নগেন্দ্রনাথের হস্ত হইতে সংবাদপত্রখানি পড়িয়া গেল সহসা প্রেমাবর্ত্তে হৃদয়ার্ণব আলোড়িত হইয়া উঠিল নগেন্দ্রনাথ সস্নেহে কহিলেন "ছেড়ে দাও বিমলা. যাহার সুখ শান্তি প্রদায়িনী প্রেমময়ী-ছবি নিরন্তর মনোমুকুরে দর্শন করছি, তাকে কি চিনতে অধিক বিলম্ব লাগে? যার কুসুম কোমল অঙ্গের সমীরণ সংস্পর্শে উত্তপ্ত প্রাণ তৃপ্ত হয়, তাকে কি চিনতে অধিক বিলম্ব লাগে? যার মন প্রাণ উদ্ঘাটনকারী মনোমোহিনী মূর্ত্তি মানস মন্দিরে সংস্থাপিত করে অপ্রতিহত প্রভাবে নিরন্তর প্রেম-পুষ্প দিয়ে পূজা করছি, সেই আমার আনন্দময়ী প্রতিমাকে কি চিনতে অধিক বিলম্ব লাগে?" এই বলিয়া নগেন্দ্রনাথ ফুটন্ত নলিনীর হাত দুখানি টানিয়া লইয়া স্বীয় বক্ষে ধারণ করিল। এইবার বিমলা ব্রততী নগেন্দ্র তরুবরকে বেষ্টন করিয়া কহিল, "কৈ তুমি ত বলতে পারলে না আমি কে? আজ কাকে কি বলছ? সামান্য এক অজানা রমণীর উপর এত বিশেষণ প্রয়োগ কি ভাল দেখায়? তুমি গুরু, আমি শিষ্যা, তুমি প্রভু, আমি ভৃত্যা, তুমি সহকার আমি তদাশ্রিতা লতিকা; তুমি পতি, আমি তোমার পরিচারিকা—শ্রীচরণ সেবিকা দাসী বিমলা। সে যা'ক আজ আমি তোমাকে একটী সুসংবাদ দিতে এসেছি। এখন বল দাসীকে কি পুরস্কার দেবে?

নগেন্দ্রনাথ কহিল "কার্য্যের পূর্ব্বেই ফল' চাও নাকি?

বিমলা। ফলদাতার যা' অভিরুচি হয়

"তবে তোমাকে পূর্ব্বেই পুরস্কার প্রদান করি।" এই নগেন্দ্রনাথ সেই সুরসুন্দরীর সুচারু গণ্ডোপরে একটী চুম্বন করিল এবং কহিল "কেমন তোমার আশানুরূপ পুরস্কার লাভ হয়েছে কি?

"দয়াশীল দাতা কি কখনও কিংকণ্ঠা ভিখারিণীর মনোমত বস্তু নির্ণয় করতে অসমর্থ হয়? এ আমার আশার অধিক—কল্পনার অতীত। এই বহুমূল্য পদার্থের মূল্য নিরূপণ করতে আমি অক্ষম অতএব আমি প্রত্যর্পণ করছি—গ্রহণ করুন" বলিয়া বিমলা প্রতিদান করিল এইরূপ সম্ভাষণের পর বিমলা বস্ত্রাঞ্চল হইতে বরদাপ্রসাদের সেই পত্রখানি বাহির করিয়া স্বামীর হস্তে প্রদান করিল

নগেন্দ্রনাথ পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া কহিল, "তোমার পূর্ব্বেই আমি এ সংবাদ জানতে পেরেছি"

বিমলা। তোমার ভগ্নীর মত স্বপ্ন নাকি?

নগেন্দ্র আমার ভগ্নীর মত, এ কথার মানে কি? হেমলতা কি স্বামীর পত্র পাবার পূর্ব্বে স্বপ্নে এ সম্বন্ধে কিছু জানতে পেরেছিল?

বিমলা তোমার কি বিশ্বাস হয় না?

নগেন্দ্র স্বপ্ন যে সর্ব্বত্র নিষ্ফল হয়, এমন নয় স্বপ্ন

অনেকস্থলে সত্য হতে শুনেছি। মনোধর্ম্ম মন সবই অবগত হতে পারে। মন সর্ব্বদাই চিন্তা করছে, স্বপ্ন চিন্তার ফল স্বরূপ মানব জাগ্রতাবস্থায় যে বিষয়ে নিয়ত চিন্তা করে, সুপ্তাবস্থায় সে সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হতে পারে ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়

বিমলা এ সম্বন্ধে তুমি কি শুনেছিলে?

নগেন্দ্র শুনিনি, এইমাত্র আমি সংবাদ পত্রে পাঠ করেছি। বরদাপ্রসাদ যে বারাঙ্গনার প্রতি আসক্ত ছিল, তার নাম মালতী সেই মালতী গত সোমবার কলিকাতা পরিত্যাগ করে গিয়েছে। পাপের প্রতি তার ঘৃণা হওয়ায়, বেশ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসিনী সেজে স্বামি সন্নিধানে গমন করেছে। তাহার যাবতীয় ধন সম্পত্তি তাহার স্বামীর প্রতিষ্ঠিত এক অনাথ আশ্রমে দান করেছে

বিমলা আচ্ছা! বেশ্যাদের কি পাপপথে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে সদসৎ জ্ঞান থাকে না। তাদের পরিণামের বিষয় কি, তা একবার কল্পনার চক্ষেও দেখে না?

নগেন্দ্র। পাপকার্য্যের পূর্ব্বে পাপীর জ্ঞান থাকে বৈ কি। কিন্তু সে জ্ঞান তখন অনর্থক হয় পাপের এমনই মোহ যে জেনে শুনে নরনারী অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে লোভের এমনই প্রলোভন আগুনে হস্ত দিয়ে পোড়া

হস্তের জ্বালায় ত্রাহি ত্রাহি রবে চীৎকার করে দিগ্মণ্ডল প্রকম্পিত করতে থাকে। তখন তার প্রকৃত চৈতন্য হয়। কিন্তু আবার অনেক লোক আছে, যারা জ্বাল না জুড়াতে জুড়াতে ক্ষত না শুকাতে শুকাতে পূর্ববৎ আগুনে ঝাঁপ দিয়ে থাকে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

দিন যায় থাকে না, সুখে হ'ক, দুঃখে হ'ক হাসিতে হ'ক কান্নাতে হ'ক, দিন যায় থাকে না, মিলনে হ'ক, বিরহে হ'ক, ভোগে হ'ক, রোগে হ'ক, দিন যায় থাকে না, বসন্তে হ'ক আর বর্ষাতে হ'ক, শীতে হ'ক আর গ্রীষ্মে হ'ক দিন যায় থাকে না।

দিন দিন করিয়া এক মাস গত হইয়াছে ক্রমে ক্রমে কালাচাঁদ এখন সুস্থ ও সবল হইয়াছে সেই অনাথ আশ্রমে সাধু সন্নিধানে থাকিয়া তাহার চিত্ত প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে ঊষার আগমনে রজনীর অন্ধকার যেমন বিদূরিত হয়, তদ্রূপ জ্ঞান আলোক কালাচাঁদের অজ্ঞান অন্ধকার দূরীভূত করিতে লাগিল।

অদ্য কালাচাঁদ অনাথ আশ্রম হইতে বিদায় লইয়া রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সে ভাবিতেছে এখন কোন দিকে যাই, এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন স্থানে গিয়ে আশ্রয় লই। যাই না কেন জননী জন্মভূমি পানে—বর্দ্ধমানে না–না সেখানে আমার একটা জিনিষ আছে আছে? সে কি আমার এই দুঃসময়ে বেঁচে আছে? হয় ত– না—না সে আমার তেমন

[illegible]। সে আমার কুসুম হ'তে কোমল তাহার [illegible] হ'তে কঠিন। তাহাকে ভুলে ত আমার এই দুর্দশা। না, না আমি ত এ পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রত করতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু স্মৃতির এমন ধর্ম যে, আমি যত তাকে দূরে নিক্ষেপ করতে যাই, সে তত আমার নিকট এসে আমায় চেপে ধরে। ওহো আমা বিহনে না জানি তা'র কতই ক্লেশ ভোগ করতে হচ্ছে। হয় ত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ভিক্ষান্নে জীবন যাপন করছে—নতুবা কোন গৃহস্থের গৃহে দাসী-বৃত্তি করে দিন কাটাচ্ছে। না—না সে ত পারবে না—সেত দাসীবৃত্তি করতে পারবে না। সে যে একদিন কত দাস দাসীর উপর কর্ত্তৃত্ব করেছিল। পারবে, কেন পারবে না? রাজা যদি রাজ্য হারিয়ে ভিক্ষান্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারে; জমিদার হয়ে আমি যদি অনশনে অর্দ্ধাশনে অনাথ আশ্রমে প্রতিপালিত হ'তে পারি, আর সে দাসীবৃত্তি করতে পারবে না? পারিবে—অবশ্য পারবে—করবে কি? অভাবে স্বভাব নষ্ট।

এইরূপে কালাচাঁদ বিলাপ করিতে করিতে জন্মভূমি বর্দ্ধমানের দিকে চলিল। যথা সময়ে সে বর্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হইল। কালাচাঁদ তাহাদের বাটীর সেই শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। হায় যে বাটী এক দিন লোকজন পরিপূর্ণ ছিল—যে বাটী একদিন মাতার তিরস্কারে পুত্রের ক্রন্দনে—পিতার শাসনে দীনদুঃখীর আর্ত্তনাদে সদাই

মুখরিত ছিল, যে বাটীতে দোল দুর্গোৎসবাদি বারমাসে তের পার্ব্বণ হইত, যে বাটী একদিন সুরপুরির ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল ; সেই শোভাময়ী সমৃদ্ধিপূর্ণ ভবন এখন ইষ্টক স্তূপাকারে পরিণত হইয়াছে—সেই জনমানব সমাকুল সুবিস্তৃত সুরম্য প্রাসাদ এখন শৃগাল কুকুরের বিহার ভূমি—শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, সেই বাসবের বিলাস-ভবন নন্দন কানন এখন মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে কালাচাঁদ সে দৃশ্য দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল আজ সে তাহার সেই স্নেহশীল পিতার স্থির, ধীর, শান্তিময় মূর্ত্তি ও স্নেহশীলা জননীর অতুল স্নেহ মনে করিয়া সরোদনে বলিতে লাগিল,—"পিতঃ, আমি আপনার অকৃতজ্ঞ অধম সন্তান আমি বংশের কুলাঙ্গার নরাধম সপ্তপুরুষ পরম্পরায় যে বংশের মান, মর্য্যাদা, খ্যাতি, প্রতিপত্তি জনসাধারণের সমালোচনার বিষয়ীভূত ছিল, আজ আমি সেই গৌরবান্বিত বংশের কি দুর্দ্দশাই করেছি স্বহস্তে আমি সেই সোণার সংসারে—সেই ত্রিদিব আলয়ে অগ্নি প্রজ্জলিত করেছিলাম, আমার সেই অবিমৃষ্যকারিতায় এখন সকলই ভস্মস্তূপাকারে পরিণত হয়েছে। অমরাবতী আজ প্রেত পিশাচের তাণ্ডবলীলার আবাসস্থল হয়েছে জননি, কেন তুমি এ হতভাগ্যকে গর্ভে ধারণ করেছিলে ? যদি গর্ভে ধারণ করেছিলে—তবে লালন পালন কেন করলে মা ! সূতিকাগৃহে এ কুলাঙ্গরের জীবলীলার অবসান কেন কর নাই জননি।

পূর্ব্বস্মৃতি মানসপটে উদিত হইয়া তাহাকে যারপর নাই ব্যথিত করিতে লাগিল।

তোমরা কি দেখিতেছ ঐ শূন্য থেকে ঐ নীলাকাশের কোল থেকে—ওই জ্যোতির্ম্ময়ধাম থেকে এ পিশাচের পৈশাচিক অভিনয় কি দেখছ? এইরূপ কতই ক্রন্দন—কতই বিলাপ করিয়া কালাচাঁদ জন্মভূমির উদ্দেশে প্রণাম করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। কিছুদূর গিয়া তাহার সহিত এক ভূতপূর্ব্ব ভৃত্যের সাক্ষাৎ হইল। "দাদা ঠাকুর প্রণাম হই" বলিয়া সে ব্যক্তি তাহার চরণধূলি মস্তকে ধারণ করিল।

কালাচাঁদ কহিল,—"রামচরণ বলতে পারিস্ তোর দিদি ঠাকরুণ কোথায় কি ভাবে আছেন?"

রামচরণ কহিল "তিনি ত এখানে নাই আজ দুই বৎসর হবে তিনি এ দেশ পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছেন।"

কালাচাঁদ ভাবিতে লাগিল,—আঁা—সে এদেশে নাই। তবে কি আমার আশা নিরাশাতে পরিণত হইবে। তবে কি আমার সংকল্প লতিকা পুষ্পপল্লবে সুশোভিতা হইবার পুর্ব্বেই মূলোৎপাটিত হইল। তবে কি আমার আশা ভরসা, সুখ শান্তি, বাসনা বিলাস সব এইখানে চিরদিনের মত বিলীন হইল। আর কি তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে না? একবার কি তার করে ধরে ক্ষমা ভিক্ষার অবসর পাইব না? দেখি অদৃষ্ট আমাকে কোনপথে পরিচালিত করে। দেখিব—তন্ন তন্ন করিয়া

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

দেখিব আমার হারানিধি কোন পর্ব্বত গুহায়, কোন শৈল-শিখরে, কোন কলনাদিনী তটিনীর অগাধ সলিলে, কোন নিভৃত নিকুঞ্জে বসিয়া একমনে আমার ধ্যানে নিমগ্ন আছে দেখিব মন প্রাণ ভরে একবার সেই মুখখানি দেখিব যদি সেই সরলতাময় মুখখানির একবার সন্ধান পাই, তবে সেই মধুমাখা মুখখানি বুকে করিয়া স্বদেশে ফিরিব, নতুবা মা জন্মভূমি! তোমার অকৃতজ্ঞ অধম সন্তান আজ হ'তে জন্মের মত বিদায় হয়।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

৭

চিন্তার ন্যায় শত্রু মানবের আর নাই। চিন্তাই মানবকে অশেষ প্রকার দুঃখ প্রদান করে। মুহূর্ত্ত মাত্র চিন্তায় মানবের মুখ মণ্ডল কালীমায় সমাচ্ছন্ন হয়, সুখ শান্তি বিদূরিত হয়, স্বাস্থ্য ভগ্ন হয় কুসুম প্রবিষ্ট কীট যেমন ধীরে ধীরে কুসুমকে অন্তঃসার শূন্য করে,—গৃহস্থিত মূষিক যেমন ক্রমে ক্রমে গৃহকে ধ্বংশ করিয়া দেয়,—মধু পূর্ণ-পাত্র প্রবিষ্ট পিপীলিকাকুল যেমন পাত্র শূন্য করে, সেইরূপ চিন্তা-মহাব্যাধি মানবকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দ্বারে উপনীত করে। চিতা নির্জ্জীব মনুষ্যকে দগ্ধ করে আর চিন্তা সজীব মনুষ্যকে দগ্ধ করে। সুতরাং চিতা অপেক্ষা চিন্তার শক্তি বলবতী

এই রূপ চিন্তায় আমাদের হেমলতার শরীর দুর্ব্বল হইতে লাগিল বরদাপ্রসাদের কোন সংবাদ বা সন্ধান পাওয়া যায় নাই। স্বামীর সেই পত্র পাইয়া হেমলতা কয়েক দিবস আশ্বস্থা ছিল বটে কিন্তু কয়দিন সতী, পতি বিরহে স্থির থাকিতে পারে? আশায় কতদিন বুক বাঁধিতে পারে? কুমুদিনী-নাথ বিনা

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

কুমুদিনী যেমন মলিনা হয়, সেইরূপ পতিবিরহে সতী দিন দিন বিষাদময়ী হইতে লাগিল আহারে তৃপ্তি নাই, শয়নে সুখ নাই, মুখে বাক্য নাই, নয়নে নিদ্রা নাই, আছে কেবল মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস। সেই দীর্ঘ নিশ্বাসে—সেই হা হুতাসে—সেই দুর্দমনীয় চিন্তায় তাহার হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইতে লাগিল।

ফাল্গুন মাস। বৃক্ষ রাজি নব কিশলয়ে সুসজ্জিত হইয়াছে পুষ্প পল্লব সুশোভিত লতা সমূহ তরুরাজিকে আলিঙ্গন করিয়া মৃদু-মন্দ বায়ু হিল্লোলে তালে তালে নৃত্য করিতেছে কুঞ্জে কুঞ্জে অলি গুন্ গুন্ রব করিতেছে কুসুমের সৌরভ লইয়া ধীর মলয়-বায়ু বিলাসিগণকে অধিকতর পুলকিত করিতেছে। এ সুখদ সময়ে সকলে সুখী। কিন্তু সুখ নাই বিরহিণীর প্রাণে। এমন সুখ শান্তি-প্রদায়িণী প্রকৃত রাণী হেমলতাকে সুখ প্রদান করিতে পারিতেছে না বরং সমধিক দুঃখ দিতেছে। অপরাহ্ন কালে হেমলতা বাতায়ন পথে উদাস মনে বসিয়া আছে এমন সময় বকুল গাছে বসিয়া সেই বসন্তের প্রিয়সখা পঞ্চমে গাহিল কুহু—কুহু—কুহু। সেই মন মজান কূজনে অভাগিনী চমকিত হইয়া উঠিল সেই কুহুধ্বনি হেমলতার হৃদয়ে প্রতিঘাত হইয়া প্রতিধ্বনি হইলো উহু—উহু—উহু হেমলতা আর স্থির থাকতে পারিল না। অন্যমনস্ক হইবার জন্য একখানি পুস্তক লইয়া পাঠ করিতে

বসিল কিন্তু তাহাতে মনো যোগ করিতে পারিল না। দুই এক পংক্তি পাঠ করিয়া সেখানি রাখিয়া অপর একখানি লইল, সে খানিও ভাল লাগিল না এইরূপে তিন চারি খানি পুস্তকের পর বিধুবাবুর 'লক্ষ্মী বউ' নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লইয়া পাঠ করিতে লাগিল এখানি যেন তাহার মনে ধরিল এ পুস্তক খানি যেন তাহার মনোমত উপকরণে রচিত। অল্প সময়ের মধ্যে হেমলতা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া ফেলিল। আবার যে তিমিরে, সেই তিমিরে সে ভাবিতে লাগিল, হায়! আমি এই সুরম্য প্রাসাদে দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় শয়ন—সুস্বাদু আহার্যো উদরপূর্ণ করিয়া সুখে কাল কাটাইতেছি, আর তিনি আমার সেই হৃদয় বল্লভ। অনশনে অদ্ধাশনে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন। হায় যখন তাঁহার পিপাসায় কণ্ঠ বিশুষ্ক হইবে, তখন কে তাঁহাকে পানীয় প্রদান করিয়া তাহার পিপাসা দূর করিবে যখন তিনি পথ চলিতে চলিতে পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া বৃক্ষতলে উপবেশন করিবেন, তখন কে তাঁহাকে সেই স্বেদ-সিক্ত শরীরে ব্যজন করিয়া তাঁহার পথ ক্লান্তি দূর করিবে যখন ভ্রমণ করিতে করিতে অরণ্যানীর মধ্যে তাঁহার পদতলে কণ্টক বিদ্ধ হইবে, রক্তস্রোত বহিবে, তখন কে ই বা তাঁহার পদতলগ্ন কণ্টক উন্মোচন করিবে—আর কে ই বা ক্ষতমুখে ঔষধ প্রদান করিবে। যখন তিনি সেই বন্ধুর পথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে চরণে ব্যথা পাইবেন, তখন কে ই বা তাঁহার পদ সেবা

করিয়া ব্যথার যাপন করিবে। নাথ! কেন দাসীকে সঙ্গে লইয়া গেলে না? আমি সঙ্গে থাকিলে, তোমার ত কোন কষ্ট হইত না। এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই সাধ্বী সতী নত জানু হইয়া হাত জোড় করিয়া নিমিলিত চক্ষে স্থির ভাবে বলিতে লাগিল,—মা দুর্গে! তোর অধম তনয়ার আশা ভরসার—সুখ শান্তির—ভোগ বিলাসের—আশ্রয় স্থল হৃদয়ের আরাধ্য-দেবতা আজ কোন শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যানীর মধ্যে একাকী বিচরণ করিতেছেন। দেখিস্ মা বিপদবারিণি! সেই বন্ধু বান্ধব বিহীন বন্ধুর পথে সকল বিপদ হইতে আমার সেই সংসারের সার সর্ব্বস্ব ধনকে রক্ষা করিস্ মা।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আশা নদীর পার নাই, এ নদী পার হইতে কেহ পারে নাই। কত বিচক্ষণ নাবিক ঐ অকূল আশা নদীর পারে যাইবার জন্য পাড়ি মারিয়াছে কিন্তু ইহ জীবনে কেহ সেই অনন্ত আশা বৈতরণীর পারে যাইতে পারে নাই। তথাপি মানব কুল আকুলিত প্রাণে সেই বারিধিবক্ষে সযত্নে স্মৃতি সাধের দেহ তরীকে ভাসাইতেছে, আশা—আশা নদীর পারে যাইবার—সেই আশা মরিচীকা নদী পার হইবার। তুমি বেশ চলিয়াছ—উৎসাহের সহিত বেশ চলিয়াছ—উৎসাহে তরী ভাসাইয়া আনন্দের সহিত তর্ তর্ বেগে তরঙ্গের পর তরঙ্গ অতিক্রম করিয়া বেশ সুখে চলিয়াছ,—যতই যাইতেছ, ততই তোমার বাসনা বলবতী হইতেছে, যতই অগ্রসর হইতেছ, ততই যেন আশা নদীর প্রসারতা বৃদ্ধি পাইতেছে যাইবে কোথায়? ও যে কূল কিনারাহীন—অনতিক্রম্য—অকূল—অনন্ত—অপার এইরূপে যাইতে যাইতে একদিন একটা উত্তাল-তরঙ্গে—একটা ঝঞ্ঝাবাতে—প্রকৃতির একটা ভ্রূভঙ্গিতে তোমার আশা নদী বক্ষে ভাসমান

বিংশ পরিচ্ছেদ

দেহ-তরী টলিতে টলিতে টুপ্ করিয়া অতল জলের তলে নিমজ্জিত হইবে প্রত্যেক নর নারী এই ভীষণা তরঙ্গ প্রবচনা আশা নদীর বক্ষে ভাসিতেছে। আশায় জগৎ চলিতেছে। আশা শূন্য হইলে, আর মানব এক মুহূর্ত্ত জীবিত থাকিতে পারে না

আজ পাঁচ মাস হইল, বিমলা গর্ভবতী হইয়াছে। নগেন্দ্র নাথের একটী আশা সফল হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে এখন আর একটী আশা তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সহোদরা ভগিনী হেমলতার দুঃখদূর করবার আশা তাহার বড়ই বলবতী হইয়াছে অদ্য বরদাপ্রসাদের অনুসন্ধানের জন্য নগেন্দ্রনাথ বিমলার নিকট বিদায় হইয়া বৈদ্যনাথ যাত্রা করিয়াছে

যখন নগেন্দ্রনাথ বৈদ্যনাথ পৌছিল, তখন রাত ৮টা হইয়াছে সে ভাবিতে লাগিল, এখন কোথায় যাই। এই অন্ধকারে অপরিচিত দেশের কোন স্থানে অন্ধকার নিশা যাপন করি এই ভাবিতে ভাবিতে এক আশ্রমের সন্ধানে চলিল। দৈবের এমনই প্রতিকূলতা—কালের এমনই কুটিলগতি—গ্রহের এমনই ফের—ঘটনার এমনই সংঘটন দেখিতে না দেখিতে সেই নির্জ্জন নৈশান্ধকারে নগেন্দ্রনাথ চারিজন দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল বিনাবাক্যব্যয়ে প্রথমেই একজন দস্যু নগেন্দ্রনাথের মস্তকে এক লাঠির আঘাত করিল সেই ভীম কায় পুরুষের ভীম আঘাতে নগেন্দ্রনাথ ধূলায় ঢলিয়া পড়িল। একবার "উহু মলেম"

বলিয়াই মূর্চ্ছিত হইল তাহার মস্তক ফাটিয়া দর দর ধারে রুধির ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইতি মধ্যে কোথা হইতে গুড়ুম্ গুড়ুম্ করিয়া পিস্তলের আওয়াজ হইল। দস্যুগণ ভয় চকিত চিত্তে শশব্যস্তে চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিল। তাহারা দেখিতে পাইল অনতিদূরে এক ব্যক্তি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার পিস্তলের আওয়াজ করিতে উদ্যত হইয়াছে সেই ভয়ানক দশা দেখিয়া তাহারা প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল

তখন সেই ব্যক্তি নগেন্দ্রনাথের নিকটস্থ হইয়া তাহার মুখ দেখিয়া চিনিতে পারিল অমনি সে নগেন্দ্রনাথকে ক্রোড়ে করিয়া স্থানীয় এক দাতব্য চিকিৎসালয়ে আনিয়া চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিল নগেন্দ্রনাথের শিয়র দেশে বসিয়া তালবৃন্ত লইয়া ব্যজন করিতে লাগিল চিকিৎসকের ঐকান্তিক চেষ্টায় অচিরেই তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল নগেন্দ্রনাথ দেখিতে পাইল তাহার শিয়র দেশে বসিয়া, সেই কালাচাঁদ তাহাকে বাতাস করিতেছে নগেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে ক্ষীণস্বরে কহিল, "কালাচাঁদ। এখন আমি কোথায়?

কালাচাঁদ কহিল, আপনি চিকিৎসালয়ে। গতরাত্রে আপনি চারিজন দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলেন"

নগেন্দ্র। হাঁ সমস্ত ঘটনা আমার স্মরণ হচ্ছে। ভাই কালাচাঁদ! তুমি আমার জীবন রক্ষক। তোমার এ

অযাচিত অপবিত্র যা এ জীবনে কখনও পরিশোধ করতে পারব না। আমি তোমার কাছে শপথ করে বলছি যদি আমার জীবন দিয়াও কখন তোমার একটু উপকার করতে পারি তাতে আমি পশ্চাৎপদ হব না।

কালাচাঁদ। অমন কথা বলবেন না দাদা, তিনিই আপনাকে বাঁচিয়েছেন, যিনি জগদ্‌বাসীকে বাঁচিয়া রেখেছেন।

নগেন্দ্র। কালাচাঁদ আমি জানতাম তুমি লম্পট, প্রতারক, কিন্তু আজ আমি তোমার মুখে কি শুনছি? আজ আবার তোমার মুখে ভগবানের নাম শুনছি—আজ আবার তোমাকে পরের জীবনের জন্য স্বীয় জীবন দিতে প্রস্তুত দেখছি। এসব কি আমি স্বপ্ন দেখছি না পূর্ব্বে আমি তোমার চরিত্র সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলাম না?

কালাচাঁদ। না দাদা আপনি পূর্ব্বে যা জানতেন, তা সত্য, আর এখন যাহা জান্‌ছেন তাহাও সত্য।

নগেন্দ্র। সবই সত্য! তবে কি তোমার এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হয়েছে?

কালাচাঁদ। হাঁ দাদা। তখন আমি এসব বুঝতাম না। বুঝতাম,—ঈশ্বর নাই, স্বর্গ-নরক কবির কল্পনা, পাপপুণ্য সব প্রলাপীর প্রলাপ, ধর্ম্মাধর্ম্ম সব কল্পনামাত্র। এখন বুঝছি ঈশ্বর আছেন, স্বর্গ-নরক ঠিক, পাপপুণ্য সত্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম সব যথার্থ। এখন বুঝছি, পাপী দুঃখী, পুণ্যাত্মা সুখী, ধর্ম্মের

জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়। জানিনা দাদা। আমি কোন পুণ্য বলে সেই দেশ থেকে—যে দেশের লোক কেবল কাঁদে, হাসিতে পারে না,—যে দেশে রোগ আছে, আরোগ্য নাই শোক আছে, সুখ নাই বিপদ আছে বন্ধু নাই, তিরস্কার আছে, সান্ত্বনা নাই সেই পাপপৃথ্বী হ'তে এ দেশে এসেছি এখন দেখছি, এ দেশ বেশ। এই দেশই একমাত্র বাসোপযোগী। এ দেশের সবাই হাসে কারু কেও কাঁদিতে হয় না, এখানে সবাই নিরোগী, রোগ ভোগ কেহ করে না, এদেশের সবাই সুখী, শোক কারে বলে জানে না, এদেশে বন্ধু আছে, শত্রু নাই; সান্ত্বনা আছে, ভৎর্সনা নাই

নগেন্দ্র। ইহাতে আমি অতীব আহ্লাদিত হয়েছি। আমাদের বাটীতে কি কোন সংবাদ দিয়াছ?

কালাচাঁদ। হ্যাঁ ক্ষণপূর্ব্বে সুরেশ দাদার নামে একখানি টেলিগ্রাফ করেছি

নগেন্দ্র। বাড়ীতে সংবাদ না দিলেই ভাল ছিল যাহা দিয়াছ, তখন আর তার কথা নাই।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

"সত্য বলছি সুখদা তোমার ন্যায় নগেন্দ্রনাথকে দুইদিন না দেখলে আমার মন বড়ই কাতর হয়। নগেন্দ্রনাথকে একাকী বিদেশে যেতে দিয়ে ভাল কাজ করি নি" এই বলিয়া সুরেশচন্দ্র থামিলেন

স্বামীর কথা শুনিয়া সুখদা ধীরে ধীরে কহিল "আমার বিবাহের পর যখন এই শান্তিময় স্বর্গ সদৃশ গৃহে আগমন করি তখন প্রথম প্রথম নগেনকে দেখে মনে করতাম, নগেন বুঝি তোমার ভাই। তোমার বিবাহে নগেনের হাসি, নগেনের আমোদ—উৎসাহ দেখে মনে করেছিলাম নগেন বুঝি তোমার সহোদর। কিন্তু এখন দেখছি নগেন তোমার কে? ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ আছে—স্বার্থ-পরতা আছে। অর্থের আশে—বিষয়ের লোভে সহোদর ভ্রাতাকে বঞ্চনা করতে এমন কি গুপ্তভাবে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় না। আমি দেখেছি অনেক ব্যক্তি তোমাদের বন্ধুত্বে ঈর্ষ্যা প্রকাশ করে. সংসারের লোক বুঝি পরের সুখ দেখতে পারে না বলতে লজ্জা করে,

এমন কি সময় সময় নগেনের উপর বড় রাগ হয়। রমণী নিজের সত্তা অধিক বুঝে। প্রত্যেক রমণী স্বামীর ভালবাসা একলা পেতে ইচ্ছা করে। স্ত্রীর একান্ত ইচ্ছা স্বামী যেন তার চিন্তা ব্যতীত অন্য কারও চিন্তা হৃদয়ে তিলার্দ্ধও না দেয়। রমণী অকাতরে সব দিতে পারে কিন্তু স্বামীর ভালবাসার ভাগ কাকেও দিতে পারে না। অজ্ঞানা রমণী আমি বুঝতে পারি না নগেন আমাদের কে? এ সংসারে যদি কেহ আমাদের প্রকৃত হিতৈষী থাকে, তবে সে নগেন, এসংসারে যদি কেহ আমাদের যথার্থ বন্ধু থাকে, তবে সে নগেন, এ সংসারে আমাদের বিপদে ভগবানের নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করতে যদি কেহ থাকে, তবে সে নগেন।

এমন সময় শৈলবালা আসিয়া কহিল "দাদা! বাহিরে কে আপনাকে ডাকছে"

সুরেশচন্দ্র বাহিরে গিয়া দেখিলেন পিয়ন দাঁড়াইয়া আছে।

"আপনার নামে একখানি টেলিগ্রাম আছে" এই বলিয়া ডাকপিয়ন তাহার হস্তে টেলিগ্রাম খানি দিয়া চলিয়া গেল।

সুরেশচন্দ্র টেলিগ্রাম উন্মোচন করিয়া পাঠ করিতে করিতে সুখদার নিকট আসিয়া কাতর কণ্ঠে কহিল "সুখদা! সর্ব্বনাশ হয়েছে, নগেন্দ্রনাথ হাঁসপাতালে, আমায় শীঘ্র যেতে লিখছে। আর বিলম্ব করা উচিত নয়, তুমি সত্বর বাক্স

হ'তে টাকা বার করে দাও আমি এই মুহূর্ত্তে একবার নগেন্দ্রনাথদের বাটীতে সংবাদ দিয়াই বৈদ্যনাথ যাত্রা করব আমার জন্য কোন চিন্তা কর না" এই বলিয়া সুরেশচন্দ্র টাকা লইয়া নগেন্দ্রনাথদের বাটী আসিয়া উপস্থিত হইল

এই বিপদের কথা সুরেশচন্দ্র নগেন্দ্রনাথের বাটীতে প্রদান করিলে, ছিন্নমূল লতার ন্যায় ভূলুণ্ঠিত হইয়া বিমলা ক্রন্দন করিতে লাগিল পুত্রের বিপদের কথা শুনিয়া কাত্যায়নী অস্থির হইয়া উঠিলেন দাদার বিপদে খগেন্দ্রনাথ ক্ষণকাল হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া রহিল। পাড়াপ্রতিবেশিগণ নগেন্দ্রনাথের জন্য ক্রন্দন করিতে লাগিল। সকলে কায়মনে নগেন্দ্রনাথের মঙ্গলের নিমিত্ত দেবদেবীর নিকট শুভ কামনা করিতে লাগিল ধন্য নগেন্দ্রনাথ. আর সেই ধন্য, যার ক্রন্দনে পাঁচজন কাঁদে, যার হাসিতে পাঁচজন হাসে, যার সুখেতে পাঁচজন সুখী হয়

নগেন্দ্রনাথ! আজ যদি তুমি সন্তোষপুরে থাকিতে তা' হইলে দেখিতে, তুমি শুধু জমিদার নও, প্রজাদের প্রাণ তোমার একটি প্রাণের জন্য আজ কতশত প্রাণ কাতরে সেই করুণাময়ের নিকট করুণা কামনা করিতেছে

সুরেশচন্দ্র বন্ধুর উদ্দেশ্যে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল খগেন্দ্র, বিমলা ও কাত্যায়নী সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে যাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল সুরেশচন্দ্র অনেক প্রকারে

তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বিদেশ গমন হইতে নিবৃত্ত করিল। 'আবশ্যক হ'লে যাবার জন্য সত্বর সংবাদ দিব। যোগেন্দ্রনাথ আপনাদিগকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।' এই বলিয়া সুরেশচন্দ্র কাত্যায়নীর পদধূলি লইয়া বৈদ্যনাথ যাত্রা করিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সুরেশচন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে বৈদ্যনাথ আসিয়া পৌঁছিল। ষ্টেশন হইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই বরদাপ্রসাদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। সে বাড়ীতে আসিতেছিল। বরদাপ্রসাদ সুরেশচন্দ্রকে দেখিবামাত্র নমস্কার করিয়া সানন্দচিত্তে কুশল প্রশ্ন করিল। সুরেশচন্দ্র নগেন্দ্রনাথের বিপদের কথা বলিল। তাহার নিকট নগেন্দ্রনাথের বিপদের কথা শ্রবণ করিয়া বরদাপ্রসাদ বড়ই দুঃখিত হইল এবং স্বীয় অদৃষ্টকে বার বার ধিক্কার দিতে লাগিল। বরদাপ্রসাদ করুণস্বরে কহিতে লাগিল "এই হতভাগ্যের জন্যই তাঁর এই বিপদ। সত্বর আমরা তাঁর নিকট যাই আসুন। এই হতভাগার জন্য না জানি তাঁকে কতই কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। আমার জন্য দাদা আজ নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছেন।

এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে বরদাপ্রসাদ সুরেশচন্দ্রের সহিত দাতব্য চিকিৎসালয়ে আসিয়া নগেন্দ্রনাথের নিকট গমন করিল এবং দেখিতে পাইল একব্যক্তির উক্ত

দেশে মস্তক স্থাপন করিয়া নগেন্দ্রনাথ নিদ্রা যাইতেছে। কে ঐ ব্যক্তি? কে এমন সুহৃদ? এ যে তাহাদের পরিচিত কালাচাঁদ। বরদাপ্রসাদ কালাচাঁদকে দেখিবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে কহিল,—"কালাচাঁদ! কালাচাঁদ! ব্যাপার কি সত্বর প্রকাশ করে বল। দাদা আমার কেমন আছেন?

বরদাপ্রসাদের উচ্চকণ্ঠস্বরে নগেন্দ্রনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। সে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিল, বরদাপ্রসাদ ও সুরেশচন্দ্র দাঁড়াইয়া আছে। বহুদিবস পরে বরদাপ্রসাদের সাক্ষাৎ পাইয়া নগেন্দ্রনাথ আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। বরদাপ্রসাদকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত উঠিতে চেষ্টা করিল কিন্তু দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত পারিল না। তাহারা দুইজনে তাহার নিকট উপবেশন করিলে নগেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে কহিল "সুরেশদাদা! এই কালাচাঁদই আমার জীবন রক্ষক। আমি যখন নির্জ্জন নৈশান্ধকারে দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হই, তখন এই কালাচাঁদ আমার বিপন্নজীবন উদ্ধার করে মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করেছে। কালাচাঁদের এই উপকারের কথা আমি জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও ভুলতে পারব না।

বরদাপ্রসাদ নগেন্দ্রনাথকে সম্বোধন করিয়া কহিল "দাদা আমারই জন্য আপনার এই অবস্থা, আজ আপনাকে সামান্য দীনহীনের মত দাতব্য চিকিৎসালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে হল। আমারই জন্য আপনাকে শত সুখ শান্তি-বিবর্জ্জিত সুরম্য

নিকেতন মাতার স্নেহ মমতা, পত্নীর অনন্ত প্রেম, ভ্রাতার ভক্তি শ্রদ্ধা পরিত্যাগ করে একাকী এই বন্ধু বান্ধব বিহীন বৈদ্যনাথে আসতে হয়েছে। আমার ভাগ্য বড়ই মন্দ আমার জন্য আপনার কষ্টের সীমা নাই।

নগেন্দ্র। না ভাই আমার জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই এক্ষণে বেশ সুস্থ হয়েছি তোমাকে পেয়েছি এই আমার পরম আনন্দের বিষয়।

বরদাপ্রসাদ এইবার কালাচাঁদকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিল, কালাচাঁদ তোমার সংস্রবে আমার জীবনের সুখ শান্তি সবই নষ্ট হয়েছিল, আজ আবার তোমারই সংস্রবে আমার জীবনের সুখ শান্তি ফিরে পেলাম। এতদিনে তুমি আমার বন্ধুত্বের পরিচয় প্রদান করেছ তুমি আমার জীবন রক্ষা করলে, যতটা সন্তুষ্ট হতাম, নগেনদাদার জীবন রক্ষা করাতে ততোধিক সন্তুষ্ট হয়েছি আজ হ'তে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ তুমি আমার বন্ধু

সুরেশচন্দ্র কহিল,—"সত্বর বাটীতে সংবাদ লিখে পাঠাই, নতুবা তাহারা সকলে এখানে এসে পড়্‌বেন

নগেন্দ্র। বরদাপ্রসাদের সংবাদটী লিখতে ভুলো না।

একোনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যৌবনের পর যেমন বার্দ্ধক্যের আগমন সুনিশ্চিত, তদ্রূপ উত্তেজনার পর অবসাদ অবশ্যম্ভাবী। যখন মানব কোন এক নেশার ঘোরে বিভোর থাকে, তখন ভাবে বেশ, যেন নিশ্চিন্তে নিদ্রিত, অত পশ্চাৎ ভাবিবার ক্ষমতা তখন তাহার থাকে না। নেশার ঘোর কাটিলে গাত্রজ্বালা উপস্থিত হয়, পিপাসায় বুকের ছাতি ফাটিতে থাকে। মালতীর আর সে ভাব নাই, এখন তাহার অবসাদের পালা পড়িয়াছে। পাপ পথের পরিণাম এখন সে বুঝিতে পারিয়াছে। তাই গায়ের জ্বালায় এদিক ওদিক ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়াইতেছে। মালতী এখন স্বামীর জন্য সব করিতে পারে। পতির নিমিত্ত অকাতরে প্রাণ দিতে পারে। যে মালতী স্বামীর মুখ চাহিয়া একদিন একটু পিপাসা, একটু বাসনা, একটু কামনা, পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, আজ এখন সেই মালতী পিপাসা—বাসনা—কামনা সব সাদরে দূর করিয়া দিয়াছে।

আজ বিজয়া। এই মাত্র দেবীর বিসর্জ্জন হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর বড় আদরের বড় পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসী

নিশিকান্ত সারা দিন অনাথ আশ্রমে দীন দুঃখিদিগের অন্নদান কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন এই মাত্র অনাথ আশ্রমের কার্য্য শেষ করিয়া নিশিকান্ত আশ্রমের কিছুদূরে একটী বট বৃক্ষতলে সুখে নিদ্রা যাইতেছেন

অদ্য মালতী স্বামীর চরণ দর্শনের জন্য অনেক অনুসন্ধান করিয়াছে, কিন্তু সফল মনোরথ হয় নাই তাই উদাস মনে, ভগ্নপ্রাণে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে উত্তরাভিমুখে চলিয়াছে মালতী কিছুদূর গিয়া দেখিতে পাইল, অদূরে এক বটবৃক্ষ তলে এক সন্ন্যাসী শুইয়া আছেন মালতী মনে মনে ভাবিতে লাগিল, ঐ নিদ্রিত ব্যক্তি যদি আমার স্বামী হন, তাহা হইলে আমার সকল আশা পূর্ণ হয় মা দুর্গে মনে বড় সাধ ছিল, এই বিজয়া দশমীতে তোর বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে এ পাপ জীবন পতি পদ প্রান্তে বিসর্জ্জন করিব কিন্তু পারিলাম না ত সে চরণের সন্ধান চরমে পাইলাম না ত। ঐহিকের সুখের আশা আমিত আর করিনা অন্ধকার নিশাবসানের পূর্ব্বেই যে কোনরূপে আমার প্রাণপাখীকে এ দেহ পিঞ্জর হইতে মুক্ত করিয়া দিব এই শরতের সুবিমল অমল ধবল ঢল ঢল কিরণালোকে সেই চরণের ধ্যান করিতে করিতে মরিয়া আমার সকল বাসনার অবসান করিব। এইপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে মালতী অগ্রসর হইতে লাগিল সেই বটবৃক্ষের নিকটে আসিয়া দেখিল, যথার্থ তাহারই স্বামী অজিনাসনোপরে সুখে

নিদ্রা যাইতেছেন বজ্রতমালা বজনাব বিমল জ্যোৎস্নালোকে সুন্দর সেই মুখখানি আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। মালতী চোরে হ্যায়—গুপ্ত প্রেমিকের ন্যায় ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে স্বামি সন্নিকটে সমুপস্থিত হইল। মালতী অনিমেষ লোচনে স্বামীর পানে তাকাইয়া সেই বদনসুধা পান করিতে করিতে অস্ফুটস্বরে বলিল "আহা মরি মরি কি সুন্দর মুখখানি, যেন শরতের পূর্ণশশী, আমার প্রাণারাম, আমার নয়নাভিরাম, আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব আমার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে বনে বনে ভ্রমণ করছেন। হায়! হায়! আমি করেছি কি কাঞ্চন ত্যাগ করে কাচ গ্রহণ করেছি—অমৃত ছেড়ে বিষে মজেছি সকল ধর্ম্মের সার যে সনাতন ধর্ম্ম, সেই পরম পবিত্র ধর্ম্মের সুশীতল ছায়া হ'তে নরকের পথে এসেছি। না, না, আর বৃথা বিলাপে এ শুভসুযোগ নষ্ট করব না। এইবার আমার মনোবাসনা পূর্ণ করি।" এই বলিয়া মালতী ধীরে ধীরে স্বামীর চরণতলে উপবেশন করিল এবং অস্ফুটস্বরে কহিতে লাগিল "নাথ! হৃদয় দেবতা মরণ কালে তোমার চরণতলে বসতে পেয়েছি, এই আমার পরম সৌভাগ্য। প্রাণেশ্বর তবে চললাম" এই বলিয়া মালতী স্বামীর চরণতলে ঢলিয়া পড়িল।

নিশিকান্ত সুপ্তোত্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহার পদতলে এক

রমণী পড়িয়া আছে কে এই রমণী! এ কি মূর্চ্ছিতা, না নিদ্রিতা? হাঁ—হাঁ এ কি? এ যে সেই পতিতা মালতী।

মালতী নিশিকান্তের উচ্চ কণ্ঠস্বরে জাগরিত হইয়া বলিল, স্বামী! প্রভু আমি সেই পতিতা মালতী আজ তোমার চরণতলে পতিতা

নিশিকান্ত কঠোর স্বরে কহিলেন,—"আমি ত লম্পট নহি, আমি ত কামান্ধ পিশাচ নহি, আমি ত হিতাহিত-কর্ত্তব্য-বিবর্জ্জিত কাপুরুষ নহি, তবে আমার কাছে কেন? আমার চরণতলে কেন?

মালতী কেন বলব প্রভু? পাপে পুড়ে—জ্বালায় জ্বলে মরমে মরে তোমার চরণতলে জীবন বিসর্জ্জন করে হৃদয়ের জ্বালা জুড়াতে এসেছি জানি আমি আমার ন্যায় পাতকিনীর কোন ক্রমে নিস্তার নাই। তথাপি আমি এসেছি। পাপের প্রবল স্রোতে ভাসতে ভাসতে তোমার চরণ তলে এসে পড়েছি যদিও আমি বারবিলাসিনী—স্বধর্ম্মচ্যুতা পতিতা রমণী, তথাপি আমি তোমার পরিণীতা পত্নী সহধর্ম্মিণী স্বামী পুণ্যাত্মা তোমার চরণতলে এসেছি কিঞ্চিৎ ভিক্ষা করতে কিঞ্চিৎ পুণ্য প্রার্থনা করতে। দিবেন কি—কৃপা করে পতিতাকে আপনার পুণ্যের কিঞ্চিৎ অংশ দিবেন কি? যদিও আমি কৃপা ভিক্ষার সম্পূর্ণ অযোগ্যা, তথাপি আমি চাচ্চি; দিবেন কি? আপনি সাধু, সাধুত সকলকেই সমভাবে

করুণা বিতরণ করেন। তাঁরা ত যোগ্যাযোগ্য, পাত্রা-পাত্র বিচার করেন না আমি এসেছি কিন্তু যাব আর তোমার নির্মল প্রাণে জ্বালা দিতে আসব না—আর তোমার উচ্চমুখ অবনত করতে আসব না—আর এ অপবিত্র জীবন নিয়ে তোমার চরণস্পর্শ করে শান্তিভঙ্গ করতে আসব না আজ তোমার একটী উজ্জ্বল কলঙ্ক কালে বিলুপ্ত হবে আজ তোমার চরণের কণ্টক চোখের বালি [illegible] চিরকালের জন্য দূর হবে তোমার জাগরণের পূর্ব্বে আমি বিষ খেয়েছি আমার আর দেরি নাই, মাথা ঘুরছে, গা ঝিম্ ঝিম্ করছে, চোখে সব আঁধার দেখছি আর আমার উপায় নাই। চললাম নাথ, জানিনা পরজন্মে তোমাকে পা'ব কি না,—কিন্তু যদি পাই

বাক্য শেষ না হইতেই মালতীর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল দেখিতে দেখিতে তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল

সে সময় নিশিকান্তের মনের অবস্থা যে কিরূপ তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য কিন্তু আমরা তাহার নয়ন হইতে দুই বিন্দু অশ্রু নির্গত হইতে দেখিয়াছি জানি না সে অশ্রু সুখের কি শোকের, ঘৃণার কি ক্ষমার

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

পৃথিবী নিস্তব্ধ। নিশাচরগণ উপযুক্ত অবসর পাইয়া স্ব স্ব আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ বেড়াইতেছে। মধ্যে মধ্যে কেবল পেচকের কর্কশ স্বর কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। তস্করগণ বহির্গত হইয়া তাহাদিগের অভীষ্ট স্থানে গমন করিতেছে। অভাগিনী পুত্রশোকাতুরা জননী এ সময় শান্তিলাভ করিয়াছে। স্বামি বিয়োগ বিধুরা অশ্রু নয়না বালা ক্ষণকালের জন্য সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া নিদ্রার সুকোমল ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছে। দুর্দান্ত বালক বালিকাগণ সারাদিন প্রতিবেশিদিগকে বিরক্ত করিয়া এক্ষণে অবশাঙ্গে নিদ্রা যাইতেছে। প্রতি নিয়ত দর্শন ও বাক্যালাপ করিয়া যাহাদিগের পিপাসা দূর হইত না, এক্ষণে সেই প্রণয়ী যুগল একত্র থাকিয়াও প্রিয় সম্ভাষণে কেহ কাহারও আদর করিতেছে না। ধনী, দরিদ্র, যুবা, বৃদ্ধ, বালক, বালিকা সকলেই আরামদায়িনী নিদ্রা দেবীর ক্রোড়ে সমভাবে শ্রান্তিদূর করিতেছে।

ধন্য নিদ্রা! ধন্য তোমার কুহক! নিদ্রাঘোরে দরিদ্র পর্ণ-কুটীরে শয়ন করিয়া যেন রাজ-অট্টালিকায় রাজসুখ উপভোগ

করিতেছে। উপাত্ত স্বয়ং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। বন্ধ্যা নারী আনন্দে পুত্রমুখ দর্শন করিতেছে এবং বহুপুত্রবতী সন্তান হইল না বলিয়া খেদ প্রকাশ করিতেছে।

এমন সময় এক ভৈরবী নদীর দিকে চলিয়াছেন। পাঠক! এই ভৈরবীকে একদিন হেমলতার নিকট ভিক্ষা করিতে দেখিয়াছেন। ইহার যথার্থ পরিচয় এখনও পান নাই। এই পরিচ্ছেদে ভৈরবীর পরিচয় পাইবেন। ভৈরবী এক বৃক্ষতলে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

সম্মুখে কলনাদিনী নদী কুলু কুলু নাদে বায়ু হিল্লোলে যেন তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে আপন মনে পরম আনন্দে সাগর সঙ্গমে চলিয়াছে। ভৈরবী তখন কাতর কণ্ঠে যুক্ত করে ডাকিতে লাগিলেন "হে ভগবান করুণানিধান এ দাসীর প্রতি কৃপা করলে না প্রভু? অবলার লজ্জা নিবারণ, নীরদবরণ, আর যে নির্ভয়ে বিচরণ করতে পারি না নাথ! এত যে আমি এক কামান্ধ পিশাচের কর হ'তে বারংবার প্রাণপণে নিজের ধন সতীত্ব রত্নকে রক্ষা করেছি। প্রভো হে কমললোচন! আমার প্রতি কৃপা কটাক্ষপাত কর। আমার বাঞ্ছিত রত্নকে মিলাইয়া দাও। হে রাধিকারমণ! আমার মনের মোহনের সন্ধান বলে দাও। হে বাঞ্ছাকল্পতরু! আমার মনে বড় সাধ ছিল, তার সুকোমল ক্রোড়ে মাথা রেখে সেই সুধামাখা মুখখানি দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে ইহ সংসার হ'তে বিদায় লব।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

কিন্তু পাবলাম না ও সে চবণেব সন্ধান কবতে পারলাম না ও

তাবপর স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া কবযোড়ে বলিতে লাগিলেন "তুমি কোথায় আছ? কি ভাবে আছ? জানি না নাথ তুমি সুখে আছ কি দুঃখে আছ? থাক যেখানে যে ভাবে আছে, সেখানে সেইভাবে থাক আমি যাই তুমি যেও সেখানে মিলন হবে, বিবহেব বিষম জ্বালা সেইখানে জুড়াব যদি তুমি সেই উচ্চতম প্রদেশে উঠতে অক্ষম হও, হাত বাড়াইও, আমিই তুলে লব তোমার কোন [redacted] নাই নাথ." এই বলিতে বলিতে ভৈববী নদীব নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। তিনি নদীব সন্নিকটে যাইয়া জোড় কবে বলিতে লাগিলেন "মা সুবধুনি গঙ্গে তোব তনয়াব একটী অনুবোধ বাখিস্ মা যদি তিনি কখন তোব কূলে আসেন যদি কখন আমাব সন্ধান কবতে কবতে তোব কূলে আসেন, তবে বলিস মা। কুল্ কুল্ তানে তাঁব কাণে আমাব কথা বলিস্ মা। পথ দেখাস্ মা পতিতপাবনি। পতিকে আমাব পথ দেখাস্ এইবাব দেখবো মা, তোব ঐ সুশীতল বক্ষে এ তাপিত প্রাণ শীতল হয় কি না?" এই বলিয়া ভৈববী নদী বক্ষে ঝম্পপ্রদান কবিলেন

এদিকে সেই সময় এক পান্‌সি সেইখান দিয়া যাইতেছিল পান্‌সিব মধ্যে চারিজন ব্যক্তি ধীবে ধীবে কথোপকথন কবিতে

ছিল। পাঠক বোধ হয় ইহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছেন এ চারি জন ব্যক্তি আর অন্য কেহ নহে, আমাদের সেই নগেন্দ্রনাথ, সুরেশচন্দ্র, বরদাপ্রসাদ ও কালাচাঁদ তাহারা কলিকাতা হইতে নৌকা যোগে সপ্তোষপুরে আসিতেছি কালাচাঁদ পান্সির মধ্য হইতে ভৈরবীর কাতর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া কহিল, "আপনারা একটু থামুন কে যেন তীরে দাড়িয়ে কি বলছে।" তখন সকলে যে দিক দিয়া শব্দ আসিতেছিল সেই দিকে উৎকর্ণ হইয়া রহিল। ভৈরবীর শ্লোক বাক্য স্পষ্টই তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল "আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমি বাহিরে গিয়া ব্যাপার কি একবার দেখে আসি" এই বলিয়া কালাচাঁদ পান্সির বাহিরে আসিল

কালাচাঁদ জ্যোৎস্নালোকে ভৈরবীকে দেখিতে পাইল। এবং কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার হৃদয়মধ্যে তাড়িৎ প্রবাহিত হইল এইবার কালাচাঁদ বলিতে লাগিল, "ঐ মধুমাখা স্বর যে আমার চির পরিচিত, মনে হয় যেন—আমি কত যুগযুগান্তর ঐ স্বর শ্রবণ করে আসছি ভগবান! সত্যই কি সেই? যা'র অনুসন্ধান আমার জীবনের একমাত্র ব্রত, যা'র অনুসন্ধানের নিমিত্ত আমি জন্মভূমির নিকট বিদায় নিয়ে এসেছি, —ওকি আমার সেই বাঞ্ছিত বস্তু? হাঁ—হাঁ নিশ্চয় বলতে পারি—শপথ করে বলতে পারি ঐ আমার জীবন সঙ্গিনী ঐ যে-বলছে

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

'তা'কে পেলাম না ” ওকি ঐ যে দেখতে না দেখতে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল হে সর্ব্বশক্তিমান ভগবান। হৃদয়ে শক্তি দাও

মুখের কথা মুখে রহিল অমনি নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল কিছুক্ষণ পরে সে ভৈরবীকে লইয়া তীরে উঠিল। তখনও ভৈরবী অচৈতন্য কালাচাঁদ ধীরে ধীরে ভৈরবীর মস্তক স্বীয় উরুদেশে স্থাপন করিয়া কহিতে লাগিল, “জগদীশ্বর রক্ষা করেছি—অতি কষ্টে আমার জীবনের যে সহায়—সংসারের যে সার ধর্ম্মের যে সঙ্গিনী, তা'কে রক্ষা করেছি লীলাময়! কা'র সাধ্য তোমার অদ্ভুত লীলা-রহস্য ভেদ করতে পারে ভগবান তুমি যদি আজ আমাকে এমনি সময় এইখানে না আনতে, তাহা হ'লে যে তোমার অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক হ'ত ”

তার পর সে সেই ভৈরবীর সদাহাস্যময়ী প্রফুল্লাননের প্রতি তাকাইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে গদ্‌গদ বচনে কহিতে লাগিল,—“প্রভা. প্রভাবতি। আমায় ফেলিয়া তুমি কোথায় চলেছিলে? প্রভা! তোমার এ বেশ দেখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে প্রভা! পত্নীকে উপেক্ষা প্রদর্শন করলে পতির যে কতদূর অধঃপতন হয়—কত মনঃকষ্ট ভোগ করতে হয়, তা আমি বেশ উপলব্ধি করেছি।

এইবার প্রভাবতীর চৈতন্য হইল সে চক্ষুরুন্মিলন করিয়া দেখিল তাহারই সেই হৃদয়ারাধ্য দেবতা তাহার মস্তক ক্রোড়ে

লইয়া বসিয়া আছেন। তখন পত্নী ধীরে ধীরে কহিল, "প্রাণেশ্বর, দাসীর কথা কি মনে পড়িয়াছে?"

কালাচাঁদ কহিল, "প্রভা, আমায় ক্ষমা কর দিও।"

প্রভাবতী কহিল "আমার অপরাধ তুমি ক্ষমা কর।"

কালাচাঁদ। অপরাধ তোমার নয় প্রভা, অপরাধ আমার একলার, তা নয়, সহস্র অপরাধে আমি তোমার নিকট অপরাধী। সময়ে সব শুনবে ও শুনাব। এখন চল ঐ পাল্কিতে। আমার তিনজন বিশ্বস্ত বন্ধু ঐ পাল্কিতে আছেন। এই বলিয়া প্রভাবতীর হাত ধরিয়া পাল্কির দিকে চলিল।

বঙ্গললনাগণ প্রভাবতীর পতিভক্তি দেখ। সে তাহা ভক্তির প্রভাবে স্বীয় পতিকে সন্নিকটে আনিয়া তাহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়াছে। আজ কালাচাঁদের নয়নজলে প্রভাবতীর মস্তক প্লাবিত হইয়া যাইতেছে।

কালাচাঁদ দেখিতে পাইল সম্মুখেই নগেন্দ্রনাথ, নর্ম্মদাপ্রসাদ ও সুরেশচন্দ্র দাঁড়াইয়া আছেন। কালাচাঁদ তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল "বোধ হয় আপনারা বুঝতে পেরেছেন, ইনি আমার পতিব্রতা পত্নী প্রভাবতী।" তাহারা সকলে এই অপূর্ব্ব মধুর মিলন দেখিয়া অতীব আনন্দিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

নগেন্দ্রনাথ প্রভাবতীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "দিদি চলুন পাল্কিতে যাই। আমাদের নিকট লজ্জা করবার কোন

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

বারণ নাই। সকলে পান্সিতে উঠিলে পান্সি ছাড়িয়া দিল। সেও বর্তীকে পাইবার জন্য বোধ হয় পান্সি এতক্ষণ ধীরে ধীরে আসিতেছিল। এইবার তাহার ঈপ্সিত বস্তুকে পাইয়া মনের আনন্দে তর তর বেগে চলিতে লাগিল

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ভগবানের এই শান্তিময় রাজ্যে সর্বদাই সুখশান্তি বিরাজ করিতেছে। মানব পাপিয়া কাঁদিয়া সুখকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখকে বরণ করিতে যায়। তাই মানব অনবরত দুঃখের নিদারুণ কশাঘাতে জর্জরিত হইয়া পড়িয়া কেবলই উচ্চৈঃস্বরে [illegible] দুঃখের এমন কি সাহস আছে যে, এই শান্তিময়ের সৃষ্ট শান্তিরাজ্যে অশান্তির অনল প্রজ্বলিত করিয়া দেয়। দোষ দুঃখের নহে, [illegible] মানবের সুখসম্পদের দিন আসিলে সে তখন সেই সুখে উন্মত্ত হইয়া নির্বোধের ন্যায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া অহংকারে সুখভোগ করিয়া পরিণামে দুঃখকেই আহ্বান করে।

এতদিন [illegible] ও [illegible] দুঃখের উপাসনা করিয়াছিল। সে কারণ সুখের সন্ধান পায় নাই। পরে অনুতাপ-অনলে জ্বলিয়া পুড়িয়া কাঁদিয়া প্রকৃত সুখের সন্ধানে ছুটিয়াছিল। তাই আজ তাহারা সুখশান্তি ভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

প্রভাত হইয়াছে। অরুণদেবের আগমনে নৈশান্ধকার

ভয়ে ভয়ে গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। বিহঙ্গমকুল বৃক্ষশাখে বসিয়া বিশ্ববিমোহন সঙ্গীত আরম্ভ করিল এবং সেই প্রভাতিক গীতি জগদ্বাসীকে শয্যা পরিত্যাগের সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিল। প্রিয়তমের প্রীতিপ্রফুল্ল বদন নিরীক্ষণ করিয়া কমলিনীর বিষাদমাখা বদনখানি প্রফুল্ল হইয়াছে মধুলোভী কপট ভ্রমর নিমীলিত বেল, মল্লিকা ও গোলাপের সহিত যেন চির বিচ্ছেদ দেখাইয়া নবপ্রস্ফুটিত কমলিনীর সহিত প্রণয় সম্ভাষণ করিতে লাগিল সুপ্তোত্থিত শিশু ক্রন্দন করিয়া পিতা মাতাকে জাগাইতে লাগিল। একে একে সমুদয় জগদ্বাসী জাগরিত হইল।

এমন সময় সেই পান্‌সি সন্তোষপুরের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল। পান্‌সির মাঝিকে ভাড়ার টাকা মিটাইয়া দিয়া নগেন্দ্রনাথ, বরদাপ্রসাদ, সুরেশচন্দ্র, কালাচাঁদ ও প্রভাবতী (সেই পূর্ব্ব পরিচিতা ভৈরবী) তীর হইতে পদব্রজে নগেন্দ্রনাথদের বাটী আসিয়া উপস্থিত হইল এই সুসংবাদ বায়ুবেগে সমস্তগ্রাম ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। নগেন্দ্রনাথের গৃহ আজ লোকে লোকারণ্য হইল কাত্যায়নী পুত্রকে ও জামাতাকে এক সঙ্গে পাইয়া অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এইবার আমার হেমলতার সকল দুঃখের অবসান হইবে "মা দুর্গে এইবার আমার হেমলতার সকল দুঃখ দূর করিস্।" এই-

রূপে কাত্যায়নী মনে মনে দেবদেবীর নিকট কল্যাণ ও শুভ কামনা করিতে লাগিলেন।

ধন্য জননী! ধন্য তুমি! তোমার স্নেহ মমতা, মর্য্যাদা কিংবা স্বর্গীয় পদার্থ। এই অখিল সংসারে এমন কোন পবিত্র পদার্থ নাই যে মাতৃস্নেহের সহিত তুলনা করা যায়। জননি! তুমিই সাক্ষাৎ জগৎ জননী আদ্যাশক্তি স্বরূপিনী। "মা" বল কি মধুর বর! মাতৃনাম উচ্চারণে হৃদয়ের যাবতীয় কলুষরাশি বিধৌত হয়, কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য সব ভাসিয়া যায় মন পবিত্র হয়। জননীর মমতায় এই মায়াময় সংসার সৃষ্টি হইয়াছে। মাতৃ স্নেহ ও মাতৃ স্তন্য না পাইলে সন্তান একমুহূর্ত্তও জীবিত থাকিত না, সংসার শ্মশান হইত।

নগেন্দ্রনাথ, সুরেশচন্দ্র, বরদাপ্রসাদ, কালাচাঁদ ও প্রভাবতী একে একে কাত্যায়নীর চরণে প্রণাম করিল। কাত্যায়নী সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সম্মুখস্থ বেঞ্চের উপর উপবেশন করিতে বলিলেন। কাত্যায়নী কালাচাঁদ ও প্রভাবতীর অদ্ভুত মিলনের কথা শ্রবণ করিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন। তিনি আরও শুনিলেন কালাচাঁদই তাঁহার নয়নের মণি নগেন্দ্রনাথকে মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছে।

এক আলুলায়িতকেশা রমণী ঈষদ্মুক্ত জানালার পার্শ্ব দিয়া পলকশূন্য দৃষ্টিতে নগেন্দ্রনাথকে দেখিতেছে। এ সুরসুন্দরী

সেই নগেন্দ্রনাথের আর্য্যবতী পত্নী বিমলা নিজে অদৃশ্য রহিয়া অজ্ঞাতসারে সকলকে দেখিতেছে।

বিমলা দাসী দ্বারা বরদাপ্রসাদকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিল "ঠাকুর জামাই, এত করে কি কাঁদাতে হয়? সেই সরলা সতী শিরোমণি ঠাকুরাণির কত পবিত্র হৃদয়, উচ্চ প্রেম কত গাঢ় তুমি জান না সে প্রেম পারাবার সামান্য ঘাত প্রতিঘাতে রুদ্ধ হবার নহে,—সে প্রেম ইহজন্মে শেষ হবার নহে, জন্মজন্মান্তরে অনন্তকাল সে প্রেমের উৎস সমান গতিতে ছুটতে থাকবে. ঠাকুর জামাই তুমি কি নির্দ্দয়! যে স্বভাব সরলার বিষাদ মাখা মলিন বদন দর্শন করলে অতি নিষ্ঠুর পাষণ্ডের হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হয়, আর তুমি কি প্রকারে সেই পতিব্রতা স্বর্ণপ্রতিমার মনে কষ্ট দিচ্চ?

"আমি এতদিন কর্ত্তব্য জ্ঞানহীন হয়ে যে সাধু বিগর্হিত পথে ভ্রমণ করেছি এবং মহাভ্রমে কত নিন্দনীয় কার্য্য করেছি তাহার সংখ্যা নাই। আমি আপনা আপনি যুদ্ধ করেছি—ক্ষত বিক্ষত হয়েছি এবং অনুতাপানলে প্রতি নিয়ত দগ্ধ হচ্চি। আমি যতদূর অগ্রসর হয়েছিলাম, সেখান হ'তে অতি অল্প লোকই প্রত্যাবর্ত্তন করে থাকে এক্ষণে স্পষ্টই বুঝেছি হতভাগিনী "সাধ্বী সতী" হেমলতার দুঃখে দুঃখিত হয়ে ভগবান দয়া করে এই হতভাগ্যের ভ্রমান্ধকার দূর করেছেন

জ্ঞান চক্ষু দান করে প্রকৃত পথ দেখিয়েছেন। সেজন্য তাঁকে আমার কোটী কোটী নমস্কার।

বিমল! ঠাকুর আমাকে যেমন করে আমি সবই জানতে পেরেছিলাম; ও সত্য পথ পাব সাধ্বী সতী হয়ে তাঁকে সুখী করবো।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

১০

প্রভাতে উঠিয়া হেমলতা গৃহকর্ম্মাদি সমাপন করিয়া পতির আগমন চিন্তা করিতেছে। এমন সময় বরদাপ্রসাদের আগমন সংবাদ লোক পরম্পরায় হেমলতার কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিল। যখন সেই সুসংবাদ সেই পতিপ্রাণা হেমলতার কর্ণে প্রবেশ করিল তখন তাহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল, শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে শোণিতের সহ আনন্দ প্রবাহ প্রবল বেগে ছুটিতে লাগিল। ক্ষণেকের মধ্যে হেমলতার হৃদয়াকাশ হইতে বিষাদ মেঘখণ্ড অন্তর্হিত হইল। সুখ সূর্য্য দেখা দিল, রজনীর নিবিড়ান্ধকার লুকাইল, প্রভাতের অরুণ কিরণ ফুটিয়া উঠিল, [illegible] যেন বসন্ত আসিল এবং বসন্ত সখা চূত শাখে বসিয়া কুহুস্বরে ডাকিতে লাগিল।

শ্বশ্রূঠাকুরাণীর অনুরোধে হেমলতা মধ্যাহ্নে নাম মাত্র আহার করিল। আহারান্তে শয্যা গ্রহণ করিল। সেই কুসুম কোমল শয্যা তাহার পক্ষে কণ্টকাকীর্ণ বোধ হইতে লাগিল। স্বামীর মুখ দর্শন করিবার আশা তাহার বড়ই বলবতী হইয়া

উঠিল। হেমলতা স্বামীর অদর্শন জনিত ক্লেশ এতদিন ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিয়াছে কিন্তু আজ আর সে যেন কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছে না।

হেমলতা ভাবিতে লাগিল তিনি কখন আসিবেন, কখন তাঁহার চরণ দুখানি দর্শন করিব। ... এখনও ত কোন সংবাদ পাইতেছি না। তবে কি তিনি আসেন নাই?"

হেমলতা উন্মুক্ত ... অপলক দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল। ... ... হেমলতার ... ভাসাইয়া দিল।

দেখুন পাঠক। ... সতীর ... কত সুন্দর কত প্রীতিপ্রদ। সতী ... কান্না চাপিয়া মুখে হাসিতে জানে না। সতী নারীর অন্তর বাহির সমান। কপটতা কাহাকে বলে তাহা সে জানে না। সতীত্বের অনন্ত মহিমা ... একমুখে ব্যক্ত করা অসম্ভব। সতী যদি একমনে এক ধ্যানে পতির মঙ্গল চিন্তা করে তাহা হইলে বিধির অখণ্ডনীয় বিধানও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সতী নারীর সতীত্বের প্রবল তেজে পাপাত্মা স্বামীরও পাপ ক্ষয় হয় এবং সেই পতিভক্তির বলে সতীও চরমে শান্তিধামে গমন করে। যে নারী সতীত্বের স্বর্ণ সিংহাসনে সমারূঢ়া হইয়াছে,

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

সাধ্বী নারী না করিতে পারে এমন কার্য্যই নাই। তাহার ইচ্ছায় মরুদেশে পোষ্প … হে, অসম্ভবও সম্ভবে পরিণত হয়।

হৃদয়ের অনুতাপ হৃদয়ে চাপিয়া বরদাপ্রসাদ স্বীয় ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহপ্রাঙ্গণে পদার্পণ করিয়া দেখিল গৃহের সমস্ত পূর্ব্ববৎ সযত্নে সজ্জিত রহিয়াছে। গৃহীর অভাবে গৃহের কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই। বরদাপ্রসাদ অপরাধীর ন্যায় ধীরে ধীরে শয়ন প্রকোষ্ঠে গমন করিল।

বরদাপ্রসাদ দেখিতে পাইল তাহার সেই জীবন তোষিণী—আহ্লাদিনী সহধর্ম্মিণী গৃহলক্ষ্মী খনিগর্ভস্থ মণির ন্যায় ম্লান হইয়া গিয়াছে, তাহার শরীরে আর পূর্ব্বের ন্যায় শ্রী নাই দেখিয়া বরদাপ্রসাদ অত্যন্ত ব্যথিত হইল। কি বলিয়া সম্ভাষণ করিবে স্থির করিতে না পারিয় ক্ষণকাল দণ্ডায়মান রহিল। ইত্যবসরে হেমলতা আসিয়া তাহার চরণতলে পতিত হইল। অমনি বরদ প্রসাদের নয়ন যুগল হইতে অশ্রুজল প্রবাহিত হইয় তাহার গণ্ডস্থল প্লাবিত করিল। বরদাপ্রসাদ গদ গদ স্বরে কহিল "হেমলতা আমায় ক্ষমা কর, আমি অতি হতভাগ্য—আমি তোমার অযোগ্য স্বামী, আমার নিকট তুমি একটী দিনের জন্য সুখী হতে পারনি। আমি তোমার মনে যে ক্লেশ দিয়াছি তার জন্য আমি যে মর্ম্ম বেদনা পাচ্ছি তাহা ইহ জীবনে যাবে না।" এই কথা বলিতে বলিতে হেমলতাকে সস্নেহে উঠাইলেন এবং গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। বহুদিনের পর স্বামি-

সোহাগ পাইয়া হেমলতা ক্ষণকাল যেন স্বর্গসুখ ভোগ করিতে লাগিল। হেমলতা বলিতে লাগিল "যাহার কৃপা বিন্দু পাইতে দাসী চরিতার্থ হয়, তাঁহাকে আবার ক্ষমা করা হবে? স্বামী স্ত্রীলোকের উপাস্য দেবতা এবং ধ্যান, জ্ঞান। স্বামীর সেবাই স্ত্রীলোকের কার্য্য তাহার ত্রুটীর জন্যই স্ত্রীলোক নানা প্রকার কষ্ট পেয়ে থাকে। বোধ হয় বিধাতা সদয় হয়ে এতদিনে আমার সেই অপরাধ মার্জ্জনা করেছেন। তাই তোমাকে এনে দিয়েছেন।

বরদা এতদিন আমি অর্ব্বাচীনের ন্যায় প্রেমের অন্বেষণে বেড়িয়েছি কিন্তু প্রকৃত প্রণয় কারে বলে—উদারতা কেমন প্রেম কিরূপ এতদিন তা বুঝিনি। প্রগাঢ় প্রেম কোথায় নিঃস্বার্থ ভালবাসা কোন স্থানে—পবিত্র প্রেম কোনখানে এতদিন তাহার সন্ধান পাইনি দাম্পত্য প্রণয় যে কত মধুর—কত পবিত্র কত উচ্চ এতদিন তা বুঝিনি পতি পত্নীর পবিত্র প্রেম,—স্বামি স্ত্রীর ভালবাসাই ভালবাসা,—দম্পতীর প্রেমই প্রেম এতদিন আমি দেবীর উচ্চাসনে দানবীকে স্থান দিয়াছিলাম এতদিন আমি সতীর উপচারে অসতীর পূজা করিতেছিলাম— এতদিন আমি হেমলতাকে পরিত্যাগ করে বিষলতায় মত্ত ছিলাম। হেমলতা! আমি দোষী—পাপী আমায় ক্ষমা কর

হেমলতা তুমি বার বার আর ও কথা বলো না।

তোমার দোষ গুণ আমার বিচার্য্য নহে। তুমি পতি, আমি জানি কেবল তোমার চরণে মতি রাখলে আমার সদ্গতি হবে। তোমার চরণ চিন্তাই আমার ধ্যান জ্ঞান। তোমার পদ সেবাই আমার জীবনের সারব্রত। তোমার মঙ্গল কামনাই আমার ভগবানের নিকট একমাত্র প্রার্থনা। এতদিন তোমার পদ সেবা বঞ্চিত ছিলাম বলে যা দুঃখ, নতুবা অন্যদুঃখ আমার নেই। এখন সে সকল দুঃখ দূর হয়েছে। এখন থেকে তোমার চরণ সেবা করে ধন্য হব।

বরদা গাঢ় স্বরে বলিল,—হায়! যে নর এমন নির্ম্মল নলিনীকে বৃন্তচ্যুত করে আদরে না রেখে অনাদরে রৌদ্রে শুষ্ক করে সে নরাধম। যাকে পদাঘাত করলে পা জড়িয়ে ধরে ভগবানের নিকট প্রহারকের মঙ্গল কামনা করে এমন যে সরলা নারী, এমন যে সতী সাধ্বী, তাকে যে মর্ম্মপীড়া দেয় সে নরকুল কলঙ্ক। সে নরাকারে পশু। আমার ন্যায় অধম আর নাই।

হেমলতা। দৈবদুর্ঘটনায় যা হবার তা হয়ে গিয়েছে, তার জন্য আর চিন্তা কর না। সে সব বিস্মৃত হও।

বরদা। হেমলতা! আমি সব ভুলব—তোমার অমীয় বচনমাধুর্য্যে সবই ভুলিব। কিন্তু তোমার ঐ কোমল অঙ্গে পদাঘাতের কথা কি ভুলতে পারব?

হেমলতা। কেন পারবে না? নিশ্চয় পারবে। আমি

সেই পদাঘাতে আপনাকে কৃতার্থ মনে করেছি। তুমি কেন সেই সামান্য বিষয় উল্লেখ করে ক্ষোভ কচ্ছ?

বরদা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, হেমলতা! তোমার ন্যায় পতিব্রতা গুণবতী ভার্য্যা যার অঙ্কলক্ষ্মী তাহার জীবন ধন্য। বলতে পার হেমলতা, আমার ন্যায় সুখী কে?

হেমলতা সহাস্যে বলিল কে?—আমি

বরদাপ্রসাদ সেই স্বভাব সরলা হেমলতার সুমধুর কথায় গলিয়া গেল। আবেগ ভরে হেমলতার মুখখানি বুকে টানিয়া লইয়া সাদরে সেই সুধামাখামুখে চুম্বন করিল। আদরে হেমলতাও গলিয়া গেল। স্বামীর বুকে মস্তক রাখিয়া ঢল ঢল ভাসা ভাসা চক্ষুদুটী অর্দ্ধ নিমীলিত করিয়া ছল্ ছল্ দৃষ্টিতে সোহাগ ভরে হেমলতা কহিল, বলতে পার যে রমণী স্বামীর এত সোহাগ পায়, তার তুল্য সুখী কে?

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

শুষ্ক সরোজে পুষ্প ফুটিয়াছে। মরা তরু মুঞ্জরিত হইয়াছে। জলশূন্য আধার কেমন স্বচ্ছ সলিল পূর্ণ সরসীতে পরিণত হইয়াছে। সেই ভগ্ন ইষ্টক স্তূপ কেমন সৌধমালায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ উচ্চ দ্বিতল প্রকোষ্ঠ মধ্যে পতি পত্নী কেমন পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া অপার আনন্দ সাগরে ভাসিতেছে, কি সুন্দর! প্রকৃতির পাশে পুরুষ কি মনোবিমোহন দৃশ্য।

কালাচাঁদের পাশে প্রভাবতী বসিয়া আছে। নগেন্দ্র নাথের নিকট বিদায় লইয়া জন্মভূমিতে আসিয়া নূতন বাটীতে প্রবেশ করিয়াছে। আবার নূতন দাস দাসী নায়েব মুহুরি নিয়োজিত হইয়াছে। যেমন ছিল তেমনই হইয়াছে।

নিদাঘ-তাপ ক্লিষ্টা চাতকিনীর ন্যায় প্রভাবতী স্বামীর বদন সুধা পান করিতে করিতে কহিল, "এইবার আমার আশা সফল হয়েছে! আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে আবার আমরা একত্রে মিলিত হব ও জন্মভূমিতে এসে আবার সংসার পেতে সুখ সচ্ছন্দে কালাতিপাত করতে পারব।"

কালাচাঁদ প্রাণাধিকা পত্নীর কোকিল কণ্ঠ বিনিন্দিত স্বর শ্রবণ করিয়া কহিল "প্রভাবতি! নগেন্দ্রনাথ ও বরদাপ্রসাদের অনুগ্রহ লাভ না করলে পরে আমাদের শেষ জীবন যে, কি প্রকারে অতিবাহিত হত তা ভগবানই জানেন।"

প্রভাবতী। আহা! নগেন্দ্রনাথের ন্যায় অমন সরল হৃদয়, কর্তব্যনিষ্ঠ, ধার্মিক, পরোপকারী, সত্যপ্রিয়, জিতেন্দ্রিয় এ জগতে অতি বিরল।

কালাচাঁদ। জননী ভাল হলে যে তাঁর পুত্র কন্যা ভাল হয় তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মাতা কাত্যায়নী। নগেন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ ভ্রাতৃদ্বয় যেন একবৃন্তে দুটী ফুল। ভগিনী হেমলতা যেন সাক্ষাৎ সতী ভগবতী। আবার নগেন্দ্রনাথের স্ত্রীও তেমনি হয়েছে। যেন মণিকাঞ্চনের সংযোগ। বাস্তবিক উহারাই সুখী। ধর্মের সংসার, প্রকৃত সুখের সংসার।

প্রভাবতী। আমাদের বিষয় খালাস করতে মোকদ্দমায় তাঁদের অনেক টাকা খরচ হয়েছে।

কালাচাঁদ। প্রায় দুই হাজার টাকা খরচ হয়েছে। এ টাকা আমি রাখব না। আশা করি দুই বৎসরের মধ্যেই সব শোধ করতে পারব।

এমন সময় নব নিয়োজিত দাসী রামমণি আসিয়া কালাচাঁদের হস্তে একখানি পত্র দিয়া চলিয়া গেল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রভাবতী। পত্রখানি বোধ হয় সন্তোষপুর থেকে এসেছে?

কালাচাঁদ। হাঁ, নরেন দাদা দিয়েছেন।

প্রভাবতী। পত্রখানি একবার পড়ত শুনি।

কালাচাঁদ তখন ধীরে ধীরে পত্রখানি পড়িতে লাগিল। তাহাতে লেখা ছিল,—

ভাই কালাচাঁদ!

কয়েক দিবস গত হইল তোমাদের কোন কুশল সমাচার না পাইয়া বড়ই চিন্তিত আছি। আগামী ১৫ই ফাল্গুন আমার পুত্রের শুভ অন্নপ্রাশন হইবে। অতএব তুমি যত শীঘ্র পার এখানে আসিয়া শুভ কার্য্যে যোগদান করিয়া সুখী করিবে। অন্যথায় অতিশয় দুঃখিত হইব। বিমলা বৌদিদিকে দেখিবার জন্য বড়ই কাতর হইয়াছে। তুমি অবশ্য অবশ্য বৌদিদিকে সঙ্গে লইয়া আসিবে। আশা করি ভগবানের ইচ্ছায় তোমরা কুশলমঙ্গলে অবস্থিতি করিতেছ। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। ইতি :

তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

পত্রখানি পড়িয়া কালাচাঁদ কহিল "বড়ই শুভ-সংবাদ নয়?"

প্রভাবতী। তা আর বলতে।

কালাচাঁদ তোমার যেতে ইচ্ছা হয়?

প্রভাবতী ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা

কালাচাঁদ আমার ইচ্ছা তুমি থাক, তুমি যাও

প্রভাবতী তাহাতে কোন আপত্তি নাই

কালাচাঁদ তোমার ভয় হয় না?

প্রভাবতী কিসের?

কালাচাঁদ আমায় ছেড়ে তোমার একা থাকতে?

প্রভাবতী কেন?

কালাচাঁদ একবার পেয়ে হারিয়েছিলে, আবার যদি হারাও?

প্রভাবতী আবার পাব আমার জিনিষ যেখানে থাক আবার সন্ধান করে বার করব

কালাচাঁদ ঐ ভরসায় বুঝি নদীতে ডুবে মরতে গিয়াছিলে?

প্রভাবতী মরতে গিয়েইত তোমাকে পেয়েছি

কালাচাঁদ যদি আমি সে সময় সেখানে না যেতাম?

প্রভাবতী ভগবানের দয়ায় সবই হয় তুমি না এসে থাকতে পারবে কেন? ভগবান তোমাকে পাঠিয়েছিলেন, অদৃষ্টই তোমায় ঘুরে ফিরে সেখানে সেই সময় নিয়ে গিয়েছিল তিনি যাহা করেন সবই আমাদের মঙ্গলের জন্য ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব না বুঝতে পেরে তাঁহার কার্য্যে দোষারোপ করে,

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

কাশেরি [illegible] তবে কি সাত্তামপুরে তুমি একা যাবে?

[illegible] আর কি তোমাকে ফেলে আমি কি আর একদিন একদণ্ড কোথাও থাকতে পারি। শান্তিদায়িনী যেখানে থাকবে সেখানে যে আমার অশান্তি ছেড়ে যাবে [illegible] শান্তিদায়িনীকে সঙ্গে নিয়ে যাব

প্রভাবতী [illegible] তবে আজ তোমাকে কিছু নূতন শান্তি দিচ্ছি

[illegible] শান্তি না [illegible]

"কোন ভয় নাই" এই বলিয়া প্রভাবতী পার্শ্বস্থিত আলমারি হইতে একখানি মহাভারত আনিয়া শান্তিপর্ব মোক্ষধর্ম পাঠ করিতে লাগিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

তাহা কে ঐ শিশুটী দালানে শুইয়া আছে? কি বা ছবি! কি সুন্দর ছেলে! দেখিলে নয়ন মন জুড়ায়। [illegible] ইহা? সোনার ছেলে, [illegible] ঘুমাইতেছে। শিশুবয়সে [illegible] হইয়াছে। এমন সুন্দর ছেলের পিতা মাতা হওয়া কি বড় সৌভাগ্যের কথা! অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া লোকে এমন [illegible] পুত্রের পিতা হইয়াছে। [illegible] সেই সুখী দম্পতি এই পুত্ররত্নটী লাভ করিয়া সর্ব্বদাই [illegible] কাল কাটাইতেছে। [illegible]

[illegible] একদিন সন্ধ্যার সময় [illegible] শিশুপুত্রটীকে কোলে লইয়া বিমলা ছাদে উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে [illegible] ও হেমলতাও উঠিল। সেই বিষাদিতা হেমলতা এখন সদাই হাস্যমুখী। হেমলতা হাসি হাসি মুখে ভৈরবীকে সম্বোধন করিয়া কহিল— "ভৈরবি দিদি তোমার লোহার ত্রিশূল, ভিক্ষার ঝুলি, গৈরিক বসন সব কি হ'ল? এ যে ঘোর পরিবর্ত্তন! কোথায় ভৈরবী আর কোথায় কুলবধূ।"

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

যশোদা পদ্মানন্দকে উত্তর করিল "আমার ঘোর পরিবর্তন হয়েছে সত্য কিন্তু তোমার যে ঘোরতর পরিবর্তন হয়েছে তেমন খ্যাপা ত আমি আর কেঁদে কেঁদে নিজেদের চাদর ভিজাইনি ভেবে ভেবে শরীরও ক্ষীণ করিনি।"

হেমন্ত [illegible] না হয়। তোমার ঢং [illegible] যা'ক তুমি এক পাকা লোক। কোন ব্যবসা বাকী রাখনি যখন দেখলে ব্যবসায় বাজার বড়ই মন্দা, লাভের আশা আর নাই, তখন আর কি বার্ধক্য বলে ভক্তের ঝুলি হাতে করলে সাবাস সাহস বটে।

প্রভাবতী আমার বাজার প্রথম হ'তেই মন্দ যায়নি, মধ্যে খারাপ গিয়েছিল বটে, কিন্তু তোর যে একেবারে গোড়া থেকেই ব্যবসা মাটি, লাভ হওয়া দূরে যা'ক, মূলধন যে নষ্ট হয়ে যাবার যো হয়েছিল

নির্মলা কহিল "থাক দিদি যা'ক ঠাকুর ঝি, ঝগড়ায় কাজ নাই তোমাদের দুজনের ভাগ্য সমতুল্য। যদিও তোমাদের অদৃষ্ট মন্দ ছিল তথাপিও তোমারা চেষ্টা দ্বারা সেই মন্দ-অদৃষ্টকে পরিবর্তিত করতে পেরেছ নতুবা জানি না তোমাদের ভাগ্যচক্র কোন সময়ে কোন স্থানে গিয়ে অবস্থান করত তোমরাই ধন্যা আচ্ছা কেমন প্রভা দিদি আমার

তাহা বল দেখি কেমন? দরিদ্রনারী অত বড় [illegible] রাজার একদিনের জন্যও মন পায় নাই।"

এমন সময় সুষমা হাসিয়া কহিল "তোমার রূপ আর যে কেন নষ্ট যায় নাই, এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মনে করে দেখ দেখি নৈষধ রাজের মাথা ঘাটার কথা। রূপে যদি হয় তবে তোমার চেয়ে কি ভাগ্যবতী? এ সংসারে সকলে রূপের আদর করে থাকে—রূপ একটা ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান। যে রূপবতী বা রূপবান সেই ভাগ্যবতী বা ভাগ্যবান। তোমার ন্যায় স্বরূপসারে কে না ভালবাসিতে ইচ্ছা করে? কিন্তু ভেবে দেখ দেখি তোমার কথা দেখ দেখি আমার প্রতি—এই কুরূপার প্রতি তাঁর কত দয়া। যে দম্পতি তুচ্ছ রূপকে উপেক্ষা করে পরস্পরের আপন অন্তরের গুণে যত্নবান থাকে, তারাই প্রকৃত সুখী। যে স্ত্রী স্বামীর রূপের জন্য এবং যে স্বামী স্ত্রীর রূপের জন্য উন্মত্ত থাকে তারা কখনও সুখী হ'তে পারে না, ইহ জন্মে না—পর জন্মেও না।'

কি সুখের স্রোতে আজ এই সতীরমণী পরস্পর আপনাকে আপনি সৌভাগ্যশালিনী মনে করিতেছেন। পুণ্যনদের স্রোতে এক সঙ্গে ভাসমানা। আনন্দের আবেগে সকলে বিবাহ দিন রাত্রির কথা লইয়া কতই আমোদ প্রমোদ করিতেছে।

ধন্য বঙ্গদেশ, ধন্য বঙ্গনারী! তোমাদের ন্যায় সুখী জাতি এজগতে আর দ্বিতীয় নাই। তোমাদের গৃহে গৃহে সুখশান্তিময়ী গৃহলক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন। তোমরা সহধর্মিণীরূপে

হয় পর্ণকুটীরে থাকিয়াও সুখী। এমন সুখশান্তিদায়িনী লক্ষ্মীস্বরূপিণী গৃহলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিয়া রত্নময় সিংহাসনে উপবেশন করিতে ইচ্ছা কর কি? কখনই না, কিছুতেই না। সে দেশেতে তোমাদের জন্ম নয়, সে ধাতুতে তোমারা গঠিত নও। তোমরা যে প্রেমময় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া আছ তাহার কাছে রত্নময় সিংহাসন তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ

যতদিন ভারতে রমণী থাকিবে, যতদিন সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী, শৈব্যা, পদ্মিনীর কাহিনী জগতের ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত না হইবে, ততদিন তোমাদের কোন চিন্তা নাই, কোন দুঃখ নাই একাল পর্য্যন্ত তোমাদের ন্যায় উচ্চ প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে কোন জাতি পারে নাই তোমাদের দাম্পত্য জীবন, দাম্পত্য প্রেম বড়ই মধুর বড়ই গৌরবের। প্রেমেই তোমাদের সুখ, প্রেমেই তোমাদের শান্তি, প্রেমেই তোমাদের গতি, প্রেমেই তোমাদের মুক্তি

সমাপ্ত